আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

GIFT

হুসাইন আহমাদ
এম.ফিল. গবেষক

401814

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
401814

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"আলহামদু লিল্লাহ" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যাঁর অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় এম. ফিল. গবেষণার মত কঠিন কাজ করা সম্ভব হয়েছে। দরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর প্রতি, যাঁর আদর্শ কলোত্তীর্ন।

"যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না।" রাসূল (স.) এর এ চিরস্মরণীয় বাণীর বাস্তবায়নে আমি আমার হৃদয় উৎসারিত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও অত্র গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের প্রতি যিনি আমাকে আমার দেশের জন্য কিছু করবার উদ্দেশ্যে "আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা" অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারণ করে দেন এবং শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনের সুপরামর্শ প্রদান করে আমার অভিসন্দর্ভকে তথা সমৃদ্ধ করে গুণগত মান বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি অনুমোদন দিয়েছেন এজন্য তাঁদেরকে জানাই ধন্যবাদ।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র হিসেবে আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলনে এবং গবেষণাকর্মে আন্তরিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আরবী বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ বিশেষত প্রফেসর আ.ত.ম মুসলেহ উদ্দিন, প্রফেসর নাজির আহমেদ, প্রফেসর ড. ফজলুর রহমান, প্রফেসর ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দিক ও বন্ধুবর ইউসুফ।

401814

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থগার, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা গ্রন্থাগার, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা গ্রন্থাগার, মুহাম্মদ আবদুস সালাম প্রতিষ্ঠিত কাজী কোবাদ আলী স্মৃতি পাঠাগার, পাবনা জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার সহ বিভিন্ন জেলার ছোট বড় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থাগারের সাথে সংশ্লিষ্টদের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও নানা ভাবে পরামর্শ দিয়েছেন আমার বড় ভগ্নীপতি মুহাম্মদ আবদুস সালাম, উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ও বড় ভাই (স্ত্রী অগ্রজ) ড. মো: জাকির হুসাইন সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তাঁদের সুপরামর্শে এ গবেষণাকর্ম স্বল্প সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এম. ফিল গবেষণাকর্মের শেষ পর্যায়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, বড় ভাই-বোন ও শিক্ষা জীবনের সর্বস্তরের সম্মানীত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ, গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ ও সকল স্তরের কর্মচারীদের প্রতি যাঁরা আমার এ গবেষণাকর্মে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

আমার সহধর্মিণী নুসরত জাহান (বুলবুলি) সাংসারিক কর্ম ব্যস্ততা ও সন্তান পালনের গুরু দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে গবেষণাকর্মে মনোনিবেশ করার পরিবেশ উপহার দিয়েছে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গবেষণা কালীন সময়ে স্নেহ বঞ্চিত পুত্রদ্বয় আশিক ও তারিক এর প্রতি দু'আ ও আন্তরিক ভালবাসা জানাই।

আরও অনুল্লেখ্য যে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হতে আমি সহযোগিতা পেয়েছি সকলের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। পরম করুনাময় আল্লাহ তা'য়ালা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। আমিন।

401814

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

হুসাইন আহমাদ
এম.ফিল. গবেষক।

Dhaka University Institutional Repository

অভিধানে অনুসৃত
আরবী বর্ণমালার বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

বর্ণ	প্রতিবর্ণ		বর্ণ	প্রতিবর্ণ	
ا	অ		ض	দ্ব	
ب	ব		ط	ত্ব	
ت	ত		ظ	য	
ة	ত		ع	'অ	
ث	ছ		غ	গ	
ج	জ		ف	ফ	
ح	হ		ق	ক্ব	
خ	খ		ك	ক	
د	দ		ل	ল	
ذ	য		م	ম	
ر	র		ن	ন	
ز	য		و	ও	
س	স		ه	হ	
ش	শ		ء	অ	
ص	স		ي	ই	

(উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যতিক্রমও হয়েছে। সাধারণতঃ প্রশিদ্ধ ব্যক্তি ও গ্রন্থের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঘটেছে। তাছাড়া যেসব আরবী শব্দ দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ বিশেষে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে।)

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আল্-কুরআনুল করীম	:	১৫ঃ২১, প্রথম সংখ্যা সুরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের।
(রা.)	:	রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।
(র.)	:	রহমাতুল্লাহি আলাইহি (তার উপর রহমত বর্ষিত হোক)।
(হি.)	:	হিজরী।
(খৃ.)	:	খৃষ্টাব্দ/ খৃষ্টাব্দে।
(ব.)	:	বঙ্গাব্দ/ বঙ্গাব্দে।
ই,বি	:	ইসলামী বিশ্বকোষ।
স,ই,বি	:	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ।
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
তা, বি	:	তারিখ বিহীন।
সম্পা	:	সম্পাদক/ সম্পাদনা/ সম্পাদিত।
পা, আ, মা	:	পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।
বিমক	:	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।
পপজ	:	প্রেস প্রকাশনাও জনসংযোগ দপ্তর।
সংস্ক	:	সংস্করণ।
খ.	:	খন্ড।
পৃ.	:	পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		ক
প্রতিবর্ণায়ন		খ
সংকেত পরিচয়		গ
সূচীপত্র		ঘ
ভূমিকা		১-৫
প্রথম অধ্যায় :	পাবনা আলীয়া মদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	৬-৫২
দ্বিতীয় অধ্যায় :	প্রতিষ্ঠাকর্মে জড়িত ব্যক্তিবর্গ : পরিচিতি ও অবদান	৫৩-৭৮
তৃতীয় অধ্যায় :	প্রশাসক ও অধ্যাপকবৃন্দ : পরিচিতি ও অবদান	৭৯-১০৩
চতুর্থ অধ্যায় :	এ যাবৎ উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর পরিসংখ্যান ও মেধা তালিকায় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা	১০৪-১১০
পঞ্চম অধ্যায় :	কৃতী ছাত্র-ছাত্রী : পরিচিতি ও অবদান	১১১-১৩৪
৬ষ্ঠ অধ্যায় :	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে পাবনা আলীয়া মদ্রাসা	১৩৫-১৫২
সপ্তম অধ্যায়:	প্রতিযোগিতায় পাবনা আলীয়া মদ্রাসা	১৫৩-১৫৭
উপসংহার :		১৫৮-১৫৯
গ্রন্থপঞ্জী :		১৬০-১৬৪
পরিশিষ্ট :		১৬৫-২০৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রাক্কালে একটি ভূমিকার অবতারণা প্রয়োজন। প্রথমত জানা দরকার ইসলামের কোন্ ঐশীবাণী ও নির্দেশের কারণে মুসলমানেরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা তথা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করলেন। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করছি।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে সর্ব প্রথম ওহীর[১] মাধ্যমে যে বাণীটি শিক্ষা দিয়েছিলেন: "যার অর্থ পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[২] সর্ব প্রথম নাযিলকৃত এ ছোট আয়াত থেকে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব বুঝা যায়। এছাড়াও আল কুরআনে জ্ঞান ও জ্ঞানীর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে এবং "যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।"[৩] "যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?"[৪] "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াত সমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।"[৫] পবিত্র কুরআনে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করার কথা রয়েছে "হে আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।"[৬] জ্ঞানার্জন সম্পর্কে এছাড়াও রয়েছে রাসুল (স.) এর মুখ নিসৃতবাণী: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে। রাসুল (স.) এরশাদ করেন: আল্লাহ তায়ালা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচছা করেন তাকে তিনি দীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও বুঝ দান করেন।[৭] হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (স.) এরশাদ করেন: ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।[৮] হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) এরশাদ করেন: "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও"।[৯] কুরআন ও হাদীসের এ সমস্ত বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যুগে যুগে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তাবের লক্ষ্যে মাদ্রাসা, মসজিদ ও বিভিন্ন প্রকার দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

[১] ওহী ক্রিয়াপদে ইহার অর্থ ইঙ্গিত করণ, গোপনে কথা বলা, লিখন, পৌছানো, বিশেষ্য পদে প্রত্যাদেশ, প্রত্যাদিষ্ট বাণী, অনুক্ত বাণী, (মু'জামুল লুগাত ও মিসবাহুল লুগাত) শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর কালাম তাঁর নবীদের প্রতি অবতরণ করাকে ওহী বলে। স,ই,বি, ইফাবা খ. ১ম খৃ. ১৯৮৬, ঢাকা পৃ. ২৫৪।

[২] আল্-কুরআন সুরা আলাক- ৯৬ঃ১।

[৩] আল্- কুরআন সুরা বাকারা- ২.২৬৯।

[৪] আল্- কুরআন সুরা জুমার- ৩৯ঃ৯।

[৫] আল্- কুরআন সুরা আল ইমরান- ৩ঃ১৬৪।

[৬] আল্- কুরআন সুরা ত্বা-হা- ২০ঃ১১৪।

[৭] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল্ বুখারী ঃ সহীহুল বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়া দিল্লি হি. ১৪০৯ পৃ. ১৬। এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে উল্লেখিত হয়েছে।

[৮] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনীঃ সুনানু ইবন মাজাহ, কুতুবখানা রশীদিয়াহ দিল্লি, তা,বি,পৃ. ২০

[৯] শায়েখ ওলি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল খতীব আত তিবরীযী (রা.)ঃ আল মিশকাতুল মাসাবিহ, কুতুবখানা রশীদিয়া দিল্লি, তা,বি, হাদীস নং ১৮৭ । এ হাদীসটি বায়হাকী শরীফে ইমান অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) নিজেই শিক্ষকতা করে পূর্ণ আদর্শ স্থাপন করেছেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কায় দারুল আরকামে ইসলামের সর্ব প্রথম মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। যার শিক্ষক ছিলেন তিনি নিজে এবং শিক্ষার্থী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও অন্যান্য সহচর বৃন্দ। মদীনায় হিজরতের পর মসজিদে নববী সংলগ্ন যে মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয় তাকে বলা হয় মুসলিম বিশ্বের প্রথম বিদ্যালয়, এর নাম "সুফফাহ" মাদ্রাসা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত মুয়ায ইব্নে জাবাল (রা.), হযরত আবু যর গিফারী (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ। নব নব গোত্র এবং এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের শিক্ষার জন্য তাদের মধ্য থেকেই নতুন নতুন শিক্ষার্থী এসে রাসুল (স.) এর নিকট ও তাঁর তত্ত্বাবধানে এখানে শিক্ষা গ্রহণ করে স্ব স্ব এলাকায় ফিরে গিয়ে শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। এমনি ভাবে দূর-দূরান্তে ইসলামী শিক্ষার আলো প্রসারিত হতে থাকে।[১০]

এ ধারাবাহিকতায় সপ্তম শতকের প্রথম দিকে মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ভারতের পশ্চিম উপকুলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দুরাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করেন।[১১] এ রাজা শেষ নবীর সমীপে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় মালাবার বহু সংখ্যক হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেন। তাছাড়া হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে (হিঃ ১৩-১৪) কয়েকজন প্রচারক (মুমিন) বাংলাদেশে আসেন। তাদের নেতা ছিলেন মামুন ও মুহায়মিন। এ যুগেই দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন হামীদুদ্দীন, হুসায় মুদ্দীন, আব্দুল্লাহ ও আবু তালিব। এ রকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন। তারা এদেশের চলতি ভাষার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেন ও বিভিন্ন স্থানে খানকা বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন।[১২] এরপর ৭১১ খৃষ্টাব্দে ভারত উপনহাদেশে প্রথম বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন সতের বছর বয়স্ক তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন্ কাসিম। তিনি সিন্ধু, মুলতান ও পাঞ্জাব জয় করেন। মুসলমানেরা যেখানেই গেছেন সেখানেই স্থাপন করেছেন মসজিদ এবং প্রতিটি মসজিদে দীন্ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ইসলাম ও শিক্ষা প্রায় অবিচ্ছেদ্য, মুসলমানদের ন্যায়পরায়নতা, সততা, সাম্য, দয়া ও সহানুভুতি ইত্যাদি সদগুন দেখে বিজিত জাতির অনেকেই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করত। তাদেরকে তাৎক্ষণিক ইসলামী শিক্ষা দেবার জন্য মসজিদেই ব্যবস্থা করা হত। ক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হত বা তার সঙ্গেই মাদ্রাসা ভবন এবং ছাত্র শিক্ষকদের জন্য আবাসিক গৃহ নির্মাণ করা হত। দেশের মুসলিম শাসকগণ সর্বদাই শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ও তার সম্প্রসারণে উৎসাহী ছিলেন। তাই জ্ঞানীগুণী ও শিক্ষিত মানুষকে শাহী দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে উচচ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হত। এতে শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেত।[১৩]

---

[১০] আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, খৃ ১৯৮৫ পৃ. ৯,১০।

[১১] আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা- খৃ. ১৯৯৪ পৃ. ২৮।

[১২] স, ই, বি, ইফাবা, ঢাকা খ. ২য়, খৃ. ১৯৮৭, পৃ. ৫৭।

[১৩] আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, খৃ. ১৯৮৫, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আরব জাতি বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে সভ্যতার শীর্ষে আরোহণ করেন এবং বিদেশ ভ্রমণে ব্যবসায় বাণিজ্যে অভ্যস্ত ও উন্নত ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে বহু আরব বণিক দলে দলে বাণিজ্যপোত ও নৌ চালনা করে বিভিন্ন দেশে গমনাগমন করতে থাকেন এবং এভাবে ভারতের সঙ্গেও তাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল সমূহে উপনিবেশ গড়ে তোলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজশাহী জেলার অর্ন্তগত পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংস স্তুপে আবিষ্কৃত একটি প্রাচীন আরবী মুদ্রা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ মুদ্রাটি আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খৃ.) এর শাসনামলে (৭৮৮ খৃ. ১৭২ হি.) আল্-মুহাম্মাদীয়া টাকশালে মুদ্রিত হয়েছিল।[১৪]

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী যে সময়ে বঙ্গ বিজয় (১২০১/১২০৩ খৃ.) করেন। তার অনেক কাল আগে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্র কুলবর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী বহন করে আনেন। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে আরব বণিক ও ব্যবসায়ীরা জনসাধারনের সাথে ভাব বিনিময় করেন।[১৫] ফলে তাদের চারিত্রিক মাধূর্য্য ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং এ ধর্ম এদেশের বহু অঞ্চলে প্রচারিত হয়।

এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ডঃ আব্দুর রহিমের মন্তব্য উল্লেখ যোগ্য "It is clear that the Arab merchants visited the coastal regions of Bengal from the mouth of Meghna to Cox'sBazar and prized its commodites such as the fine cotton cloth (Muslin) and aloe-wood".[১৬] অর্থাৎ স্পষ্ট প্রমাণিত হচেছ যে, মেঘনার মোহনা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত উপকুল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমন ঘটেছিল। এখানকার সুক্ষ্মবস্ত্র (মসলিন) ও আগড়কাঠ প্রভৃতিকে তারা মূল্যবান পণ্য বলে গণ্য করতেন। আরব ও মধ্য এশিয়ায় বহু পীর দরবেশ ও সুফী সাধক ইসলাম প্রচার কল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ব বঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[১৭] এদের মধ্যে শাহ সুলতান বলখী, শাহ মোহাম্মাদ সুলতান রুমী, বাবা আদম শহীদ, মখদুম শাহদৌলা শহীদ, জালালুদ্দীন তাবরিজী, শহীদ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন, বায়জীদ বোস্তামী এর নাম উল্লেখযোগ্য।[১৮] এদের অনুসরণে বাংলাদেশের পীর-দরবেশ ও সুফী সাধকগণ ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠায় মুসলিম শাসকগণের

---

[১৪] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা- পূন মুদ্রণ- ১৯৪৮ পৃ. ১০।

[১৫] গোলাম সাকলায়েনঃ বাংলাদেশে সুফি ও সাধক- ইফাবা, ঢাকা, খৃ. ১৯৮২ পৃ. ৩,৪।

[১৬] Social History of the Muslims in Bengal. Baitush Sharaf Islamic Research, Institute Chittagong 2nd edition 1985. P. 56.

[১৭] ড. মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা, পূন মুদ্রণ খৃ. ১৯৪৮, পৃ. ২০।

[১৮] গোলাম সাকলায়েনঃ বাংলাদেশে সুফি সাধক খৃ. ১৯৮২ পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

দরবেশ ও সুফী সাধকগণ ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠায় মুসলিম শাসকগণের পাশাপাশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১৯] সর্ব প্রথম আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা ভবন কোথায় এবং কখন নির্মিত হয় তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তারীখ-ই-ফিরিশতায় বলা হয়েছে যে, এ উপমহাদেশে প্রথম মাদ্রাসা মুলতানে নির্মিত হয়েছিল। নাসিরুদ্দীন কাবাচা সম্ভবত কুতুবুদ্দিন কাশানীর জন্য মাদ্রাসা ভবনটি নির্মাণ করেন। সিন্ধু ও পাঞ্জাব বিজয়ের পর ধীরে ধীরে মুসলিম রাজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। এয়োদশ শতকের প্রথম দিকে হিমালয়ের পাদদেশের সমস্ত রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে। ১২০৩ খৃ. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খালজী বাংলা বিহার জয় করেন এবং গোড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি সর্ব প্রথম বঙ্গদেশে সরকারী ভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন করেন। বঙ্গদেশ সরকার তাদের ৪৫০ নং টিজি রেজুলেশন দ্বারা ১৯১৪ এর ৩১ শে জুলাই তারিখে মাদ্রাসা সমুহের পূনর্গঠন ও সংস্কার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। উদ্দেশ্যে যে, নতুন ব্যবস্থা এমন শিক্ষিত মুসলিম তৈরী করবে যারা শিক্ষিত লোকের উপযোগী যে কোন পেশা গ্রহণ করে আধুনিক ভারতের জন জীবনে বিভিন্ন কর্ম তৎপরতায় সুযোগ্য ভূমিকা অবলম্বন করতে সক্ষম হবে। এরই ফলশ্রুতিতে গভর্নিং কাউন্সিল মুসলিম সমাজের নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে একটি স্বয়ং সম্পুর্ণ পাঠ্যক্রম তৈরী করেন। এ নতুন পাঠ্য ক্রমের বৈশিষ্ট্য (১) ফার্সী ভাষা বর্জন (২) ইংরেজী ভাষা বাধ্যতামূলক। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার ১৯১৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সর্বত্র নিউ স্কীম চালু করেন এবং একে সফল করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ বরাদ্দ করেন। প্রথমে ঢাকা চট্টগ্রাম হুগলী ও রাজশাহীতে চারটি সরকারী মাদ্রাসায় পাঁচটি সাহায্য প্রাপ্ত সিনিয়র মাদ্রাসায় এবং বহু সংখ্যক প্রাইভেট জুনিয়র মাদ্রাসায় নিউ স্কীম পাঠ্যসুচী প্রবর্তিত হয়। পুনর্গঠিত মাদ্রাসা সমুহে প্রয়োজনীয় যোগ্যশিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষাপোকরণ ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ গ্রন্থাগার ইত্যাদির জন্য অর্থ প্রদান করা হয়। এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা ছিলো একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

সরকার নানাভাবে মাদ্রাসার নতুন প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী ও সম্প্রসারণে উৎসাহিত করতে থাকেন। যে সব মাদ্রাসা প্রাচীন কোর্স পরিবর্তন করে নতুন কোর্স প্রবর্তন করে তাদেরকে সরকারী সাহায্যের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ফলে নিউ স্কীম মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। অপর পক্ষে ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে থাকে। এমনকি নিম্ন মধ্যবৃত্ত ধর্মপ্রাণ লোকদের মধ্যে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হলো। ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা বিবেচনা করে অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন সন্তানকে স্কুলে পড়াবে না মাদ্রাসায় পড়াবে। তাদের মধ্যে নিউ স্কীম এক আনন্দদায়ক সমাধান এনে দিলো।[২০]

---

[১৯] Philip K. Hitti, Islam and the west van nosproud. princeton New Jersey-AD1962 P-44-46.

[২০] আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, খৃ. ১৯৮৫ পৃ. ৫৭-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মুলত দুধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, ১. সাধারণ শিক্ষা বা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, ২. সরকারী বেসরকারী মাদ্রাসা শিক্ষা। সরকারী আলীয়া নেছাবের মাদ্রাসা গুলো সরকারী অনুদানভুক্ত ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এ পর্যায়ে বর্তমানে দেশে ১৬৯টি কামিল মাদ্রাসা তম্মধ্যে সরকারী ৩টি, ১৪৪৪ টি ফাজিল মাদ্রাসা ১২৪৭টি আলিম মাদ্রাসাও ৬০৭৭টি দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে।[২১] তাছাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ১,৭৬,০০০টি।[২২] এছাড়াও বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণে সর্ব প্রথম কওমী মাদ্রাসা স্থাপিত হয় ১৯০১ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা নামে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এদেশে কওমী মাদ্রাসা ছিল ৪৪৩টি তম্মধ্যে ৫১টি ছিল দাওরা হাদীস মাদ্রাসা, বর্তমানে ছোট বড় কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা ৬০০০ এর ও অধিক। এ সকল মাদ্রাসায় সরকারী সিলেবাস কারিকুলাম নেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে দারুল উলুম দেওবন্দ-ই কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করতো। দেশ বিভক্তির পর এতদাঞ্চলের মাদ্রাসা গুলো দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন নামে বেশ কিছু শিক্ষা বোর্ড গঠনের উদ্দ্যোগ নেয়া হয়। তম্মধ্যে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া নামক কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৩] পাবনা জেলায় যখন ধর্মীয় তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল এবং মানুষ নানা রকম অশিক্ষা কুশিক্ষার কারণে নানা প্রকার অপসংস্কৃতি গোড়ামী ও অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল অথচ সঠিক ব্যাখ্যা বা সমাধান খুঁজে পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুস্কর। কিন্তু মানুষ গুলো ছিল অত্যন্ত ধর্ম পরায়ন ও ধর্মের প্রতি অতীব সহনশীল। এমনই এক উপযুক্ত পরিবেশে বাংলার ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষার এক আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

---

[২১] উল্লেখিত তথ্য ২৪/০৮/২০০৩ ইং তারিখে ব্যানবেইস অফিস ঢাকা হতে প্রাপ্ত।

[২২] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই খৃ. ১৯৯৭ পৃ. ১০

[২৩] ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা খৃ. ১৯৯৯, পৃ.- ১১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানার পূর্বে পাবনা জেলার ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা থাকা প্রয়োজন। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় কালে (১৭৮৬-৯৩) সারা দেশে অনেকগুলো জেলা হলো। কিন্তু তখনো 'পাবনা' জেলা হয়নি, পাবনা জেলা হয়েছে অনেক পরে ১৮২৮ খৃ. ১৬ অক্টোবর। লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিক তখন গভর্ণর জেনারেল।[১] অন্যমতে অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রদেশের নাম ছিল "বঙ্গদেশ"। ২৮টি জেলার সমন্বয় গঠিত বঙ্গদেশ প্রদেশের একটি জেলার নাম পাবনা। এ জেলার ইতিহাস থেকে জানা যায় পৌন্ড্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা কালীন এ এলাকার "পৌদ" জাতির বাসস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভূমি হতে এবং পতিত পাবনী গঙ্গার পূর্বাগামী অন্যতম পাবনী হতে বর্তমান পাবনা জেলার নাম করণ করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

১৮২৮ সালের পূর্বে পাবনা রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে ১৮২৮ সালে রাজশাহী জেলার একাংশ বিভক্ত হয়ে বর্তমান পাবনা জেলার সৃষ্টি হয়। প্রথমে পাবনা জেলার ক্ষেতুপাড়া মাথুরাপুর, রায়গঞ্জ এবং জেলা যশোরের (পদ্মার অপর পাড়ে) ধরমপুর, মধুপুর, কুষ্টিয়া এবং তার কিছু পরে পাংশা এই আটটি থানার সমন্বয়ে পাবনা জেলার সৃষ্টি হয়।[২] ১৮৪৮ সালে যমুনা নদীকে পাবনা জেলার সীমানা নির্ধারক ঘোষণা করা হয়। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ১৮৫৫ সনে যমুনার পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ থানাকে জেলা পাবনার সাথে একীভুত করার ফলে এ জেলার কলেবর বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত পাবনা সদর মহকুমা এবং সিরাজগঞ্জ মহকুমা নিয়ে পাবনা জেলা গঠিত ছিল। ১৯৮৪ সাল থেকে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ ২টি স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে পাবনা সদর, ইশ্বরদী, আটঘরিয়া, চাটমহোর, ফরিদপুর, বেড়া, সাথিয়া, সুজানগর ও ভাংগুড়া ৯টি থানা নিয়ে পাবনা জেলা গঠিত। পাবনা জেলা উত্তরাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত। এ জেলাটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ।[৩]

এ জেলায় ১৮১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার বর্ননা নিম্নরুপ

* প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১,০৮৬ টি
ক) সরকারী	ঃ	৬৬৪টি
খ) বেসরকারী	ঃ	৪২২টি
* মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	২০৩ টি

---

[১] ১৪ ডক্টর অতুল চন্দ্র রায় ভারতের ইতিহাস খ. ২য় খৃ. ১৯৯১, পৃ. ৩৩৬, ৩৩৭।

[২] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস, খ. ১ম, খৃ. ১৯৮৬ পৃ.২।

[৩] পাবনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিতঃ এক নজরে পাবনা জেলা খৃ. ১৯৯৮ পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

ক) সরকারী ঃ ৬ টি

খ) বেসরকারী ঃ ১৯৭ টি

* বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঃ ১টি
* মহাবিদ্যালয় কলেজ ঃ ৩৮টি

ক) সরকারী ঃ ৪ টি

খ)বেসরকারী ঃ ৩৪টি

* ক্যাডেট কলেজ ঃ ১টি
* পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট ঃ ১টি
* ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট ঃ ১টি
* কর্মাশিয়াল ইনষ্টিটিউট ঃ ১টি
* আইন কলেজ ঃ ১টি
* প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ঃ ১টি
* টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট ঃ ১টি
* সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ ১টি
* হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ঃ ১টি
* শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ঃ ১টি
* যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ ১টি
* মক্তব/ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ঃ ২২৪টি
* ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঃ ১টি
* আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ঃ ১টি
* ডাল গবেষণা কেন্দ্র ঃ ১টি [৪]
* মাদ্রাসা ঃ ১৪৯টি

(ক) কামিল/আলীয়া ঃ ৪টি

(খ) ফাজিল ঃ ৭টি

(গ) আলিম ঃ ১৮টি

(ঘ) দাখিল ঃ ৯৯টি

(ঙ) সতন্ত্র এবতেদায়ী ঃ ২২টি [৫]

[৪] পূ. গ্র. পৃ. ৩

[৫] এক নজরে পাবনা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান জেলা শিক্ষা অফিস, পাবনা ২০০০ পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও আরো রয়েছে হাফেজিয়া ও কওমী মাদ্রাসা, দেশের সার্বিক কর্মকান্ডে তাদের অংশ গ্রহণ একেবারে কম নয়। তবে আলীয়া মাদ্রাসার ভূমিকা দেশ ও জাতীর সর্বক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে পাবনা জেলায় প্রতিষ্ঠিত আলীয়া নেসাবের মাদ্রাসার উপজেলা ভিত্তিক তালিকা উল্লেখ করা হল।[৩]

উপজেলার নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের নাম
পাবনা সদর	মাদ্রাসা- কামিল	১। পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনা।
		২। পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনা।
	মাদ্রাসা-ফাজিল	১। আরিফপুর জে,ইউ,সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা, পাবনা।
	মাদ্রাসা-আলিম	১। মাহমুদপুর সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা।
		২। তারাবাড়ীয়া আবুবকর সিদ্দিকীয়া সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা
		৩। পাবনা ইসলামিয়া সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা।
	মাদ্রাসা-দাখিল	১। পাবনা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা
		২। দ্বীপচর দারস উলুম দাখিল মাদ্রাসা
		৩। জহিরপুর দাখিল মাদ্রাসা
		৪। আতাইকুলা সড়াভাংগী দাখিল মাদ্রাসা
		৫। মধুপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা
		৬। কাছারপুর দাখিল মাদ্রাসা
		৭। নন্দনপুর ইব্রাহিমিয়া দাখিল মাদ্রাসা
		৮। লোহাগাড়া স্বরুপপুর দাখিল মাদ্রাসা
		৯। মালিগাছা মজিদপুর দাখিল মাদ্রাসা
		১০। বাংগাবাড়ীয়া দাখিল মাদ্রাসা
		১১। নির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসা
		১২। ইসলামপুর শাহ কামালিয়া দাখিল মাদ্রাসা

[৩] পূ. গ্র. পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলার নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের নাম
পাবনা সদর	মাদ্রাসা দাখিল	১৩। জোতগৌরী জালালপুর দাখিল মাদ্রাসা
		১৪। ভাউডাংগা মোস্তাফাবিয়া দাখিল মাদ্রাসা
		১৫। সালেহা রহিম দাখিল মাদ্রাসা
		১৬। চরযোষপুর দাখিল মাদ্রাসা
ঈশ্বরদী	মাদ্রাসা-আলিম	১। মাজদিয়া বাবুল উলুম সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা
		২। আওতাপাড়া এ,বি,সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা
	মাদ্রাসা দাখিল	১। ঈশ্বরদী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা
		২। মিরকামারী আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা
		৩। চরগড়গড়ী দাখিল মাদ্রাসা
		৪। চররুপপুর জয়েন উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা
		৫। দাশুড়িয়া মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা
		৬। মুলাডুলি দারুল উলুম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা
আটঘরিয়া	মাদ্রাসা- ফাজিল	১। ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা।
	মাদ্রাসা-আলিম-	১। চাঁদভা সিনিয়র মাদ্রাসা
		২। মাজপাড়া সিনিয়র মাদ্রাসা
	মাদ্রাসা- দাখিল -	১। ধলেশ্বর দাখিল মাদ্রাসা
		২। সেকেন্দার (শ্রীকান্তপুর) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা
		৩। জুমাইখিরী মহিলা দাখিল মাদ্রাসা
		৪। চাঁন্দাই রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা
		৫। চৌবাড়ীয়া দাখিল মাদ্রাসা
		৬। চৌকিবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা
		৭। মালাপুর দাখিল মাদ্রাসা
		৮। বাঈকৌলা দাখিল মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলার নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের নাম
আটঘরিয়া	মাদ্রাসা- দাখিল -	৯। শ্রীপুর রধুরামপুর দাখিল মাদ্রাসা
		১০। কদমডাংগা দাখিল মাদ্রাসা
		১১। দেবোত্তর দাখিল মাদ্রাসা
		১২। নাদুরিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা
		১৩। গৌড়ী পয়গাম হুসাইন দাখিল মাদ্রাসা
চাটমোহর	মাদ্রাসা-ফাজিল	১। চাটমোহর এনায়েত উল্লাহ সিনিয়র মাদ্রাসা।
	মাদ্রাসা-আমিল	১। পাকপাড়া সিনিযর মাদ্রাসা।
		২। হরিপুর সিনিয়র মাদ্রাসা।
		৩। হোগলবাড়ীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।
		৪। রামচন্দ্রপুর সিনিয়র মাদ্রাসা।
	মাদ্রাসা-দাখিল	১। চরনবীন লাসলমোত্তা ওয়ারেছিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
		২। ছাইকোলা দাখিল মাদ্রাসা।
		৩। ময়ৎগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা।
		৪। হিরিন্দা দাখিল মাদ্রাসা।
		৫। কুয়াবাশি দাখিল মাদ্রাসা।
		৬। বাঘলবাড়ী কৈ দাখিল মাদ্রাসা।
		৭। নিঘাইচড়া দাখিল মাদ্রাসা।
		৮। বরদা নগর দাখিল মাদ্রাসা।
		৯। চিনাতাবকর দাখিল মাদ্রাসা।
		১০। মির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসা।
		১১। ধুলাউরি দাখিল মাদ্রাসা।
		১২। এম, কে, আর দাখিল মাদ্রাসা।
		১৩। চড়াইকোল পুকুরপাড় দাখিল মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলার নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের নাম
চাটমোহর	মাদ্রাসা-দাখিল	১৪। হেংলীমধূ পাড়া দাখিল মাদ্রাসা।
		১৫। জগতলা দাখিল মাদ্রাসা।
		১৬। চকউথুলী মহিলা দাখিল মাদ্রাসা।
		১৭। বনগ্রাম বেনীয়াজা দাখিল মাদ্রাসা।
		১৮। মল্লি বাইন দাখিল মাদ্রাসা।
		১৯। পার্শ্বডাংগা দাখিল মাদ্রাসা।
		২০। কাটাখালী দাখিল মাদ্রাসা।
		২১। সামাদ গঞ্জদা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা।
		২২। কাটেংগা পোরসান দাখিল মাদ্রাসা।
		২৩। খতবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা।
ভাঙ্গুড়া	মাদ্রাসা-ফাজিল	১। হাজী গয়েজ উদ্দিন মহিলা সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা।
		২। শরৎনগর সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা।
	মাদ্রাসা-আলিম	১। কয়রাজারা নাসির (আলিম) মাদ্রাসা।
	মাদ্রাসা-দাখিল	১। লতিফা আয়শা ওহাবিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
		২। দুধবাড়ীয়া দাখিল মাদ্রাসা।
		৩। সি,কে,বি, রোস্তমিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
		৪। বি,বি দাখিল মাদ্রাসা।
		৫। ভেড়ামারা দাখিল মাদ্রাসা।
		৬। মাশুরা মজিবর রহমান দাখিল মাদ্রাসা।
ফরিদপুর	মাদ্রাসা- ফাজিল	১। হাদল সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা।
	মাদ্রাসা- আলিম	১। বনওয়ারীনগর সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা।
		২। মঙ্গলগ্রাম আহম্মদিয়া সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা।
		৩। দিঘুলিয়া সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলার নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের নাম
ফরিদপুর	মাদ্রাসা-দাখিল	১। ইসলামি লস্কারিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
		২। ইউনুস আলী দাখিল মাদ্রাসা।
		৩। বেড়হাউলিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
		৪। দেওভেগ মেহেরদুহা দাখিল মাদ্রাসা।
		৫। বি, এল, বাড়ী সৌরভ জাহান দাখিল মাদ্রাসা।
		৬। জান্তিহার দাখিল মাদ্রাসা।
		৭। আল্লাহ্ আবাদ দাখিল মাদ্রাসা।
		৮। ডেমরা কাদেরিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
সাঁথিয়া	মাদ্রাসা- কামিল	১। ধুলাউড়ি কাওছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসা।
		২। বোয়াইলমারী আলীয়া মাদ্রাসা।
	মাদ্রাসা- আলিম	১। গৌরীগ্রাম সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা।
		২। সিলন্দা সিনিয়র (আলিম) মাদ্রাসা।
	মাদ্রাসা-দাখিল	১। আফতাবনগর মোমেনিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
		২। পান্ডুরিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
		৩। করমজা দাখিল মাদ্রাসা।
		৪। পারগোপালপুর দাখিল মাদ্রাসা।
		৫। ঘুঘুদহ দাখিল মাদ্রাসা।
		৬। এম,সি,কে দাখিল মাদ্রাসা
		৭। এদ্রাকপুর কে,এ, দাখিল মাদ্রাসা
		৮। পাইকপাড়া মোস্তফাবিয়া দাখিল মাদ্রাসা
		৯। মিয়াপুর দাখিল মাদ্রাসা
		১০। হাটবাড়ীয়া দাখিল মাদ্রাসা
		১১। এস,কে,আর দাখিল মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলার নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের নাম
সাঁথিয়া	মাদ্রাসা-দাখিল	১২। হরিপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা
		১৩। সরগ্রাম দাখিল মাদ্রাসা
		১৪। মাধপুর আল-কাদরিয়া দাখিল মাদ্রাসা
		১৫। ধোপাদহ আশুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা
		১৬। সাঁথিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা
		১৭। দেবীপুর তেবাড়ীয়া দাখিল মাদ্রাসা
সুজানগর	মাদ্রাসা- ফাজিল	১। উলাট সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা।
	মাদ্রাসা- দাখিল	১। সুজানগর মুহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
		২। উদয়পুর দাখিল মাদ্রাসা।
		৩। সৈয়দপুর দাখিল মাদ্রাসা।
		৪। ভাটিকয়া দাখিল মাদ্রাসা।
		৫। কুড়িপাড়া দাখিল মাদ্রাসা।

সরকার কর্তৃক জুন/৯৬ মার্চ হতে ২০০০ পর্যন্ত স্বীকৃতি প্রাপ্ত মাদ্রাসা সমুহের তালিকাঃ-

ক্রমিক নং	মাদ্রাসার নাম	উপজেলার নাম	স্বীকৃতির প্রাপ্ত সন
১.	লোহাগড়া স্বরুপপুর দাখিল মাদ্রাসা	সদর	১৯৯৭
২.	মুলাডুলি দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	ঈশ্বরদী	১৯৯৭
৩.	চৌকিবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	আটঘরিয়া	১৯৯৮
৪.	কদম ডাংঙ্গা দাখিল মাদ্রাসা	আটঘরিয়া	১৯৯৮
৫.	জুমাইখিরি মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	আটঘরিয়া	১৯৯৮
৬.	লক্ষীপুর দাখিল মাদ্রাসা	আটঘরিয়া	১৯৯৮
৭.	নাদুড়িয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	আটঘরিয়া	১৯৯৭
৮.	এম,কে,আর দাখিল মাদ্রাসা	চাটমোহর	১৯৯৭
৯.	কাটেংগা গোরস্থান দাখিল মাদ্রাসা	চাটমোহর	১৯৯৮
১০.	আল্লাহ আবাদ দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদপুর	১৯৯৯
১১.	ভেড়ামারা কাদেরিয়া তায়েবিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ফরিদপুর	১৯৯৯
১২.	এস,কে আর আলহিরা দাখিল মাদ্রাসা	সাঁথিয়া	১৯৯৭
১৩.	বেড়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	বেড়া	১৯৯৭
১৪.	ভাটিকয়া দাখিল মাদ্রাসা	সুজানগর	১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

পাবনা জেলার দুই সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা প্রায় শত বছরের পুরানো একটি ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাটি প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মত ও তথ্য পাওয়া যায়। প্রাক পাকিস্তান কাল ১৯১৯ খৃঃ কতিপয় হাফেজ, কারী ও শহরের অন্যান্য সমাজ দরদীর সহানুভূতি ও সাহায্য নিয়ে চাঁপা বিবির[১] মসজিদে একটি মাদ্রাসা শুরু করেন।[২] অন্যমতে ১৯১৯ সনে মাদ্রাসাটি পাবনা ইসলামিয়া জুনিয়ার মাদ্রাসা হিসেবে চাঁপা মসজিদের নিকট প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] অপর একটি সূত্রে জানা যায় ১৯২৫ খৃ. পাবনা শহরের রাধানগর মহল্লায় স্থাপিত হয় পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।[১০] সম্ভবত ১৯২৭ সনে তৎকালীন ডি,এম বা জেলা ম্যাজিষ্টেড কর্তৃক বর্তমান জায়গাটি অধিভুক্ত হয়।[১১] কিন্তু মাদ্রাসা অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে বৃট্রিশ গর্ভনমেন্ট কর্তৃক ইসলামিয়া জুনিয়ার মাদ্রাসার নামে বর্তমান জায়গাটি অধিগ্রহণ করা হয়।[১২] এ সময়ে মাদ্রাসাটিকে পূর্বের স্থান হতে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় এবং মাদ্রাসাটি তখন থেকে নিউ স্কীম মাদ্রাসা হিসেবে পরিচালিত হয়। ১৯৩৪ সালে মাদ্রাসাটি অধিভুক্ত করণে সরকারকে যারা প্রভাবিত করেছিলেন তাদের মধ্য

---

[১] চাঁপা বিবিঃ সম্পর্কে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু নিশ্চিত করে বলা যায় যে, চাঁপা বিবি নামে একজন নারী পাবনা শহরের বাসিন্দা ছিলেন, যার ওয়াকফ কৃত সম্পত্তির উপর বর্তমান চাঁপা বিবি ওয়াকফ এস্টেট মসজিদ কমপ্লেক্স এর নির্মান কাজ চলছে। এবং পূর্বে চাঁপা মসজিদ আবাসিক কোরানিয়া মাদ্রাসা দীর্ঘকাল এখানেই পরিচালিত হয়, যা বর্তমানে উত্তর বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ দীনি প্রতিষ্ঠান জামেয়ায়ে আশরাফিয়া (কওমী মাদ্রাসা) মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাছাড়া আলীয়া নেসাবের উত্তর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রায় শত বছরের প্রাচীন পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা এ চাঁপা বিবির সম্পত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এ সম্পর্কে বিভিন্নরুপ জনশ্রুতি রয়েছে। তবে এর দালিলিক প্রমান নেই। যেমন- ডাঃ তোফাজ্জল সাহেব বিবৃত করেন যে, চাঁপা বিবি একজন পতিতা নারী ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের কোন একজন উত্তরাধীর রক্ষিতা ছিলেন যিনি চাঁপা বিবিকে পত্তন সূত্রে এ জমি প্রদান করেন। পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার দীর্ঘকাল কমিটির সদস্য ও ওয়ার্ড কমিশনার মোঃ আজিজুর রহমান বলেন শোনা যায় যে, চাঁপাবিবি নবাব সিরাজুদৌল্লার ভাই সুজা উদ্দৌলার পত্নি ছিলেন। তারা সম্রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়ে পাবনা বসবাস করেন। তবে বহুল প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি হলো যে, চাঁপা বিবি প্রথমত একজন পতিতা ছিলেন। পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে মুসলমান হন ও তার সমুদয় সম্পত্তি মসজিদে দান করে যান। অন্য মতে ১৮৩৫ সনে শাহ সুজা থেকে চাঁপা বিবি এ জায়গা চেয়ে নেন। পরবর্তীতে তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় মসজিদের নামে দান করে যান। এই চাঁপা বিবি প্রদত্ত সম্পত্তির উপর নির্মিত পাবনা শহরের অতীব প্রাচীন মসজিদটির নাম হলো চাঁপা মসজিদ।

[২] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস, খ. ২য় খৃ. ১৯৮৬ পৃ. ৫৬

[৩] মাদ্রাসার সাবেক সেক্রেটারী এ্যাডভোকেট জহির আলী কাদেরী কর্তৃক বিবৃত।

[১০] দৈনিক পাবনার আলো ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার ২০০২ ইং তারিখে পাবনার বিস্মৃত প্রায় রাজনৈতিক নেতা মৌলভী আজহার আলী কাদেরী শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত।

[১১] মাওলানা ইসহাক সাহেব কর্তৃক বিবৃত। অত্র মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ ১৯৭১ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় সায়ত্ব শাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর যার আমীর হলেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক।

[১২] মাদ্রাসা অফিস হতে সংগৃহীত দলিল থেকে প্রাপ্ত। কপি সংযোজিত দ-০১

Dhaka University Institutional Repository

১. জনাব আজহার আলী কাদেরী প্লীডার। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার এম,এল,এ বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ধার্মিক, রাজনীতিবিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ২. আব্দুল হামিদ চৌধুরী যাঁর নামে পাবনা শহরে আব্দুল হামিদ রোডের নাম করণ করা হয়েছে। তিনিও পাকিস্তান পূর্ব এম,এল,এ এবং পরবর্তীতে এম,এন,এ ছিলেন। তিনিও দীর্ঘদিন মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি গুরুত্বপুর্ন দায়িত্ব পালন করেন।[১৩] মাদ্রাসাটির বর্তমান অবস্থান উত্তরে পাবনা শহরের নতুন ব্রীজ বলে পরিচিত ব্রীজ ও মজা ইছামতি নদী, দক্ষিনে ঐতিহ্যবাহী পাবনা এ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পূর্ব দিকে মজা ইছামতি নদী ও পশ্চিমে মাদ্রাসা মার্কেট সংলগ্ন এক সময়ের রাজধানী ঢাকা হতে উত্তর বঙ্গের সাথে সড়ক পথে যোগাযোগের প্রধান সড়ক।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে মাদ্রাসাটি নিউস্কীম হতে ওল্ডস্কীমে রপান্তরিত হয়। জনাব আজহার আলী কাদেরী দীর্ঘদিন মাদ্রাসার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। সম্ভবত ১৯৫৮ সন পর্যন্ত এ দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনিই মাদ্রাসাটি দাখিল পর্যায়ে উন্নীত করেন। এ সময়েই প্রথম ব্যাচে মাওলানা আব্বাস আলী পাশ করে যিনি বর্তমান পাবনা সরকারী উচচ বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মাওলানা।

এ মাদ্রাসাটি গড়ে তোলার কাজে দু'জন সমাজ দরদীর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। তার একজন মরহুম আলহাজ এবাদত আলী অন্যজন মরহুম আব্দুল্লাহ প্রামানিক।[১৪] তাছাড়া শহরের ধনী সমাজ দরদীবৃন্দের মুক্তহস্তে দানে মাদ্রাসাটি গড়ে উঠে।[১৫] এভাবে বিভিন্ন রকম সাহায্য সহানুভুতি নিয়ে হাটিহাটি পা,পা করে মাদ্রাসাটির ক্রমোন্নতি ঘটে এবং ১৯৪৮ সনে এরশাদ আলম খান পন্নী চলে যাওয়ার পর বিখ্যাত সুফি, সাধক ও প্রখ্যাত ওয়ায়েজ মাওলানা ই,এম হাসান আলী সাহেব মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বা হেড মাওলানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন আব্দুল্লাহ প্রামানিক ছিলেন মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী আর মাওলানা আবদুস সোবহান, মাওলানা কসিম উদ্দিন ও হাজী আজিমুদ্দিন ছিলেন মাদ্রাসার কার্য্যনির্বাহী কমিটির সদস্য।[১৬]

[১৩] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান কর্তৃক বিবৃত।

[১৪] মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেব কর্তৃক বিবৃত।

[১৫] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজ, জিলা পাবনার ইতিহাস, খ. ২য় খৃ. ১৯৮৬ পৃ. ৫৬।

[১৬] মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেব কর্তৃক বিবৃত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা হাসান আলী সাহেবের সময় সম্ভবতঃ ১৯৬০ সালে মাদ্রাসাটি আলিম শ্রেণীতে উন্নীত করার চেষ্টা করা হয়। এসময় বাংলার প্রখ্যাত আলিম মাওলানা মাওলা বক্‌শ মুর্শীদাবাদী[১৭] সাহেবকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[১৮] ১৯৬২ সনের শুরুতে তিনি চলে যাওয়ার পর মাদ্রাসাটি বিলীন হবার উপক্রম হয়ে যায়। এ সময়ে মাওলানা হাসান আলী সাহেব, তৎকালীন সেক্রেটারী আব্দুল্লাহ প্রামানিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মাদ্রাসা কমিটির সদস্য হাজী আজিমুদ্দীন ও মাওলানা কসিম উদ্দিন সাহেবদের আহবানে হজরত মাওলানা ইসহাক সাহেব ১৯৬২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৯]

এ সময়ে মাদ্রাসার দীনতার অবসান ঘটে, উদয় হয় তার ভাগ্যাকাশে আশার রঙীন আলো। হাঁসি মুখে সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে যান পাবনার কৃতি সন্তান অসহায় মানবের দরদী বন্ধু জনাব মাওলানা মোঃ ইসহাক, এম,এ সাহেব। তিনি ১৯৬২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাঁর অক্লান্ত কর্ম প্রেরনায় এ প্রতিষ্ঠানটি দ্রুতবেগে উন্নতির পথে ধাবিত হয়।[২০] তাঁর শুভাগমনের এক বছরের মধ্যেই ২৯/১২/১৯৬২ খৃ. মাদ্রাসাটি আলিমে উন্নীত হয়।[২১] সে সময়ে হেড মাওলানা ছিলেন মাওলানা সাইদুল্লাহ। এ সময়ে মাওলানা ই,এম হাসান আলী সাহেব অবসর গ্রহণ করেন। এ বছর যাঁরা কৃতকার্য হয় তাদের মধ্যে মোঃ মোফাজ্জল হুসাইন আলিম পরীক্ষায় স্কলারশীপ প্রাপ্ত হন। এ বছর সবকয়টি ছাত্র কৃতকার্য হয়। ১৯৬৩ খৃ. দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার কেন্দ্র এখানেই স্বীকৃত হয়। এ কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী ছিল, তিনি হলেন অধ্যাপক মাওঃ মোঃ আব্দুল হামীদ, প্রথম কেন্দ্র খোলা হলে বৃহত্তর রাজশাহী ও ফরিদপুরে কেন্দ্র না থাকায় এখানে এসে পরীক্ষা দিত। এ বছর দাখিল পরীক্ষায়ও সবাই উত্তীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে দু'জন স্কলারশীপ প্রাপ্ত হন।[২২] স্কলারশীপ প্রাপ্ত দুজন হলো জনাব আব্দুল লতিফ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁর ভগ্নি নুরুন ইব্রাহিমী যিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ সিকন্দার আলী ইব্রাহিমীর পত্নী। তারপর ১৯৬৩ সনেই ফাজিল খোলার অনুমতির জন্য পুর্বপাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে দরখাস্ত করা হয়। তারই প্রেক্ষিতে

---

[১৭] মাওলানা মাওলা বক্‌শ মুর্শিদাবাদী জন্ম (১৮৮৬- মৃত্যু ১৯৭১) একজন বিশিষ্ট আলিম ও ইসলাম প্রচারক, অত্র মাদ্রাসার সাবেক সুপারিন্টেন্ডেন্ট তারই হাতে সিরাজগঞ্জ আলীয়া, পাবনা আলীয়া পুষ্পপাড়া আলীয়াসহ অসংখ্যা মাদ্রাসা দৈন্যদশা হতে ভাল অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি সামাজিক কাজে অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক ছিলেন।

[১৮] মাওলানা শহীদুল্লাহ সাহেব কর্তৃক বিবৃত। যিনি অত্র মাদ্রাসার অবসর প্রাপ্ত মুহাদ্দিস।

[১৯] মাওলানা আহমাদ হুসাইন কাসেমী থেকে শ্রুত। অত্র মাদ্রাসার মুহাদ্দিস পরবর্তীতে অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহন করেন। বর্তমানে জামেয়ায়ে আশরাফিয়া মাদ্রাসা পাবনার শায়খুল হাদীস।

[২০] "আল হক", পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা বার্ষিকী খৃ. ১৯৭৫ পৃ. ৫৭।

[২১] পশ্চিম পাকিস্তান মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক আলিম পর্যায় স্বীকৃতিপত্র হতে সংগৃহীত।

[২২] মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেব কর্তৃক বিবৃত।

Dhaka University Institutional Repository

১০/১১/১৯৬৩ খৃ. হতে ফাজিল খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়।[২৩] এবং ১৯৬৪ সন হতে ফাজিল ১ম ও ২য় বর্ষ একই সাথে খোলা হয়। এ বছরেই সর্ব প্রথম ফাজিল পরীক্ষায় ৯জন অংশ গ্রহণ করেন। তাদের সবাই কৃতকার্য্য হয়। ১৯৬৫ সনে প্রথম কামিল খোলা হয়।[২৪] তখন মাওলানা ইসহাক সাহেবকে সুপার পদ হতে অধ্যক্ষ পদে উন্নীত করা হয়। এ সময় মাওলানা রেজাউল করিম সাহেব ছিলেন ১ম মুহাদ্দিস, আহমাদ হুসাইন কাসেমী ২য় মুহাদ্দিস, সন্দীপের মোস্তফা কামাল ছিলেন ৩য় মুহাদ্দিস। ১৯৬৬ সনে মাদ্রাসাটি কামিল মুঞ্জুরীর জন্য পরিদর্শনে আসেন শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের বিশেষ শিক্ষার সহকারী পরিচালক আবুল আসাদ মাহমুদ। এ বছর মাদ্রাসাটিকে কামিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ১৯৬৭ সনে সর্ব প্রথম কামিল শ্রেণীতে ৪৪জন ছাত্র কামিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন।[২৫] এ পরীক্ষায় ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার প্রভাষক মাওলানা মোঃ ওয়াজিউল্লাহ আস্তীন ওয়ালা হুজুর আসেন বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে। আবুল হাসান নামে একটি ছেলে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হয়।[২৬] এ বছরে সন্দীপের মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল তৃতীয় মুহাদ্দিস পদ হতে পদত্যাগ করলে সাবেক অধ্যক্ষ ছদরুদ্দীন আহমাদ সাহেব ১৫/০২/১৯৬৭ ইং তারিখে ৩য় মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯৬৯ খৃ. মাওলানা মোঃ আবু হানিফা ও মাওলানা মোঃ আব্দুল গফুর পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল হাদিসে ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং তাদের দু'জনকে অতিরিক্ত মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে মাওলানা রেজাউল করিম সাহেব সৈয়দপুর সরকারী পাইলট হাইস্কুলে হেড মাওলানা হিসেবে চলে যাওয়াতে তথায় মাওলানা ছদরুদ্দিন সাহেবকে ১ম মুহাদ্দিস পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।[২৭] তারপর ১৯৭১ সনে মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেব অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে যখন পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তখন মৌলিক গণতন্ত্র এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন প্রাপ্ত হবার পর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদ হতে পদত্যাগ করেন। উল্লেখ্যে যে মাওঃ ইসহাক সাহেব বাংলাদেশ হওয়ার পূর্ব দিন পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে পদে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে আসেন মাওলানা ছদর উদ্দিন আহমাদ।[২৮] তিনি ১৯৭২ সনের ২৬শে জুন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করেন।[২৯] দেখা যায় তার আসার পর হতে মাদ্রাসাটি তার সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারছিল না। নানাবিধ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছিল। তাছাড়া শিক্ষক বেতন বহুমাসের বাকী, অন্যান্য ঋণভার এবং দানের

---

[২৩] পুর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ফাজিল খোলার অনুমতি পত্র হতে প্রাপ্ত।

[২৪] পুর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কামিল খোলার অনুমতি পত্র হতে প্রাপ্ত।

[২৫] ১৯৬৭ সনের মাদ্রাসার রেজাল্ট সিট হতে প্রাপ্ত।

[২৬] পা.আ.মা তে সংরক্ষিত ফলাফল বহি হতে সংগৃহীত।

[২৭] ১১/০৪/২০০১ তারিখে অবসর প্রাপ্ত মুহাদ্দিস মাওলানা শহীদুল্লাহ কর্তৃক বিবৃত।

[২৮] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস খ. ২য় খৃ. ১৯৮৬ পৃ.৫৭ ।

[২৯] ৩১/০২/২০০৩ ইং তারিখে মাওলানা ছদর উদ্দিন আহমেদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু সালেহ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

সূত্রগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। লেখাপড়া ভাল হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। শহরের ৮২জন বুদ্ধিজীবী ও সুধি স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগ পত্র জিলা প্রশাসকের সমীপে পেশ করা হয়। সে কারণে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে শহরের ওয়াকিফহাল মহল শঙ্কিত।[৩০] ১৯৭২ সনের ২৬শে জুন থেকে মাওলানা ছদরুদ্দীন আহমাদ সাহেব অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে ২২/০৬/১৯৯০ সন পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।[৩১] উল্লেখ্য যে, এ্যাডভোকেট জহির আলী কাদেরী মাদ্রাসার সেক্রেটারী থাকাকালীন তৎকালীন কমিটি ২২/০৬/১৯৯০ তারিখে অধ্যক্ষ ছদরুদ্দীন আহমেদ সাহেবের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগের কারণে অধ্যক্ষ পদ হতে বরখাস্ত করেন।[৩২] এবং মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ জনাব মাওলানা আহমাদ হুসাইন কাছেমীকে ২৩/০৬/১৯৯০ ইং তারিখে কমিটি কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[৩৩] তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকাকালীন অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সাথে মাদ্রাসা পরিচালনা করেন এবং শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে সক্ষম হন। যা ইতিপূর্বে সম্ভব হয়নি।[৩৪] তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় ০৩/০৫/১৯৯৪ ইং তারিখে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৩৫] এরপর কোর্টের মাধ্যমে মাওলানা ছদরুদ্দীন আহমাদ সাহেব পুনরায় তাঁর চাকুরী ফিরে পান ও ৩১শে ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়মিত চাকুরী করে অবসর গ্রহণ করেন এবং তৎকালীন কমিটি তাঁর চাকুরীকাল দু'বছর বর্ধিত করে, কিন্তু পরবর্তী কমিটির বিরোধিতার কারণে সে দায়িত্ব পালন করতে পারেন নাই। ১৪/০৮/২০০২ ইং তারিখে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়। ৩১শে ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে মাওলানা ছদরুদ্দীন আহমাদ অবসর গ্রহন করলে মাওলানা মোঃ আনছারুল্লাহ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে ০৪/০১/২০০১ ইং তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা আব্দুস সামাদ সাহেব অধ্যক্ষ পদে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা আব্দুস সামাদ ১৬/০৪/২০০৩ তারিখে অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, অধ্যক্ষ পদে যোগদান করার পূর্বে মাওলানা আব্দুস সামাদ ঐতিহ্যবাহী পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কার্য্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা নিয়মিত পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে মাদ্রাসাটির গর্ভনিং বডির সভাপতি হচেছন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রবীন রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্য জনাব মাওলানা আবদুস সুবহান। ইতিপূর্বে সভাপতি ছিলেন জেলা প্রশাসক, পাবনা।

---

[৩০] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস, খ. ২য় খৃ. ১৯৮৬ পৃ. ৫৭।

[৩১] মাদ্রাসার নথি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

[৩২] এ্যাডভোকেট জহির আলী কাদেরী সাথে ৩০/১১/২০০২ তারিখে সাক্ষাতে শ্রুত।

[৩৩] মাদ্রাসার নথি হতে সংগৃহিত তথ্য অনুযায়ী।

[৩৪] ১৫/০১/২০০১ ইং তারিখে মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছফি উল্লাহ সাহেবের সাথে সাক্ষাতে প্রাপ্ত।

[৩৫] ১০/১০/২০০২ ইং তারিখে জনাব মাওলানা আহমাদ হুসাইন কাছেমী কর্তৃক বিবৃত।

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতি পদটি পরিবর্তিত হয়েছে, তবে অন্যান্য সদস্যদের পদ পূর্বের ন্যায়ই রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি কমিটির নমুনা পেশ করা হলোঃ-

নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত পাবনা জেলার পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা গভর্নিং বডি ২৮/০১/২০০১ ইং তারিখ হতে ২৭/০১/২০০৪ ইং পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসরের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।[৩৬]

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	জনাব জেলা প্রশাসক, পাবনা[৩৭]	সভাপতি
২.	" এম, সাইদুল হক	সহ-সভাপতি
৩.	" কালাম আহমেদ	সম্পাদক
৪.	" জহুরুল ইসলাম বিশু	সদস্য
৫.	" মোঃ রেজাউল রহিম লাল	সদস্য
৬.	" মৌলভী মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য
৭.	" মোঃ ফিরোজ খাঁন	সদস্য
৮.	" মোঃ লুৎফর রহমান	সদস্য
৯.	" মোঃ আব্দুল ওহাব	সদস্য
১০.	" মাওঃ মোঃ ইসমাইল হোসাইন	সদস্য
১১.	" মাওঃ মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সদস্য
১২	" মাওঃ মোঃ আনছারুল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)	সদস্য
১৩.	" থানা মেডিকেল অফিসার, ডাঃ এ আর পাঠান, এম,বি,বি,এস।	সদস্য

স্বাক্ষরিত
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

---

[৩৬] বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার কর্তৃক ২৫/০২/২০০১ ইং তারিখে অফিস আদেশ হতে সংগৃহীত।

[৩৭] বর্তমান কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক পাবনা এর পদটি পরিবর্তিত হয়ে সভাপতি হয়েছেন জনাব মাওলানা আবদুস সুবহান জাতীয় সংসদ সদস্য পাবনা-৫ আসন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত পাবনা জেলার পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা গভর্নিং বডি ২৯/১২/৯৭ ইং তারিখ হতে ২৮/১২/২০০০ ইং পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসরের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।[৩৮]

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	জনাব জেলা প্রশাসক, পাবনা	সভাপতি
২.	" মোঃ রেজাউল রহিম লালা	সহ-সভাপতি
৩.	" এম, সাইদুল হক	সম্পাদক
৪.	" জহুরুল ইসলাম বিশু (প্রতিষ্ঠাতা)	সদস্য
৫.	" আলহাজ খলীল আহমেদ (দাতা সদস্য)	সদস্য
৬.	" মাওঃ মোঃ মাহাতাব উদ্দিন	সদস্য
৭.	" মাও ঃ মোঃ বাকের	সদস্য
৮.	" মৌলভী মোঃ রবিউল করিম	সদস্য
৯.	" মোঃ লুৎফুর রহমান	সদস্য
১০.	" মিঃ গয়ালী চন্দ্র বিশ্বাস	সদস্য
১১.	" মোশাররফ হোসেন	সদস্য
১২	" মাওলানা ছদরুদ্দীন আহমদ (অধ্যক্ষ)	সদস্য
১৩.	" মেডিকেল অফিসার।	সদস্য

স্বাক্ষরিত
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

[৩৮] বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার কর্তৃক ০৯/০২/১৯৯৮ ইং তারিখে অফিস আদেশ হতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত পাবনা জেলার পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা গভর্নিং বডি ২৮/১২/৯৪ ইং তারিখ হতে ২৯/১২/৯৭ ইং পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসরের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।[৯৯]

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	জনাব মোঃ আখতার হোসেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা	সভাপতি
২.	জনাব আলহাজ্ব খলিল আহমাদ (দাতা সদস্য)	সহ-সভাপতি
৩.	জনাব মোঃ জহুরল ইসলাম (বিবু) সাং- দিলালপুর, পাবনা। মহা-পরিচালক মাধ্যমিক ও উচচ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ ঢাকা কর্তৃক মনোনীত	বিদ্যুৎসাহী সদস্য
৪.	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ খাঁন মন্টু সাং- কালাচাঁদপাড়া,পাবনা। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত।	"
৫.	জনাব আলহাজ্ব মোঃ মকছেদ আলী সাং- রাধানগর, পাবনা।	ছাত্র অভিভাবক সদস্য
৬.	জনাব মাওঃ শহিদুল ইসলাম সাং- ছোট শালগাড়িয়া, পাবনা। পেশ ইমাম আল হেলাল জামে মসজিদ।	"
৭.	জনাব মাওঃ মোঃ বাকের, সাং- জিলাপাড়া, পাবনা। পেশ ইমাম কাচারী জামে মসজিদ	"
৮.	জনাব এস,এম শামসুল আলম সাং- কাশিপুর হাট, পাবনা। অবসর প্রাপ্ত সৈনিক।	"
৯.	জনাব আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ শহিদুল্লাহ মুহাদ্দিস পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনা।	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
১০.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন প্রদর্শক (পদার্থ) পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনা।	"
১১.	জনাব আলহাজ্ব মাওঃ ছদরুদ্দীন আহমাদ অধ্যক্ষ পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা,	পদাধিকার বলে সদস্য।
১২		প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
১৩.		মেডিকেল অফিসার

স্বাক্ষরিত
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

[৯৯] বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার কর্তৃক ০৯/১১/১৯৯৪ ইং তারিখে অফিস আদেশ হতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা ১৯১৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মেধাবী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। যাদের কিছু সংখ্যক শিক্ষক ক্লাস রুটিনের নিয়মিত ক্লাস নেবার পরেও ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধান করে থাকেন। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মান উন্নয়নের জন্য পূর্বের প্রচলিত বছরে ২টি পরীক্ষার পরিবর্তে বছরে ৩টি পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। পাশাপাশি ক্লাস পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, যার কারণে মাদ্রাসাটি প্রতি বছরেই কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সাফল্য জনক ফলাফল অর্জন করছে। এক সময় মাদ্রাসাটি ২/৪জন শিক্ষক নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে মাদ্রাসাটিতে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষক দৈন্যতা আর নেই। বর্তমানে মাদ্রাসার মোট শিক্ষক ৩৬ জন। শিক্ষকদের মধ্যে সবাই পুরুষ কোন মহিলা শিক্ষিকা নেই। এছাড়া মাদ্রাসার অফিসিয়াল ও সংশ্লিষ্ট কার্য সমাধার জন্য রয়েছে কর্মচারীবৃন্দ। যারা প্রত্যেকেই কর্মঠ ও কর্মসম্পাদনে তৎপর, তাদের সহযোগিতা মাদ্রাসাটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। নিম্নে বর্তমানে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দের প্রথমত এক নজরে তথ্যাবলী ও পরবর্তীতে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হলো।

শিক্ষক সংখ্যা	ঃ	মোট- ৩৩	পুরুষ-৩৩	মহিলা- ০০
৩য় শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	মোট- ০৩	পুরুষ-০৩	মহিলা- ০০
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	মোট- ১০	পুরুষ-০৯	মহিলা- ০১[৪০]

ক্রঃ নং	শিক্ষকের নাম পদবী ইনডেক্স ও কোড নং	ঠিকানা	অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	মাওলানা আব্দুস সামাদ অধ্যক্ষ ০৮৪১৪২০-০৪	পিতা- মোঃ মহি উদ্দিন কুলসুম মহল, পূর্ব শালগাড়িয়া,পাবনা	১৬.৬.২০০৩	এম,এম ২য়/৬৯ এম,এ ২য় /৭৪ এল,এল,বি ২য়/ ৮৪
২.	মোঃ আনছারুল্লাহ উপাধ্যক্ষ ৩৮৮৬২১-০৭	পিতা- মাওঃ মোহাম্মদ আলী জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা	৪/৭/৯৫	এম,এম ২য়/৯১ এম,এ ১ম/৯৩
৩.	মোঃ ছফি উল্লাহ মুহাদ্দিস ০৮৪১৮৬-০৬	পিতা- রহমত উল্লাহ সরকার বলিয়াবাড়ী,সিংড়া, নাটোর	২২/১০/৭৭	এম,এম ২য়/৭২ বি,এ ৩য়/৭৩ দাওঃ হাদীস১ম /৬২
৪.	মোঃ সাইফুদ্দিন মুহাদ্দিস	পিতা- মোঃ আঃ হামীদ হটরা, দাপুনিয়া পাবনা সদর,পাবনা	২১/১০/২০০০	এম,এম ১ম/৯৭ এম,এ ১ম/৯৫

[৪০] সি,এ ফার্ম কর্তৃক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অডিট ৩১শে জুন ২০০১ এর তথ্যাবলী হতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	শিক্ষকের নাম পদবী ইনডেক্স ও কোড নং	ঠিকানা	অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
৫	মোঃ সাইফুল্লাহ মুহাদ্দিস	পিতা মোঃ আবুল খায়ের নাজিরপুর,ডাকবিপিনাজিরপুর, পাবনা সদর, পাবনা	২১/১০/২০০০	এম,এম ১ম/৯৬ এম,এ ২য়/৯৭ দাওঃ হাদীস ১ম/৯১
৬	মোঃ খায়রুজ্জামন সহকারী অধ্যাপক(বাংলা) ০৮৪১৭৮-০৬	পিতাঃ মরহুম ইউসুফ আলী কাচারীপাড়া (কদমতলা) পাবনা সদর, পাবনা	০১/০১/১৯৮০	এম,এ ২য়/১৯৬৮
৭	মিঃ গয়ালী চন্দ্র বিশ্বাস সহকারী অধ্যাপক(পদার্থ) ০৮৪১১২-০৬	মৃতঃ জুড়ান চন্দ্র বিশ্বাস শালগাড়িয়া, পাবনা সদর, পাবনা	০১/১০/১৯৮১	এম,এস,সি ২য় ১৯৭৫
৮	মিঃ যুগল চন্দ্র ঘোষ সহকারী অধ্যাপক(জীব- বিদ্যা) ০৮৪১৫২-০৬	মোহিনী কান্ত ঘোষ গ্রামঃ হামিদপুর ডাকঃমারাট থানাঃ রানীনগর, নওগা	২৫/০৫/১৯৮৩	এম,এসসি ২য় ১৯৭৭
৯	মাওঃ মোঃ ইসমাঈল হোসাইন সহকারী অধ্যাপক (আরবী) ০৮৪১১৮-০৬	মোঃ তমিজ উদ্দিন গ্রাম ও ডাকঃ গয়েশপুর, পাবনা সদর, পাবনা	০৬/০৬/১৯৮৩	এম,এম, ২য় ১৯৮২
১০	মাও মোঃ আব্দুল মাজেদ(সহকারী মুহা- দ্দিস) ০৮৪১৪৮-০৬	পিতাঃ মোঃ তমিজ উদ্দিন জফরাবাদ পুঁপপাড়া পাবনা সদর, পাবনা	১৩/০৫/১৯৮৯	এম,এম, ২য় ১৯৭৮ এম,এ ১ম/১৯৯৮
১১	মাওঃ হুসাইন আহমাদ সহকারী অধ্যাপক(আরবী) ০৮৭২৫-০৬	পিতাঃ মোঃ ওকিল উদ্দিন রাধানগর, (যুগীপাড়া) পাবনা সদর, পাবনা	২৬/১১/১৯৮৬	এম,এম ২য় ১৯৮৩ এম,এ ২য়/১৯৯৮ দাওরায়ে হাদীস ১ম ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	শিক্ষকের নাম পদবী ইনডেক্স ও কোড নং	ঠিকানা	অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১২	আবু সালেহ মুহাম্মদ আলী সহকারী অধ্যাপক (আরবী) ০৯৯৩৩৯-০৬	মাওঃ লোকমান হাকিম গ্রামঃ গোপিনাথপুর,মাহমুদপুর, পাবনা সদর,পাবনা	০৯/১২/১৯৮৬	এম,এম ২য় ১৯৮৫ মানঃ এম,এম ১৯৯৮ ১ম
১৩	মোঃ আব্দুল আজিজ প্রভাষক (গণিত) ৩৮১৭৩১-০৭	আলহাজ্ব ময়েজ উদ্দীন গ্রাম-চান্দাই,পোঃ- একদন্ত আটঘরিয়া, পাবনা।	১৩/০৬/১৯৯১	এম,এস,সি ২য় ১৯৮৭
১৪	মোঃ ফিরোজ আফছার সিঃ প্রভাষক (ইংরেজী) ০৯৭৬২৬-০৮	পিতা-মৃত ফজলে করীম দিলালপুর (পাথরতলা) পাবনা সদর, পাবনা।	০৬/০৪/১৯৯৬	এম,এ ৩য় ১৯৮৫
১৫	মোঃ আমিরুল ইসলাম প্রভাষক (রসায়ন) ৩৯০৬৫৬-০৮	পিতা-মোঃ আঃ মজিদ বিশ্বাস দিলালপুর,পাবনা সদর,পাবনা	০১/০৮/১৯৯৬	এম,এস,সি ২য় ৯০
১৬	মোঃ আমিনুর রহমান খান,প্রভাষক (ইসলামের ইতিঃ) ৩৯২৫১৯-০৮	পিতা- নুরুল ইসলাম খান গ্রাম-জয়নগর, পোঃ-ঈশ্বরদী,পাবনা	১৩/০৭/১৯৯৭	এম,এ ২য় ১৯৯৬
১৭	মোঃ আশরাফুল ইসলাম প্রভাষক (আরবী) ৩৮৯৮২৩-০৮	পিতা- মির্জা হাসান উদ্দীন বালিয়াডাঙ্গী, দুবলিয়া পাবনা সদর,পাবনা	০১/০৮/১৯৯৬	এম,এম ১ম ১৯৯৫
১৮	আ ন ম আবুল কালাম আজাদ প্রভাষক (অর্থনীতি)	পিতা-মোঃ কফির উদ্দিন সরদার সরইকান্দি, দাশুড়িয়া, ঈশ্বরদি, পাবনা	২১/১০/২০০০	এম,এস,এস ২য় ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	শিক্ষকের নাম পদবী ইনডেক্স ও কোড নং	ঠিকানা	অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১৯	মোঃ নজরুল ইসলাম প্রভাষক (পৌরনীতি)	পিতা-মৃত গবীর উদ্দিন গ্রাম ও ডাক- পাচুরিয়া, চাটমহর, পাবনা	২১/১০/২০০০	এম,এস,এস ২য় ১৯৯৪
২০	মোঃ আঃ কাদের সহকারী মৌলভী ০৮৪১৯১-০৯	কালিকাপুর, পাবনা সদর,পাবনা।	১৩/০৫/১৯৫৯	ফাজিল ২য়
২১	মোঃ আবুল কাশেম শরীর চর্চা শিক্ষক ০৮/৪১৯৩-০৯	শালগাড়ীয়া, পাবনা	০৮/০৬/১৯৭৭	বি,এ ২য় ১৯৭২ স্কাউট ন্যাশনাল ট্রেনিং কোর্স
২২	মীর মাসুম মুনতাসীর বিজ্ঞান শিক্ষক ৩৮৪১৭৯-০৯	পিতা- মরহুম মীর হামিদুর রহমান গ্রাম- কৃষ্ণপুর, পাবনা	০৮/১০/১৯৭৭	বি,এস,সি ১৯৯৬ বি,এড ২য় ১৯৭১
২৩	মোঃতোফাজ্জেল হোসেন প্রদর্শক (জীব) ০৮৪১৭৭-০৯	মোঃ তোরাব আলী গ্রাম- মালিফা, ডাক- রায়পুর ক্ষেতুপাড়া, থানা-সুজানগর,পাবনা	১০/১২/১৯৭৬	বি,এস,সি ২য় ১৯৭১
২৪	মোঃ আফছার উদ্দিন খান, সহকারী মাওলানা ০৮৮৭২৬-০৯	পিতা- আব্দুল মানিক গ্রাম ও ডাক- জালালপুর, পাবনা	০৪/১১/১৯৮৪	এম,এম ২য় ১৯৭২
২৫	মোঃ মোশাররফ হোসেন প্রদর্শক (পদার্থ) ০৩৫৪২৯-০৯	কালাচাঁদপাড়া, পাবনা	০৬/১২/১৯৮৬	বি,এস,সি ২য় ১৯৮৪
২৬	মিঃ মনোরঞ্জন দে প্রদর্শক (রসায়ন) ৩৭৬৮৯৮-০৯	পিতা- শ্যামাপদ দে দিলালপুর, পাবনা সদর, পাবনা।	২৫/১০/১৯৮৭	বি,এস,সি ২য় ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	শিক্ষকের নাম পদবী ইনডেক্স ও কোড নং	ঠিকানা	অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
২৭.	আবু সালেহ মুহাঃ ওবাইদুল্লাহ সহকারী মৌলভী ৩৯০৬৫৭-১১	পিতা-মরহুম ছদরুদ্দীন আহমাদ রাধানগর (লিপুসিপাই রোড) পাবনা সদর, পাবনা।	০১/০৮/১৯৯৬	এম,এম, ২য় ১৯৯০
২৮.	মোঃ আজাদ রহমান ইংরাজী শিক্ষক ৩৯০৬৫৭-১১		০১/০৮/১৯৯৬	বি,এস,সি ২য় ১৯৯১
২৯.	মোঃ আব্দুস সামাদ সহকারী মৌলভী ৩৮১৮২৮-	পিতা- মোঃ রজব আলী শালগাড়ীয়া, পাবনা সদর, পাবনা	০১/০৬/১৯৯১	এম,এম. ১ম ১৯৮৯
৩০.	মোঃ হেলাল উদ্দিন সহকারী শিক্ষক (কৃষি)	পিতা- মোঃ সোবহান শেখ শালাইপুর, গয়েশপুর, পাবনা	২১/০১/২০০০	বি,এস,সি ২য় ১৯৯৮
৩১.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক জুনিয়র শিক্ষক ৩৭৯৯১১-১৬	পিতা-খোদা বক্স মোল্লা গ্রাম- বলরামপুর, পোঃ আশুতোষপুর, পাবনা সদর	০৩/০৫/১৯৮৯	এইচ,এস,সি ২য় ১৯৮৬
৩২.	মোঃ মুজাহারুল ইসলাম ক্বারী (দাখিল) ৩৮৫০২৩-১৬	পিতা- মোঃ আজাহার আলী গ্রাম-সাঁড়াদিয়ার,পোঃ-শাখারীপাড়া পাবনা সদর, পাবনা	০১/১২/১৯৯০	আলিম মুজাঃ ৩য় ১৯৯২
৩৩.	মোঃ রেজাউল করিম প্রধান মৌঃ এবতেদায়ী বিভাগ ৩৯১২২৮-১৫	পিতা- মৃত ডাঃ রহমতুল্লাহ রহমতী নিড়, আসুসিয়া লেন, পৈলানপুর, পাবনা সদর, পাবনা	১৬/০৭/১৯৯৭	এম,এম. ২য় ১৯৯০
৩৪.	মোঃ আব্দুল মজিদ সহকারী শিক্ষক(এবতে- দায়ী) ০৮৮৭৩০-১৫	মনিদহ, টেবুনিয়া, পাবনা সদর, পাবনা	০৪/১১/১৯৮৪	এইচ,এস,সি ৩য় ১৯৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	শিক্ষকের নাম পদবী ইনডেক্স ও কোড নং	ঠিকানা	অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
৩৫.	মোঃ ইছাহক আলী ক্বারী (এবতেদায়ী বিভাগ) ০৮৮৭৩১-১৪	মোঃ নওশের আলী গ্রাম- কল্যানপুর, ডাক-বাঁচামারা, দৌলতপুর	০৪/১১/১৯৮৪	হাফেজ ক্বারী
৩৬.	মোঃ সোহায়েল শরিফ সহকারীশিক্ষক এবতেদায়ী ৩৭৬৮৯৭-১৫	পিতা-মাওঃ তালেব হোসেন রাধানগর, পাবনা	২৪/১০/১৯৮৭	এম,এম ৩য় ১৯৮৭[41]

বর্তমানে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় কর্মরত কর্মচারীগণের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম পদবী ইনডেক্স ও কোড নং	ঠিকানা	অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	মোঃআব্দুল করিম লাইব্রেরিয়ান ৮৬১০০২-০৯	পিতা- আলহাজ্ব ইউসুফ আলী, যুগীপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা	০২/০৫/১৯৮৯	এম,এম ৩য় ১৯৮৬
২.	মোঃ সাইদ হাসান সহকারী হিসাব রক্ষক ৬৮১০০৩-১৫	পিতা-মোঃ মোজাম্মেল হোঃ গ্রাম- রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা	২৪/০২/১৯৯২	এইচ,এস,সি ২য় ১৯৮৬
৩.	মোঃ হাবিবুর রহমান টাইপিষ্ট কাম ক্লার্ক ৬৮১০০৪-১৫	পিতা-মোঃ আঃ শকুর রাধানগর(লিপুসিপাইরোড পাবনা সদর, পাবনা।	২৬/০৫/১৯৮২	এস,এস,সি ২য় ১৯৮১ টাইপিষ্ট প্রশিক্ষণ ১৯৮২

[41] সি,এ ফার্ম কর্তৃক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অডিটের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত ২০/০১/২০০২ ইং তারিখে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ আনছারুল্লাহ স্বাক্ষরিত শিক্ষক কর্মচারীগণের তথ্যাবলী হতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম পদবী ইনডেক্স ও কোড নং	ঠিকানা	অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
৪.	মোঃ রফিকুল ইসলাম অফিস সহকারী ৩৯৬০৭৭-১৫	পিতা-মরহুম মুনছুর আলী রাধানগর (কলেজপাড়া) পাবনা সদর, পাবনা	০৫/০১/১৯৯৯	বি,কম ২য় ১৯৯৪
৫.	মোঃ রবিউল ইসলাম চর্তুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ৬৮১০০৬	পিতা- মরহুম নাজিম উদ্দিন মোল্লা, গাছপাড়া (খাপাড়া) হিমায়েতপুর, পাবনা	২৭/১২/১৯৭০	অষ্টম শ্রেণী পাশ
৬.	মোঃ আবুল কাশেম চর্তুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ৬৮১০০৯-১৯	পিতা-মহির উদ্দিন উত্তর শালগাড়িয়া, পাবনা সদর, পাবনা	১৩/০৫/১৯৮৬	অষ্টম শ্রেণী পাশ
৭.	মোঃ জিয়া চর্তুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ৬৮১০০৭-১৯	পিতা- আকবর আলী গ্রাম- মন্দিরপুর পোঃ- কালিকো পাবনা	০১/১১/১৯৮২	অষ্টম শ্রেণী পাশ
৮.	মোঃ রহমত আলী চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ৬৮১০০৮-১৯	মোঃ বাহের আলী গ্রাম- রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা	০১/১২/১৯৮৩	অষ্টম শ্রেণী পাশ
৯.	মোঃ গোলবার হোসেন চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ৬৮১০১১-১৯	রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা	১২/১২/১৯৮৯	অষ্টম শ্রেণী পাশ
১০.	মোঃ আব্দুর রশিদ চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ৬৮১০১০-১৯	রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা	১৪/১২/১৯৮৯	অষ্টম শ্রেণী পাশ
১১.	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ৬৮৩২৩৭-২০	হাতেম আলী গ্রাম- বামুনপাড়া, পোঃ- মিজাপুর দীর্ঘা থানা-নাটোর সদর, নাটোর	২৯/১১/১৯৯৪	অষ্টম শ্রেণী পাশ

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম পদবী ইনডেক্স ও কোড নং	ঠিকানা	অত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১২.	মোঃশফি উদ্দিন সরদার চতূর্থ শ্রেণী কর্মচারী ৩৯১২২৭-২০	রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা	২১/১০/২০০০	অষ্টম শ্রেণী পাশ
১৩.	মোছাঃ খোদেজা খাতুন চতূর্থ শ্রেণী কর্মচারী ৬৮১০১৫-১৯	রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা	০১/০৫/১৯৮৩	অষ্টম শ্রেণী পাশ
১৪.	মোঃ আব্দুল মান্নান চতূর্থ শ্রেণী কর্মচারী	পিতা- আঃ ওয়াহেদ মোল্লা গ্রাম-বাঙ্গাবাড়ীয়া পুষ্পপাড়া, পাবনা।		অষ্টম শ্রেণী পাশ

ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিনিয়ত ছাত্র-ছাত্রীদের কে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দিয়ে একজন আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে। যারা ইসলাম দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে সদা কাজ করে যাচেছ। এ মাদ্রাসায় এবতেদায়ী শিশু শ্রেণী হতে কামিল শ্রেণী পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করছে। এক সময় উচচশ্রেণী গুলোতে মেয়েরা ছিল না বললেই চলে কিন্তু বর্তমানে মেয়ের সংখ্যা একে বারে কম নয়। মাদ্রাসাটিতে সাধারণ বিভাগের পাশাপাশি বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞান চালু আছে ১৯৭৬ সনে সর্ব প্রথম বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। বর্তমানে দাখিল যা এস,এস,সি সমমান ও আলিম যা এইচ,এস,সি সমমান এই দুইটি স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে। উল্লেখ্য যে, মাদ্রাসার বিজ্ঞান বিভাগ হতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা এখন মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতার সাক্ষর রাখছে। এক্ষেত্রে জনাব মোঃ আতাউর রহমান সহকারী অধ্যাপক ক্যামিষ্ট্রি বিভাগ জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব মীর মোঃ হুযাইফা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বর্তমানে সরকারী বৃত্তিতে কানাডাতে পড়ালেখা করছে, জনাব নাজমুস সাকিব (উমাম) এম,বি,বি,এস মেডিকেল অফিসার, চাটমোহর থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পাবনা এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এক সময়ে মাদ্রাসায় যেমন শিক্ষকের দৈন্যতা ছিল অনুরুপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত স্বল্প। বর্তমানে শিক্ষক ছাত্র উভয়ই বেড়ে পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হয়েছে। বর্তমানে মাদ্রাসার মোট সংখ্যা ৯৯১জন, তম্মধ্যে ছাত্র- ৮৬৬ জন ছাত্র, ১২৫ জন[৮২] ছাত্রী।

[৮২] ৩০শে জুন ২০০১ ইং সনের সি,এ ফার্ম কর্তৃক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অডিটের কপি হতে সংগৃহিত।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী ওয়ারী বিস্তারিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপঃ-

শ্রেণী	মোট ছাত্র/ ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	সাধারণ ছাত্র / ছাত্রী	বিজ্ঞান ছাত্র / ছাত্রী	উপবৃত্তি প্রাপ্ত
কামিল	৯৭	৭৭	২০	-	-	-
ফাজিল	১০৫	৭৫	৩০	-	-	-
আলিম	৫৮	৪২	১৬	৪২-১৫	১৬	১৬
দাঃ ১০ম	৫৮	৪৭	১১	৩২	২৬	১১
দাঃ ৯ম	৩৩সা মুজাঃ২৩	২৬	৭	২৬-৭	২২-১	৮
দাঃ ৮ম	২৮	২৪	৪			৪
দাঃ ৭ম	৩০	২৮	২			২
দাঃ ৬ষ্ঠ	২৪	২২	২			২
এবঃ ৫ম	৪০	৩২	৮			
এবঃ ৪র্থ	৩০	২৪	৬			
এবঃ ৩য়	২৫	১৯	৬			
এবঃ২য়	১৫	১১	৪			
এবঃ ১ম	২০	১৫	৫**			

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার রয়েছে একটি সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগার, যেখানে রয়েছে কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, তাফসীর, ফিকহ, ইসলামের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য সহ মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের পর্যাপ্ত গ্রন্থ, এছাড়াও রয়েছে মাদ্রাসার বিভিন্ন শ্রেণীর সহায়ক গ্রন্থ। যা একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজন পুরনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা গ্রন্থাগার যথেষ্ট। এতদ্ব্যতীত প্রতিটি গবেষক তথ্যানুসন্ধানী ছাত্র ও শিক্ষক সবারই জীবনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার অত্যাবশ্যক। পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বই এর তালিকা উল্লেখ করা হলোঃ-

** পা,আ, মা, এর ভর্তি রেজিষ্টার হতে সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

১.হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী

	কিতাবের নাম	কিতাবের সংখ্যা
১.	صحيح البخاري ج১	৭৭
২..	صحيح البخاري ج২	৮৩
৩.	صحيح مسلم ج১	৫২
৪	صحيح مسلم ج২	৪৫
৫.	سنن النسائي	৪৪
৬.	الجامع الترمذي	৫৩
৭.	سنن أبي داؤد	৪৮
৮.	سنن ابن ماجة	৪২
৯.	فتح الباري	২৪
১০.	تيسير الترجمة	১১
১১.	المسند للبخاري	১০
১২.	إيضاح البخاري	১২
১৩.	عمدة القاري	১০
১৪.	شرح البخاري	১০

Dhaka University Institutional Repository

১৫.	مترجم لمسلم	১০
১৬.	مترجم للنسائي	১৫
১৭.	شرح معاني الآثار	১০
১৮.	الموطأ لامام مالك	১৫
১৯.	مشكواة المصابيح	১১০
২০.	شرح قصائد	৫
২১.	شرح أبي داؤد	১০
২২.	انوار التنزيل	১০
২৩.	الكواكب الدري لشرح المشكواة	১৫
২৪.	إعلاء السنن	৪০
২৫.	ترجمة الحديث	১০
২৬.	نيل الأوطار	৫
২৭.	قسطلاني	৫
২৮.	পয়গামে মুহাম্মদী	৫
২৯.	মিশকাত শরীফ (আরবী-বাংলা)	২০

Dhaka University Institutional Repository

	২.তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
৩০.	البيضاوي	৮০
৩১.	الكشاف	৬০
৩২.	الوصاف علي الكشاف	৪০
৩৩.	شرح البيضاوي	১০
৩৪.	تفسير الجلالين	৩০
৩৫.	موضوع القرآن	৫
৩৬.	تفسير القادري	৫
৩৭.	تفسير الخازن	২
৩৮.	تفسير الكبير	১
৩৯.	تفسير معارف القرآن	১০
৪০.	تفهيم القرآن	৩০
৪১.	القرآن الكريم	৫০
৪২.	تفسير أشرفي	১২
৪৩.	فضيلة القرآن	২
৪৪.	তাফসীরে জালালাঈন (বাংলা অনুবাদ)	২০

Dhaka University Institutional Repository

	৩.উসূলে তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
৪৫.	الإتقان في علوم القرآن	৩০
৪৬.	الفوز الكبير	৩৫
	৪. উসূলে হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
৪৭.	نخبة الفكر	৪৫
৪৮.	معارف السنن	১০
	৫. উসূলে ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
৪৯.	نورالأنوار	৩০
৫০.	مسلمة الثبوت	১০
৫১.	قواعد الفقه	২
৫২.	أصول الشاشي	১০
	৬. অভিধান বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
৫৩.	مصباح اللغات	১
৫৪.	المفيد	১
৫৫.	فيروز اللغات	২

Dhaka University Institutional Repository

১	الكوثر	৫৬.
১	المنجد	৫৭.
৩	لغة الغيات	৫৮.
২	لغة منتهي العرب	৫৯.
৬	لغة الحديث	৬০.
৬	لغة القرآن	৬১.
১	منتخب اللغات	৬২.
১	القواعد للغة العربية	৬৩.
১	সরল বাংলা অভিধান	৬৪.
১	ইংরেজি-বাংলা অভিধান	৬৫.
১	বাংলা-ইংরেজি অভিধান	৬৬.
১	বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান	৬৭.
	৭. আল-ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
৪	الهداية	৬৮.
৩	أشرف الهداية	৬৯.
৩২	شرح الوقاية	৭০.
১	نور الإيضاح	৭১.

Dhaka University Institutional Repository

৬	أنوار الهداية في غوامض الهداية	৭২.
২	الكواكب الدرية في فقه المالكية	৭৩.
২০	باب معرفة الجزئية	৭৪.
২	شرح عمدة الأحكام	৭৫.
	৮. সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
২৬	المستطرف	৭৬.
১৭	الحديقة	৭৭.
২৭	المقتطف	৭৮.
৫	قليوبي	৭৯.
৫	تحفة اليمن	৮০.
২০	الحماسة	৮১.
১	شرح ديوان حافظ	৮২.
২০	السبع المعلقات	৮৩.
২	الأدب العربي	৮৪.
৮	المنتخب العربي	৮৫.
৪	العربية العصرية	৮৬.

Dhaka University Institutional Repository

২	المطالعة العربية	৮৭.
১০	كَلستان	৮৮.
৭	كتاب البدائع و الصنائع	৮৯.
৮	نوروز أردو	৯০.
৯	بحر دانش	৯১.
৫	منتخبات أردو	৯২.
১	نور آفزان متوسي	৯৩.
৫	نور القلوب	৯৪.
	৯. বালাগাত বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
১	دروس البلاغة	৯৫.
২	بلاغة النقير	৯৬.
২	تلخيص المفتاح	৯৭.
৩	مختصر المعاني	৯৮.
১	مجموع الأدب	৯৯.
১	علوم البلاغة	১০০.

Dhaka University Institutional Repository

	১০. আরবী ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
১০১.	عزيز المبتدي	৮
১০২.	هداية النحو	৫
১০৩.	شرح هداية النحو	২
১০৪.	الكافية	৮
১০৫.	شرح مأة عامل	২
১০৬.	شرح ملا جامي	৪
১০৭.	ميزان الصرف	২
১০৮.	كتاب الصرف	১০
১০৯.	كتاب النحو	১০
১১০.	فصول اكبري	৪
	১১. ফতোয়া বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
১১১.	در المختار	১৫
১১২.	مجموعة فتاوي	১
১১৩.	إمداد الفتاوي	১
১১৪.	ফতোয়া আমীনিয়্যাহ্	১০

Dhaka University Institutional Repository

	১২. মানতিক বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
১১৫.	ميزان المنطق	১৫
১১৬.	المرقاة	৩
১১৭.	سلّم العلوم	১
	১৩. আকাইদ বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
১১৮.	شرح عقائد النسفية	১৫
১১৯.	عقيدة المؤمن	১
১২০.	عقيدة المسلم	১
	১৪. ফারায়েজ বিষয়ক গ্রন্থ	
১২১.	سراجي	২০
	১৫. ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
১২২.	تاريخ الكامل	৪২
১২৩.	أصح السير	৭
১২৪.	تاريخ الدعوة	২২
১২৫.	سير من حياة الصحابة	৮
১২৬.	ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস	১২
১২৭.	বাংলাদেশ ও পাক ভারতের ইতিহাস	১

Dhaka University Institutional Repository

১২৮.	চলন বিলের ইতিহাস	১
১২৯.	ইসলামের ইতিহাস	১০
	১৬. তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
১৩০.	عين العلم	৪
১৩১.	كيمياء سعادة	২
	১৭. ক্বিরাআত বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
১৩২.	مخارج علم التجويد	২
১৩৩.	قارئ القرآن	২
১৩৪.	نزهة القاري	৩
	১৮. বিবিধ গ্রন্থাবলী	
১৩৫.	الدروس العربية	১০
১৩৬.	القرائة العربية	৩১
১৩৭.	إنعام المبتدي	৪২
১৩৮.	تعليم العقائد والفقه	৬০
১৩৯.	تمرين الأطفال	৭
১৪০.	البلاغ المبين	১
১৪১.	كتاب التوحيد	৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯. ইংরেজী বিষয়ক গ্রন্থাবলী		
১৪২.	Middle Stage English Book three	০৩
১৪৩.	English Selection prose and poetry	০৪
১৪৪.	Functional English for degree stage	০১
১৪৫.	Dhakil English Selection	০২
১৪৬.	Pay to English Language	০১
১৪৭.	Current Good English	০১
১৪৮.	Alim Functional English	০১
২০. কৃষি শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ		
১৪৯.	কৃষি শিক্ষা	০৯
২১. সহায়ক গ্রন্থাবলী		
১৫০.	ফাজিল ইংরাজী গাইড	০১
১৫১.	বৃত্তি গাইড ৮ম ৫ম	০২
১৫২.	দিশারী	০১
১৫৩.	বলবিদ্যা ও বিচ্ছিন্ন গণিত (সমাধান)	০২
২২. বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী		
১৫৪.	উচচ মাধ্যমিক রসায়ন	০১
১৫৫.	উচচ মাধ্যমিক জীব বিজ্ঞান	০৩
১৫৬.	পদার্থ বিজ্ঞান	০১
১৫৭.	উচচ মাধ্যমিক রসায়ন জৈব	০৫
১৫৮.	উচচ মাধ্যমিক রসায়ন ১ম ও ২য়	০৫
১৫৯.	উচচ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান ১ম	০২
১৬০.	বিজ্ঞান ক্লাব নির্দেশিকা	০২

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	কিতাবের নাম	কিতাবের সংখ্যা
১৬১.	আধুনিক বিজ্ঞান	০১
১৬২.	আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান	০১
	২৩. অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ	
১৬৩.	ইসলামী অর্থনীতি ১ম ২য়	০১
	২৪. ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থাবলী	
১৬৪.	এশিয়া	০১
১৬৫.	মানচিত্র এশিয়া	০১
১৬৬.	মানচিত্র ভুখন্ড	০১
১৬৭	মানচিত্র পাবনা জেলা	০১
১৬৮	মানচিত্র বাংলাদেশ	০১
	২৫. বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ	
১৬৯.	মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য	০৩
	২৬. বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বই	
১৭০.	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খন্ড	০৪
১৭১	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় খন্ড	০৪
১৭২.	সিরাতুন্নাবী	০৩
১৭৩.	পয়গামে মুহাম্মাদী	০১
১৭৪.	কর্মবীর সিরাজুল ইসলাম	০১
১৭৫.	সমাজ কর্মী	০১
১৭৬.	পশ্চিম পাকিস্তানের ডাইরী	০১
১৭৭.	জ্ঞানের মশাল	০১
১৭৮	হজ্বের ছফর	০১

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	কিতাবের নাম	কিতাবের সংখ্যা
১৭৯.	নতুন পাটি গণিত	০১
১৮০.	শান্তিধারা কৃত	০১
১৮১	রচনা সংকলন	০১
১৮২	বেহেস্তী জিওর	০২
১৮৩	পাক ভারত ও উপমহাদেশের ইতিহাস	০১
১৮৪	অভিনব বাংলা ব্যাকরণ	০২
১৮৫	রচনা বিচিত্রা	০১
১৮৬	তিন ভাষার অভিধান	০১
১৮৭	জ্বলে পুড়ে	০৬
১৮৮	সাধারণ গণিত	০৪
১৮৯	ইসলামী সাংস্কৃতির মর্মকথা	০৫
১৯০	বাংলাদেশে ইসলাম	০২
১৯১	ইসলাম ও আধুনিকতা	০২
১৯২	ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা	০১
১৯৩	ভ্রান্তির বেড়া জালে ইসলাম	০১
১৯৪	সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং	০১
১৯৫	শান্তির পথ	০২
১৯৬	হজ্বের হাকীকৃত	০৪
১৯৭	জীহাদের হাকীকৃত	০৩
১৯৮	ইসলামের জীবন পদ্ধতি	০১
১৯৯	ইসলামী আইনের মূলনীতি	০৪
২০০	আল্লাহর পথে জিহাদ	০৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	কিতাবের নাম	কিতাবের সংখ্যা
২০১	ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা	০২
২০২	তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাত	০১
২০৩	মর্দ্দে মুজাহিদ	০২
২০৪	ইসলামী দাওয়াত ও কর্মী	০২
২০৫	ইসলামের হাকীকৃত	০৩
২০৬	সহজ পড়া	০৫
২০৭	দূর্ভাগ্য মুসলীম	০১
২০৮	কারামতে কামেলীন	০২
২০৯	বেহেস্তের বাগান	০১
২১০	বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা সেমিনার	০২
২১১	দিশারী	০২
২১২	শতাব্দী পরিক্রমা	০১
২১৩	মাতৃমংগল	০১
২১৪	মানব সমাজ	০১
২১৫	মানুষের ইতিহাস	০১
২১৬	ধাচ	০১
২১৭	জন্ম নিয়ন্ত্রন	০১
২১৮	সৌভাগ্যের পরশমনি	৩৫৫
২৭ প্রথম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বই		
২১৯	৫ম শ্রেণী বাংলা	৫৫
২২০	৫ম শ্রেণী ইংরেজী	৩১
২২১	৫ম শ্রেণী গণিত	৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	কিতাবের নাম	কিতাবের সংখ্যা
২২২	৫ম শ্রেণী সমাজপাঠ	৬৫
২২৩	৫ম শ্রেণী বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা	৩০
২২৪	৫ম শ্রেণী ইংরেজী গ্রামার	৩০
২২৫	৫ম শ্রেণী বিজ্ঞান	৪২
২২৬	৫ম শ্রেণী মীযানওমুনশা'ইব	১০
২২৭	৪র্থ শ্রেণী বাংলা	৬০
২২৮	৪র্থ শ্রেণী গণিত	৩৬
২২৯	৪র্থ শ্রেণী ইংরেজী	৬০
২৩০	৪র্থ শ্রেণী সমাজ পাঠ	৬০
২৩১	৪র্থ শ্রেণী বিজ্ঞান পরিচিতি	৬০
২৩২	৪র্থ শ্রেণী কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ	৩০
২৩৩	৪র্থ শ্রেণী তা'লীমুল আকাইদ ওয়া ফিকহ	৬০
২৩৪	৩য় শ্রেণী গণিত	৪০
২৩৫	৩য় শ্রেণী সমাজ পাঠ	৩০
২৩৬	৩য় শ্রেণী বিজ্ঞান পরিচিতি	৪০
২৩৭	৩য় শ্রেণী ইংরেজী	২০
২৩৮	৩য় শ্রেণী বাংলা কথাকলি	২০
২৩৯	৩য় শ্রেণী আকাইদ ও ফিকহ	১০
২৪০	২য় শ্রেণী তালীমুল আকাইদ	৪২
২৪১	ইনয়া'মুল মুবতাদী, আস সফফুস সানী	৪২
২৪২	২য় শ্রেণী ইংরেজী	১০
২৪৩	২য় শ্রেণী বাংলা কথাকলি	২২

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	কিতাবের নাম	কিতাবের সংখ্যা
২৪৪	২য় শ্রেণী গণিত	২২
২৪৫	১ম শ্রেণী ইংরেজী	৩০
২৪৬	১ম শ্রেণী গণিত	৪২
২৪৭	১ম শ্রেণী বাংলা সহজ পড়া	৪০
২৪৮	১ম শ্রেণী সহজ কুরআন তাজবীদ	৪০
২৪৯	১ম শ্রেণী ফিকহ্	১০
	মোট = ৩৬৭৯	**

একাডেমিক কার্য্যক্রম পরিচালনার জন্য মাদ্রাসার রয়েছে একটি ত্রিতল বিশিষ্ট বিশাল বিল্ডিং। মাদ্রাসার ত্রিতলা এই সুরম্য দালান ৬০ এর দশক থেকে শুরু হয়ে জিয়া সরকার কাল পর্যন্ত সরকারী অনুদান ও জনসাধারনের দানে নির্মিত হয়।[৪৫] এর নির্মাণ কাজ বিখ্যাত আলীম রাজনীতিবিদ সাবেক মন্ত্রী ও অত্র মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা মোঃ ইছাহক সাহেবের কর্মকালে সমাপ্ত হয়। নিম্নে মাদ্রাসার মুল একাডেমিক ও অফিস ভবনের অবকাঠামোর বিবরণ প্রদান করা হলোঃ-

মাদ্রাসার মুল বিল্ডিং- দৈর্ঘ্য ২১৪' × প্রস্থ ৩৪' = ৭২৭৬ বঃ ফুট।

(I) পশ্চিম বারান্দা- নিচতলা- দৈর্ঘ্য ৬৩'× ১৩'প্রস্থ
পূর্ব বারান্দা- নিচতলা- দৈর্ঘ্য ১০০' × ৪' প্রস্থ

(II) নিচতলার রুম ১২টি।
পশ্চিম থেকেঃ- (১) ১৭'×১২', (২) ২২'×৭', (৩) ২০'×১৭', (৪) ২৪'×১৭', (৫) ২০'×১৭', (৬) ২২'×১৭', (৭) ১২'×১৭', (৮) ২১'×২১' করে ৪টি, (৯) ২১'×১০= ১২টি
সিঁড়ি ঘরঃ- ২১' × ১২'।
বাথরুমঃ- ২২' × ২১' (১) পায়খানা- ২টি, (৪'×৬'), (২) পেশাবখানা (৪'×৩')=২টি, (৩) সোসল খানা ২টি (৬'-৫"×৫'-৩")

(III) দ্বিতীয় তলার রুম ১০টি।

[**] ২৭/০৭/১৯৯৯ তারিখে সাবেক অধ্যক্ষ মরহুম ছদরুদ্দীন আহমাদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত কিতাবাদির তালিকা হতে সংগৃহীত।

[৪৫] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস খ. ২য় খৃ. ১৯৮৬ পৃঃ ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বারান্দাঃ- ১০০'×৬', পশ্চিম বারান্দাঃ- ৬৩'×১১', টপ বারান্দাঃ- ১৬'×১১'।

(১) অধ্যক্ষ অফিসের পশ্চিমের দিকের রুম ঃ- ২১'×১৬'; ২) ১৭'×৯'; ৩) ১৭'×১৩';

৪) ১৭'×১৪'; ৫) ২৬'×১৭'; ৬) ৩২'×১৬'; ৭) পূর্ব দিকের রুম ২১'×২১'; ৮) ৪১'×২১';

(৯) ২১'×২১' ১০) ২১'×১০'।

সিঁড়ি ঘরঃ- ২১'×১২'।

বাথরুমঃ- ২১'×২১' (নিচতলার অনুরুপ)।

(IV) তৃতীয় তলার রুম ৬টি।

বারান্দাঃ- ১০০'×৬'

টপ বারান্দাঃ- ১৬'×১১'

রুমঃ- (১) ২১'×২১' = ৪ টি। (২) ২১'×১৬' = ১ টি। (৩) ২১'×১০' = ১টি।

(V) চতুর্থ তলার রুম ১টি।

সিঁড়ি ঘরঃ- ৭'×৭'। ক্লাস রুমঃ- ১৩'×১১'।[**]

এছাড়া মাদ্রাসায় দাখিল ও আলিম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগ থাকায় বিজ্ঞানের ক্লাসের জন্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞান ভবন ২৫শে জানু ১৯৮৮ সনে নির্মিত হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরুপঃ-

(I) মূল বিল্ডিংঃ- ৮১'×২৭' = ২১৮৭ বর্গ ফুট।

বারান্দাঃ- ৩৯'×৯' = ৩৫১ বর্গফুট।

= ২৫৩৮ বর্গফুট।

মোট রুমঃ- ৫টি।

বড় রুমঃ- ১) ২৩'×২০', ২) ২৪'×২০', ৩) ২৩'×২০' = ৩টি।

ছোট রুমঃ- ১) ১৮'×১০', ২) ১৮'×১০' = ২টি।

এছাড়া সরকারের ফ্যাসালিটিজ বিভাগ ২০০০ ইং সনে আরো একটি একতলা বিল্ডিং করেছে। যার বিবরণ নিম্নরুপঃ-

৫৮'× ৩০' = ১৭০০[**]

[**] উল্লেখিত তথ্য সাবেক অধ্যক্ষ মরহুম ছদরুদ্দীন আহমাদ কর্তৃক ২৮/০৭/১৯৯৯ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত মাদ্রাসার বিল্ডিং সংক্রান্ত তথ্যাবলী অনুযায়ী।

[**] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্ব্যতীত শিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল রাখার জন্য সাইকেল ঘর, রান্নার জন্য রান্না ঘর, ছাত্রাবাসে অবস্থিত ছাত্রদের খাবার জন্য ডাইনিং হল ও ছাত্রদের শরীর চর্চা ও খেলাধুলার জন্য একটি খেলার মাঠ আছে। নিম্নে এসবের বিবরণ প্রদত্ত হলোঃ-

১) সাইকেল ঘর টিনেরঃ- ৪০'×১৬' চার চালা বিশিষ্ট।

২) রান্না ঘর ছনেরঃ- ২০'×১৪' দোচালা।

৩) ডাইনিং হল চারচালা বিশিষ্ট টিনের ঘরঃ- ৩০'×১৭'

৪) খেলার মাঠের আয়তনঃ- ২০৮'×১৭০'।[৪৮]

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় আবাসিক ও অনাবাসিক দুই রকম ব্যবস্থায় রয়েছে। তবে বেশির ভাগ ছাত্র অনাবাসিক, যারা নিজের বাড়ী জায়গীর বা ম্যাচে থেকে পড়ালেখা করে। তবে কিছু সংখ্যক ছাত্র আবাসিক থেকে লেখাপড়া করছে। বর্তমানে ১২ টি রুমে মোট ৮০ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে অবস্থান করছে। তবে মাদ্রাসা দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিলের কেন্দ্র হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা চলাকালে দূর দুরান্তের ছাত্রদের অবস্থানের কারণে ছাত্রাবাসে আবাসিক ছাত্রের পরিমান বেড়ে যায়। আবাসিক সুবিধা অপ্রতুল হবার কারণে প্রতি বছর ভর্তিতেচ্ছু অনেক ছাত্র/ছাত্রীকে ভর্তি করা সম্ভব হয় না। ছাত্রাবাস সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হবার ও আবাসিক ছাত্রদের লেখাপড়া তত্ত্বাবধান করার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্য হতে একজন শিক্ষককে হোষ্টেল সুপার বা ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। যিনি সার্বক্ষনিক ছাত্রদের সার্বিক ব্যাপার তদারক করে থাকেন। বর্তমানে মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে হোষ্টেল সুপার হলেন মাওঃ হুসাইন আহমাদ। এছাড়া পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে একটি সুরম্য মসজিদ রয়েছে।[৪৯] যা এক সময়ে (আব্দুল জব্বার হাজী গুড় ব্যবসায়ী কর্তৃক একক দানে নির্মিত) হয়েছিল। বর্তমানে মাদ্রাসা মসজিদটি পূর্বের পুরাতন মডেল ভেঙ্গে আরো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা, মনোরম ও দর্শনীয় করে দ্বিতলা বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হচেছ। যার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে, নিম্নে মাদ্রাসা মসজিদের বর্তমান অবকাঠামো উল্লেখ করা হলোঃ-

মসজিদ

মুল ঘরঃ- দৈর্ঘ্য ৫২' × প্রস্থ৩৬' = ১৮৭২ বর্গফুট।

হুজরা শরীফঃ- দৈর্ঘ্য ১৮'× প্রস্থ ১২'= ২১৬ বর্গফুট।

অজুখানাঃ- ১৮'× ১২' = ২১৬ বর্গফুট।

---

[৪৮] প্রাগুক্ত।

[৪৯] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস, খ. ২য় খৃ. ১৯৮৬ পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

এ বৃহত মাদ্রাসাটি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার আসবাব পত্র প্রয়োজন হয় এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে সমস্ত আসবাব পত্র রয়েছে যার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

আসবাব পত্রের নাম			পরিমান/সংখ্যা
১	কাঠের আলমারি	=	২৩ টি
২	ষ্টিলের আলমারী	=	০৮ টি
৩	ল্যাবরেটরী টেবিল	=	১২ টি
৪	সেক্রেটারী টেবিল	=	০২ টি
৫	সাধারণ টেবিল	=	৩৩ টি
৬	চেয়ার	=	৫৬ টি
৭	সীট বেঞ্চ	=	১৩৯ টি
৮	হাই বেঞ্চ	=	১৫৫ টি
৯	টুল	=	৫০ টি
১০	চৌকি	=	৫৯ টি
১১	মিটসেভ	=	০১ টি
১২	হেলনা বেঞ্চ	=	০১ টি
১৩	কাঠের ব্লাক বোর্ড	=	০৭ টি
১৪	ব্লাক বোর্ড ষ্ট্যান্ড	=	০৬ টি
১৫	স্টিল ট্র্যাংক	=	০১ টি
১৬	মঞ্চ চৌকি	=	০১ টি
১৭	বৈদ্যুতিক পাখা	=	১৩ টি
১৮	দেয়াল ঘড়ি	=	০৪ টি
১৯	লোহার সিন্দুক	=	০১ টি
২০	টেলিফোন	=	০১ টি
২১	লাইব্রেরী র‍্যাক	=	০৬ টি

Dhaka University Institutional Repository

আসবাব পত্রের নাম			পরিমান/সংখ্যা
২২	ভাংগা বেঞ্চ	=	০৭ টি
২৩	ভাংগা চেয়ার	=	০২ টি
২৪	প্লাষ্টিক পানির ট্যাঙ্ক (১০০০ লিঃ)	=	০১ টি
২৫	পানি তোলার মটর	=	০১ টি
২৬	মেসিন	=	০১ টি
২৭	দেওয়াল আয়না	=	০১ টি
২৮	পার্টিশন স্ট্যান্ড কাঠের	=	০১ টি
২৯	টাইপ মেশিন (বাংলা)	=	০১ টি
৩০	স্ট্যাপলার মেশিন	=	০৩ টি[৫০]

আলীয়া নেছাবের সর্বোচচ দ্বীনি বিদ্যাপীঠ পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা ইবতেদায়ী শিশু হতে কামিল শ্রেণী পর্যন্ত, এ বৃহত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বছরে প্রচুর অর্থ খরচ হয়। এ বিপুল পরিমান অর্থ আয়ের উৎস পেট্রোল পাম্প, ছ মিল, মার্কেট, জনগনের দান, ছাত্র বেতন, জমি ইত্যাদি। এর মধ্যে পেট্রোল পাম্প একটি, ছ মিল ৪টি, মার্কেটে হার্ডওয়ার ও ষ্টেশনারীসহ নানা প্রকার দোকান ৫৪টি, জমি রেজিষ্ট্রি কৃত ১.৩৫ শতাংশ অখন্ড/খন্ড ১.৩৫ শতাংশ বাহিরে, সর্বমোট ৬.১২ একর[৫১], যা স্থানীয় মাপে ১৮ বিঘা ১০ কাঠা ১ ছটাক জমি। এসব আয়ের উৎস থেকে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলঃ-

[৫০] উল্লেখিত তথ্য সাবেক অধ্যক্ষ মরহুম ছদরুদ্দীন আহমাদ স্বাক্ষরিত আসবাব পত্রের হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাবলী হতে সংগৃহীত।

[৫১] সি,এ ফার্ম কর্তৃক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অডিট ২০০০-২০০১ এর তথ্যাবলী হতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

আয় টাকা		ব্যয় টাকা	
কঃ			
১. বেতন বাবদ অনুদান :	১,৯৩১,৮৩২.৮৩	১. বেতন বাবদ অনুদান :	১,৯৩১,৮৩২.৮৩
২. গৃহ নির্মান/মেরামত :	-	২. গৃহ নির্মান/মেরামত :	-
৩. উপবৃত্তি (ছাত্রীদের) :	-	৩. উপবৃত্তি (ছাত্রীদের) :	-
৪. বৃত্তি :	৩,৮৯০.০০	৪. বৃত্তি :	৩,৮৯০.০০
মোট	১,৯৩৫,৭২২.৮৩	মোট	১,৯৩৫,৭২২.৮৩

সরকারী ও বেসরকারী (খওগ) আয় যা সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় করা যায়

আয় টাকা		ব্যয় টাকা	
খঃ সরকারী		সরকারী ও বেসরকারী (খ+গ)	
১. ভর্তুকী (টিউশন ফি) :	-		
২. এককালীন মঞ্জুরী :	-		
৩. অন্যান্য :	-		
মোট (খ) :	-	১. বেসরকারী বেতন (প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত) :	২৮২,২২৩.০০
গঃ বেসরকারী		২. শিক্ষা উপকরনের জন্য ব্যয় :	-
১. বার্ষিক বেতন :	৭৮,২৬৬.০০	৩. নির্মান/মেরামত :	৩৭,৩৩২.০০
২. সেসন ফি :	৫১,০০০.০০	৪. খেলাধুলা :	৫,৩৭৫.০০
৩. ভর্তি ফি :	১৭,৩২০.০০	৫. গ্রন্থাগার/ পুস্তক :	১৫,৯৬০.০০
৪. উন্নয়ন ফি :	২৮৪,৯০০.০০	৬. পরীক্ষা ফি (প্রতিষ্ঠান) :	৫৭,৭৩৯.৯০
৫. [illegible] :	-	৭. পরীক্ষা ফি (বোর্ড) :	১০১,৪৯৮.০০
৬. ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি :	৮,০৩২.০০	৮. স্কাউট, গার্লস্ গাইড :	৩,০০৬.০০
৭. জমিজমা (বর্গা ইত্যাদি) :	২০,০০০.০০	৯. টিফিন :	৫,০২৫.০০
৮. পুকুর লিজ ইত্যাদি :	-	১০. ভবিষ্যৎ তহবিল :	-
৯. দোকান ভাড়া :	৬৭,৮০৬.০০	১১. যাতায়াত :	২২,০৯৫.০০
১০. পেট্রোল পাম্প :	১২৬,৪৮৫.০০	১২. আপ্যায়ন :	১৮,০২৫.০০
১১. খেলাধুলা :	৪৫,৯১৫.০০	১৩. কন্টিনজেন্সী :	১৯,৯০০.০০
১২. গ্রন্থাগার/পুস্তক :	৬,২৪০.০০	১৪. খাজনা :	৩,০৩৫.০০
১৩. অনুদান (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) :	-	১৫. বিজ্ঞান মেলা :	৫,৫১৩.০০
১৪. পরীক্ষার ফি (প্রতিষ্ঠান) :	৪০,৬৫৫.০০	১৬. বিদ্যুৎ, টেলিফোন, পানি :	৩২,৭০৮.০০
১৫. পরীক্ষা ফি (বোর্ড) :	৩৮১,৪৯৮.০০	১৭. ছাত্র ভেজিং বোর্ড জমা :	২৭১,৩৭২.০০
১৬. চাঁদা, দান ইত্যাদি :	৬,৭৬০.০০	১৮. বিবিধ :	৯,৬৮৭.৮০
১৭. স্কাউট, গার্লস্ গাইড ফি :	৫,৭৪০.০০	১৯.	
১৮. টিফিন :	-	২০.	
১৯. ভবিষ্যৎ তহবিল :	-	২১.	
২০. অন্যান্য :	-	২২.	
মোট (গ) :	১,১৪০,৬১৭.০০	মোট (খ+গ) :	৮৯০,৪৯২.৭০
ঘঃ বিগত বছরের উদ্বৃত্ত :	১৫১,১০৫.৫৯	ঘ : বর্তমান বছরের উদ্বৃত্ত :	৪০১,২২৯.৮৯
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) টাকা :	৩,২২৭,৪৪৫.৪২	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) টাকা :	৩,২২৭,৪৪৫.৪২"

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া মাদ্রাসা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃতি ও নবায়নের জন্য শর্তকৃত সংরক্ষিত তহবিলে কাম্য ১,০০,০০০/= টাকা সাধারণ তহবিলে ১,১০,২৭১.৫০ টাকা তন্মধ্যে ব্যাংকে ১,১০,১৭৩.৫৫ টাকা এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তহবিলে মোট ১,৯০,৯৫৮.৩৯ টাকা আছে।[৩৩]

[৩৩] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিষ্ঠাকর্মে জড়িত ব্যক্তিবর্গ : পরিচিতি ও অবদান

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠাকর্মে জড়িত ব্যক্তিবর্গ: পরিচিতি ও অবদান

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা ১৯১৯[১] সনের এক মধু ঝরা লগ্নে পাবনা শহরের প্রাণ কেন্দ্র রাধানগর মহল্লায় জন্ম নিয়েছিল। জন্মের প্রারম্ভে দৈন্যতার পরিচ্ছেদে আচ্ছাদিত ছিল।[২] পরবর্তীতে ইতিহাস ও ঐতিহ্যে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। আজ আর দৈন্যতা নেই বরং ছাত্র-শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি দ্বারা মাদ্রাসাটি ফুলে ফলে সুশোভিত। বর্তমানে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা ঐতিহ্যবাহী শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বিদ্যাপীঠ রূপে সর্বজন সুপরিচিত। তবে এ গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস একদিনে বা কারো একক প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়নি। এর পিছনে রয়েছে একদল নিঃস্বার্থ, সৎ সমাজকর্মী পরহেজগার ও নিবেদিত প্রাণ আলিমগণের অক্লান্ত পরিশ্রম। যাঁদের নাম পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাসে কিয়ামত পর্যন্ত অম্লান থাকবে। তাদের এ নিঃস্বার্থ অক্লান্ত পরিশ্রমের কৃতি দেখে যুগ যুগ ধরে মানুষ এ ধরনের মহত কাজে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হবে। পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা কর্মে জড়িত ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে যাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য তাঁরা হলেন ঃ মৌলভী আজহার আলী কাদেরী, আলহাজ্ব শেখ ইবাদত আলী, আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ প্রামানিক, হাজী আজিমুদ্দিন, মাওলানা ই,এম হাসান আলী[৩] মাওলানা কসিম উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল হামিদ, আলহাজ্ব কফিল উদ্দিন আহমাদ, মাওলানা মোঃ ইসহাক[৪], মাওলানা আবদুস সুবহান[৫], মোঃ আজিজুর রহমান, এ্যাডভোকেট জহির আলী কাদেরী, মাওলানা হুদরুদ্দীন আহমাদ[৬], বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল ও মোঃ জহুরুল ইসলাম বিনু। নিম্নে প্রতিষ্ঠা কর্মে জড়িত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে কতিপয় ব্যক্তির জীবনী নিম্নে উল্লেখিত হলো।

---

[১] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা,জিলা পাবনার ইতিহাস খ. ২য় খৃ. ১৯৮৬ পৃ. ৫৬।

[২] "আল-হক" পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা বার্ষিকী খৃ. ১৯৭৫ পৃ. ৬৫

[৩] মাওলানা ই,এম হাসান আলী,মাদ্রাসার সাবেক সুপার ও শিক্ষক একজন বিশিষ্ট সুফী সাধক ব্যক্তি। যার সম্পর্কে বিস্তারিত জীবনী এ গবেষণা কর্মের প্রশাসক ও অধ্যাপক বৃন্দ ঃ পরিচিতি ও অবদান অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

[৪] মাওলানা মোঃ ইসহাক সাবেক পূর্ব পাকিস্থান সরকারের মন্ত্রী ও অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। যাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জীবনী এ গবেষণা কর্মের প্রশাসক ও অধ্যাপক বৃন্দ ঃ পরিচিতি ও অবদান অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

[৫] মাওলানা আবদুস সুবহান সাবেক মাদ্রাসার শিক্ষক বর্তমানে মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সম্মানীত সভাপতি ও পাবনা-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য। যাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জীবনী অত্র গবেষণা কর্মের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক নেতৃত্বে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

[৬] মাওলানা হুদরুদ্দীন আহমাদ সাবেক অধ্যক্ষ যাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জীবনী এ গবেষণা কর্মের প্রশাসক ও অধ্যাপক বৃন্দ ঃ পরিচিতি ও অবদান অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল হামিদ কোরায়েশী

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য গভর্নিং বডি

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

১৮৮২ সনে বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানার এলাচীপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মোঃ আব্দুল মাকসুদ কোরায়েশী পাবনা জেলার দুলাই মাদ্রাসার মুদাররেস ছিলেন। সে সময় আব্দুল হামিদ পিতার কাছে বেড়াতে আসেন। দুলাইয়ের আজিম চৌধুরী সাহেবের জামাতা মজিরুদ্দীন সাহেব তাঁকে দেখে পছন্দ করে আপন কন্যার সাথে বিবাহ দেন। সে সুত্রে মজির চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির (যা আজিম চৌধুরীর কাছ থেকে পাওয়া) মালিক হন। অনুমান ৭০ বৎসর বয়সে ১৯৫২ সালে আব্দুল হামিদ সাহেব করাচী নগরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে M.L.C (Member Legislative Council) পদে নির্বাচনে জয় লাভ করেন। তখন করাচী পাকিস্তানের রাজধানী। তথায় তিনি কার্যোপলক্ষে যান ও ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল এলাচীপুরে। কিন্তু কৈশোর থেকে দুলাইয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং পরবর্তীকালে পাবনা শালগাড়ীয়াতে বাড়ী করেন। জমিদার হিসেবেও প্রজাবৎসল ছিলেন।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম, তৎকাল থেকেই তিনি আমরণ মুসলিম লীগের সৎ ও একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে জাতির খেদমত করেন বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্নরুপে। বহুকাল তিনি পাবনা জিলা মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। কায়েদে আজম ১৯৪২ সালে সিরাজগঞ্জ সফরে আসেন। তাঁর যে অভ্যর্থনা কমিটি হয় হামিদ সাহেব সে কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। পাবনা সদরে মুসলিম জনতার একচছত্র নেতৃত্বে ও দায়িত্বে থেকে, সে দায়িত্ব সততা ও সাহসের সাথে পালন করেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে বৈরীভাবাপন্ন বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের পিছন থেকে আঘাত করার যে প্রবণতা, তা ছিল প্রশমিত এবং তাদের বিষাক্ত সিংহনখর খুব কার্যকরী ছিল না। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রপীড়িত মুসলিম জনতার জন্য তার সেবা ও দরদ আজো মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়েছে। আহত, নিহত, মুসলমান পরিবারবর্গের প্রতি তাঁর দান ও সেবা অমর হয়ে আছে। তদকারণে উদ্ভুত মামলা-মোকদ্দমার খরচ খরচার সিংহভাগ তিনি বহন করেছিলেন বলে প্রবীণদের কাছ থেকে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর সাথে সহযোগিতার কথায় স্থানীয় নেতৃবর্গের মধ্যে খান বাহাদুর ওয়াছিম উদ্দীন খান,

Dhaka University Institutional Repository

সোসেনজান চৌধুরী, মৌঃ আব্দুল গফুর, রহিম উদ্দীন আহম্মদ, মগরেব আলী মুন্সী, তোরাব আলী এ্যাডভোকেট, ডাঃ তোফাজ্জল হোসেন, বজলুর রহমান আলমাজী, বারিক খলিফা, সাইদুল খলিফা, রজব আলী (উকিল) এবং অগণিত ইসলাম প্রিয় নেতৃস্থানীয় শহরবাসী ও গ্রামবাসীর কথা শোনা যায়। এই প্রকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা প্রসূত যে ঐক্য ও সমঝোতা মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তারই সুদুর ফলশ্রুতিতে হয় পাকিস্তানের জন্ম।

তিনি এক সময়ে জিলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন এবং জনসাধারনের হিতার্থে বহুপ্রকার কল্যাণকর কাজ সমাধা করেন। বহু মুসলমানকে চাকুরীও প্রদান করেন। ১৯৪৯ সাল থেকে আমরণ তিনি পাবনা পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান পদে ছিলেন এবং সে সময় পৌরসভার প্রথম Water Supply প্রতিষ্ঠিত হয় জুবিলী স্কুলের পশ্চিমে। তাঁর উদ্যোগে ও কর্মকুশলতার ফলে পাবনা (আরিপপুর) গোরস্থানের বহুল উন্নতি সাধন করা হয়। মুসলমান ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য তিনি বহুপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সে প্রসঙ্গে যে সকল পরিকল্পনা খান বাহাদুর ওয়াছিম উদ্দীন গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁর সাথে একজোটে কাজ করেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে মুসলিম পল্লীতে বহু পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। নিজব্যয়ে বহু ছেলেকে লেখাপড়া করার জন্য সাহায্য করেছেন। ১৯৩৪ সালে এপ্রিল মাসে বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক ইসলামী জুনিয়র মাদ্রাসার (পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার) নামে জমি অধিগ্রহণে সরকারকে প্রভাবিত করণে তিনি অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সার্বিক সহযোগিতা করেন।[১]

বলিষ্ঠ নাতিদীর্ঘ দেহী, শ্যামবর্ণ, নধরকান্তি হামিদ সাহেব ছিলেন মিষ্টভাষী, সদালাপী, আচার-ব্যবহারে উচচ সংস্কৃতি সম্পন্ন এবং জীবনযাত্রা ছিল ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ ভিত্তিক। তাঁর স্মৃতি বহনকল্পে শহরের ষ্ট্যাণ্ড রোডকে (হেড পোঃ অঃ থেকে নতুন ব্রীজ পর্যন্ত) তাঁর নামে হামিদ রোড নামকরণ হয়। তিনি সারা জিলার মানুষের মনে আজো জীবিত ও জাগ্রত এবং তা থাকবে বহুকাল ধরে। তাঁর নেতৃত্বের কাছে সকল নেতাই অবনত ছিলেন। সুধী মহল বলেন, "তাঁর মত নিঃস্বার্থ জনদরদী নেতা আজকের দিনে অতি বিরল। ব্যক্তিগত স্বার্থের বহু উর্দ্ধে ছিল তাঁর কার্যক্রম ও কর্মধারা।" তিনি মক্কানগরীর কোরায়েশ বংশীয় বলে জানা যায়। বহুকাল পূর্বে কোন কোরায়েশ বংশীয় সুফী সাধক আসেন এদেশে ধর্ম প্রচারে। তারই বংশীয় ছিলেন হামিদ সাহেব।[২]

---

[১] মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেব কর্তৃক বিবৃত যিনি সাবেক অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন।

[২] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস, খ. ২য় খৃ. ১৯৮৬ পৃ. ১৮৯-৯১।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী আজহার আলী কাদেরী

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য গভর্নিং বডি

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

পাবনার মুসলিম সম্প্রদায়ের অশিক্ষা, কুসংস্কার আর দ্বীন ইসলামের শরীয়ত সম্পন্ন পথে জীবন চালনার এক অগ্রসরমান নেতা মৌলভী আজাহার আলী, বি,এল। পাবনার মুসলমান উকিলদের মধ্যে অন্যতম। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নাগরিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম- আন্দোলনের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য (এম,এল,এ)। শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের[১] ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে বাংলার নির্যাতিত কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের সারথী ছিলেন আমৃত্যু।

পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার অর্ন্তগত সাতবিলা গ্রামের জোতদার মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁর ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে। বড় জন আজাহার আলী, দ্বিতীয়জন আফছার আলী। তারা দু'জনই পাবনা ওকালতি করেছেন। আফছার আলী যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৭ সনে ১৭ নভেম্বর মাত্র ৪০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ১৮৮৬ সনে আজাহার আলী জন্ম গ্রহণ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই পারিবারিক মক্তবে আজাহার আলীর শৈশবে হাতে খড়ি হয়। তাঁর বাবা মহিউদ্দিন আহমদ ছিলেন সংস্কারমুক্ত, উদারচেতা, তেজস্বী দুরদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষ। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে তাঁর বংশধরেরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে না, এই ধারণা তার মধ্যে বাসা বাঁধে। ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রচেষ্টা নেন। মুসলমান ছেলের জায়গীর থেকে শহরে লেখাপড়া শেখার বা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগও তখন ছিল খুবই কম। এভাবে একছর এখানে আরেক বছর সেখানে একটার পর একটা পাস দিতে দিতে আজাহার আলী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,এ পাশ করেন। পরে বি,এল,ডিগ্রী নেবার পরে অসহায় মানুষকে আইনী সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে পাবনায় থিতু হন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতেই তিনি পাবনায় ওকালতি পেশায় যোগদান করেন। পিতার পছন্দ করা পাত্রীর সাথে বিয়ে হয়

---

[১] শেরে বাংলা বা আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২ খৃ) সাধারণত তিনি শেরে বাংলা, হক সাহেব ও এ কে ফজলুল হক নামে পরিচিত। শাক- বাংলা-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত জননেতা রাজনীতিবিদ আইনজীবী, জনদরদী ও সংগ্রামী পুরুষ হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। ৯ কার্তিক ১২৮০ বাংলা / ২৬ অক্টোবর ১৮৭৩ খৃষ্টীয় সনে বরিশাল (বাকেরগঞ্জ) জেলার পিরোজপুর মহকুমার রাজাপুর থানার অর্ন্তগত সাতুরিয়া গ্রামে মাতৃলয়ে তিনি জন্ম গ্রহন করেন, পৈতৃক নিবাস বানরীপাড়া থানার চাখার গ্রাম। তাঁর পূর্ব পুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল বাউফল থানার বিলবিলাস গ্রামে। তাঁর পিতার নাম কাজী ওয়াজেদ আলী। তিনি ছিলেন তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশের আইন গ্রাজুয়েটদের অন্যতম এবং বরিশালের প্রসিদ্ধ সরকারী উকিল। তাঁহার মাতার নাম সায়্যিদুন-নিসা। ফজলুল হক তাঁর পিতার তিন সন্তানের দ্বিতীয় এবং একমাত্র পুত্রসন্তান। আজীবন দেশ সেবার স্বীকৃতি স্বরুপ পাকিস্থানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফীল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আয়্যুব খানের সরকার তাঁকে হিলাল-ই- পাকিস্থান খিতাবে ভূষিত করেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল পূর্বাহ্নে ঢাকা মেডিকেল কলেজে বাংলার এই মহান ব্যক্তির কর্মময় গৌরবজ্জল জীবনের অবসান ঘটে। ঢাকা শহরের ময়মনসিংহ রোডের পার্শ্বে পুরতান হাইকোর্ট সংলগ্ন ঐতিহাসিক হাজী শাহবাগ মসজিদের পার্শ্বে তাহাকে দাফন করা হয়। (স,ই,বি ইফাবা, ঢাকা, খ. ২য় খৃ. ১৯৮৭, পৃ.১২)

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর। সে ঘরে আনোয়ার উদ্দিন ও হাসনা বানু হাসু নামে দুই ছেলে মেয়ের জন্ম হয়। এ হাসনা বানুর বিয়ে হয় খন্দকার মুহম্মদ হাতেম আলীর সাথে। টাঙ্গাইলের মানুষ হলেও, শ্বশুর বাড়ি পাবনার সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিক্ষা বিভাগে জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন, পাবনা শহরের দক্ষিণ রাঘবপুরে বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন আমৃত্যু। বলাবাহুল্য, খন্দকার মুহম্মদ হাতেম আলীর ছেলে আহমেদ রফিক, ১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে সাঁথিয়া-বেড়া অঞ্চল থেকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে, নানা আজাহার আলীর নাম সমুজ্জ্বল রাখেন। যদিও আজাহার আলী কাদেরীর ছেলে জহির আলী কাদেরী ১৯৮৮ সনে সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনয়নে পাবনা-৫ আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন স্বতন্ত্রপ্রার্থী মোঃ ইকবাল হোসেনের কাছে। আরেক ছেলে, প্রখ্যাত চিকিৎসক প্রফেসর ডাঃ মাজহার আলী কাদেরী[১০] একই আসনে ২০০১ সনে উপ-নির্বাচনে আওয়ামীলীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে পিতার ঘরানা অক্ষুন্ন রাখেন।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আজাহার আলী শহরের পূর্ব রাঘবপুর নিবাসী সাব-রেজিষ্ট্রার সৈয়দ আব্দুল হাকিমের মেয়ে বেগম আজাহার-উন-নেছার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ ঘরে তাঁর ছেলে মেয়েরা হলেন- ডাঃ মাজহার আলী কাদেরী, এডভোকেট জহির আলী কাদেরী, এডভোকেট গোলাম আলী কাদেরী, শামসুন্নাহার বুলু, আনোয়ারা বেগম টুলু, বদরুন্নাহার দুলু ও নূরুন্নাহার মেমি। আজহার আলী যেমন ছিলেন খোদা ভীরু ধর্মপ্রাণ, তেমনি ছিলেন মানব-প্রেমিক। গভীর ধর্মানুরাগে তিনি মেদিনীপুরের পীর হযরত এরশাদ আলী কাদেরী (র.) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং পীরের প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরুপ নিজের নামের শেষে কাদেরী[১১] শব্দটি জুড়ে নেন। তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী তার পুত্ররা এবং আওলাদেরা তাঁদের নামের শেষে 'কাদেরী' উপাধি ব্যবহার করে আসছেন।

---

[১০] আলহাজ্ব প্রফেসর ডাঃ এম,এ কাদেরী, এম,আর,সি,পি লন্ডন গ্লাসগো ভিসি বি এস,এম,এম বি ঢাকা। আলহাজ্ব প্রফেসর ডাঃ মাজহার আলী কাদেরী মরহুমের মেজ পুত্র। জন্ম ২৫/০৮/১৯২৯ খৃ. সাবেক উপাচার্য্য বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা। একজন বিশিষ্ট খ্যাতিমান চিকিৎসক ও জন দরদী নেতা। ২০০১ সনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে হতে উপ-নির্বাচনে পাবনা ৫-আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। চিকিৎসায় লন্ডন থেকে উচচতর ডিগ্রী অর্জন করেন।

[১১] কাদেরীঃ শায়খ আব্দুল কাদির আল-জীলানীর নামানুসারে একটি সুফী তরিকার নাম কাদরিয়াহ। এই তরিকার অনুসারীদের কেউ কেউ নিজের নামে সাথে কাদেরী উপাধিকে ব্যবহার করা কল্যানকর বা ফজিলতপূর্ন মনে করেন। তাদের মধ্যে মেদিনীপুরের পীর এরশাদ আলী কাদেরী অন্যতম। উল্লেখ যে, পৃথিবীতে যতগুলো সুফি তরিকা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে কাদেরী তরিকা অন্যতম। সমস্ত ইসলামী দেশেই যে কাদেরী তরিকার লোক আছে তাতে সন্দেহ নেই। (স,ই,বি ইফাবা, ঢাকা খ. ২য়, খৃ. ১৯৮৭ পৃ. ২৭৫।)

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৫ সনে পাবনা শহরের রাধানগর মহল্লায় স্থাপিত হয় পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।[১২] গুটিকয় শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে মৌলভী আজাহার আলী কাদেরীও এ প্রতিষ্ঠান গড়ায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসের বৃটিশ গর্ভমেন্ট কর্তৃক ইসলামীয়া জুনিয়র মাদ্রাসার (বর্তমান পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা) নামে জমি অধিগ্রহনে সরকারকে প্রভাবিত করণে তিনি অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন।[১৩] এর পরের বছর পাবনায় সংগঠিত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কালাচাঁদপাড়ায় একটি মন্দিরে দেববিগ্রহের মাথা কে বা কারা রাতের অন্ধকারে ভেঙে ফেলে। শহরের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যথাবিহিত শোভাযাত্রা সহকারে ঐ প্রতিমা বিসর্জনকালে খলিফাপট্টি মসজিদের সামনে নামাজ চলাকালীন সময়ে বাধা গ্রস্থ হয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় কিছু মিছিলকারী মসজিদে ওপর চড়াও হলে শুরু হয় দাঙ্গা হাঙ্গামা। এটা ১জুলাই ১৯২৬ এর ঘটনা। একই ঘটনার জের ধরে ৪ জুলাই ঘটে নানা হাঙ্গামা। সর্বমোট ৯ জন হিন্দু-মুসলমান সে ঘটনায় জখম হন। পাবনার গ্রাম অঞ্চলে বিশেষতঃ সুজানগরে অনেক হিন্দু পরিবার নিগৃহীত ও লুন্ঠনের শিকার হয়। রিজার্ভ পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পাবনা শহর, সন্নিহিত এলাকা ও সুজানগরে ব্যাপক পুলিশি অভিযানে ৭/৮শ মুসলমানকে ধরে বিভিন্ন মামলায় জেলে পুরে দেওয়া হয়। শুরু হয় নানা ফৌজদারী মামলা। ফৌজদারী ও দায়রা আদালতে সেসব মামলা চলে দীর্ঘ দিন। পাবনার গুটিকায় মুসলমান উকিলদের সহায়তায় বিনা পারিশ্রমিকে সিরাজগঞ্জের আফজাল খান মোক্তার নিয়মিত পাবনায় আসতেন। কোলকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট তলাটের জমিদার, সুসাহিত্যিক বাবু শশধর রায় এম,এ,বি,এল নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করেন। আজাহার আলী কাদেরী, তাঁর ভাই আফছার আলীও সেদিন বিনা পারিশ্রমিকে মুসলমানদের পক্ষে ছিলেন। বাংলার অন্যান্য স্থানের মত পাবনাতে আইনজীবী অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। পাবনা ও বগুড়ার ১৩ জন উকিল পেশা ত্যাগ করেছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অনুসরনে। মৌলভী আজাহার আলী কাদেরী পেশা ত্যাগ না করলেও ইংরেজদের পোশাক ত্যাগ করেছিলেন। এরপর থেকে তিনি মাথায় টুপি, শেরওয়ানি, পাজামা পরিধান করে এসেছেন আমৃত্যু। তবে তিনি যখন এম,এল,এ হিসেবে ব্যবস্থাপক সভায় অংশ নিতেন, তখন পাজামার পরিবর্তে লুঙ্গি পরতেন এবং হাতে থাকত ছড়ি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, জোতদার পরিবারে লালিত পালিত হলেও বাংলার নির্যাতিত কৃষকদের সার্বিক দূরাবস্থা, ঋণভারে জর্জরিত অসহায় মজলুমের ফরিয়াদ তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। ফলতঃ তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ড এই দুঃস্থ কৃষকদের কল্যাণকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের গুরু ছিলেন বাংলার বাঘ আবুল কাশেম ফজলুল হক। এম,ল,এ থাকাকালীন ছোট লাট বাহাদুর কর্তৃক গঠিত লেবার কমিশনের একমাত্র বাঙালি মুসলিম সদস্য ছিলেন তিনি।

---

[১২] দৈনিক পাবনার আলো ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার ২০০২ ইং তারিখে পাবনার বিস্মৃত প্রায় রাজনৈতিক নেতা মৌলভী আজহার আলী কাদেরী শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত।

[১৩] মাওলানা মোঃ ইসহাক কর্তৃক বিবৃত যিনি সাবেক অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মত ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণে তিনি ছিলেন আপোষহীন ও সক্রিয় সদস্য। যদিও রোয়েদাদ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাপে শেষ পর্যন্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মৌলভী আজাহার আলী কাদেরী পাবনার পূর্ব অঞ্চল থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। চার বছর মেয়াদে নির্বাচিত হলেও, ১৯৪৬ সনে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত তিনিই দায়িত্ব পালন করে যান। ১৯৩৭-এ পাবনা থেকে এম,এল,এ-রা হলেনঃ এ,এম, আব্দুল হামিদ (পাবনা-পশ্চিম), আবদুল্লাহ্ আল মাহমুদ, উকিল, (সিরাজগঞ্জ উত্তর) আব্দুর রসিদ মাহ্মুদ উকি, (সিরাজগঞ্জ-দক্ষিন), মৌলভী আজাহার আলী, উকিল (পাবনা-পূর্ব) মোহাম্মদ বরাত আলী (সিরাজগঞ্জ মধ্য), নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, উকিল, (পাবনা-বগুড়া-সাধারণ), মধুসূদন সরকার, উকিল (পাবনা-বগুড়া-সাধারণ), ডাক্তার কছির উদ্দিন তালুকদার (পাবনা-বগুড়া-মুসলিম পল্লী)।

এম,এল,এ নির্বাচিত হওয়ার পর রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার সুবিধার্থে তিনি কলকাতায় লোয়ার সার্কুলার রোডে বাসা ভাড়া নেন এবং সপরিবারে সেখানে বসবাস করেন। রাজনৈতিক ভাবে শুরুতে কংগ্রেস করতেন। তারপর কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করেন। এই কর্মবীর জেলা পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৪৬-এ তিনি পাবনায় ফিরে আসেন এবং যথারীতি পাবনার জজ আদালতে ওকালতি পেশায় নিয়োজিত হন এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। বিশেষ করে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে সক্রিয় ভূমিকা পালনা করেন।[১৪]

পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনে মৌলভী আজাহার আলী কাদেরী তাঁর পঁচাত্তর বছর জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সাধাসিধা, সরল ও মিতব্যয়ী। তিনি ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতেন।[১৫] শিক্ষানুরাগের স্বাক্ষর হিসেবে তার শালগাড়িয়ার বাসভবনের একটি চারচালা ঘরে গ্রাম থেকে আসা দরিদ্র ছাত্রদের জায়গির রেখেছেন আমৃত্যু। তাঁর পীর সাহেব এর উরশ, হযরত বড় পীর (র.) এর ওফাত দিবস সহ চাঁদের ১২ তারিখে তিনি দোয়া মাহ্ফিল ও তবারক বিতরণ করেছেন। আরবী, পার্সী, বাংলা ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত মৌলভী আজাহার আলী পবিত্র কোরআনুল করীমের তাফছীর বয়ানে ছিলেন পারঙ্গম ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। মুসলমান আইনজীবীদের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতায় তিনি ছিলেন নিরলস, অকৃপন। বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন দাতা ও বিদ্যোৎসাহী।

---

[১৪] দৈনিক পাবনার আলো ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার ২০০২ ইং তে "পাবনার বিস্মৃত প্রায় রাজনৈতিক নেতা মৌলভী আজহার আলী কাদেরী শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত।

[১৫] জেলা আইনজীবী সমিতি, পাবনা ১২০ স্মারক- পৃঃ ৭৭, প্রকাশ কাল ৩১শে জানুয়ারী ২০০০ খৃঃ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে তিনি সমাজের খেদমত করে গেছেন। যেমন তাঁর জন্মস্থান সাতবিলা গ্রামে স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়া পাবনা শহরের সেন্টাল গার্লস, গান্ধি বালিকা বিদ্যালয়, পূর্ব রাঘবপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদান রয়েছে।[১৯] তার নামে আজাহর রোড নামে পাবনা শহরে একটি রোড রয়েছে।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। বর্তমান প্রজন্মের জন্য তার মত উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বিচক্ষণ, প্রাজ্ঞ, রাজনৈতিক, ধর্মীয় নেতার জীবনাদর্শ থেকে আহরনের ও অনুসরণের মত অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে।

আলহাজ শেখ এবাদত আলী

হিসাব রক্ষক গভর্নিং বডি

পাবনা আলীয়া মদ্রাসা।

আলহাজ শেখ এবাদত আলী (জন্ম ১৯০১সনে মৃত্যু ০৯/০৩/১৯৮২) পিতা মৃত্যু সোবহান আলী শালগাড়িয়া পাবনা। তিনি পাবনা জেলার আটঘরিয়া থানার ধলেশ্বর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯২১ সনে পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হতে আই কম পাশ করে পাবনা জেলা পরিষদের হিসাব রক্ষক হিসেবে কিছুদিন চাকুরী করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগ হতে সম্ভবত ১৯৩৪/৩৫ সন হতে আর,এম নামে (স্ত্রীর নাম রাবেয়া ও বোনের নাম মাহমুদা নামের অদ্যক্ষর নিয়ে) হোসিয়ারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করেন। মৃত্যু পর্যন্ত এই ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া কিছুদিন ঠিকাদারী ব্যসসাও করেন। কর্মজীবনের সাথে সাথে ইসলামের প্রচার প্রসার ও সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৭১ সন পর্যন্ত টেড এন্ড কর্মার্সের ১৫/২০ বছর সভাপতি ছিলেন। চাঁপা মসজিদে আবাসিক কোরানিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও ম্যানেজিং কমিটির বিভিন্ন গুরুত্ব পদে দায়িত্ব পালন করেন। পাবনা টি,বি ক্লিনিক এর জায়গা প্রদানের ব্যাপারে হোসিয়ারী মালিক সমিতিকে উদ্বুদ্ধ করেন ও জায়গা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করনে। ১৯৭০ সনে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের প্রধান সদস্য

---

[১৯] মরহুমের সেজো পুত্র এ্যাডভোকেট মোঃ জহির আলী কাদেরীর সাথে ব্যাক্তিগত সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

হন।[১৭] পাবনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ মনসুর আলী বিশ্বাস তাঁরই দিক নির্দেশনা ও একই সাথে ব্যবসা করে বিশিষ্ট ধনী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তিনি একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চিন্তাই কোন প্রোপার্টি করেন নাই। বর্তমানে তার দুইটি বাড়ী আছে। প্রথম স্ত্রী কোন সন্তান না হওয়াতে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। ব্যবসায় তার সহযোগিতায় ছিলেন তার ভাগনে কোন সন্তান না হওয়াতে সমুদয় সম্পত্তি ভাগিনাকে দিয়ে দেন। তিনি জীবনে দুইবার হজব্রত পালন করেন। প্রথমবার অসুস্থতার কারণে মদিনা শরীফ জিয়ারত করতে না পারায় দ্বিতীয় বার হজ্ব করেন। তিনি পাবনার নামী দামী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন বিধায় ১৯৫৬/৬০ সনে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাবনা আসলে মুষ্টিময় যে কয়েক জন লোকের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন তার মধ্যে মরহুম আলহাজ শেখ ইবাদত আলী একজন। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে তিনি নিজামী ইসলামী পার্টি করতেন। পরিণত বয়সে প্যারালাইসজড হয়ে বাক শক্তি হারিয়ে প্রায় দুই বছর শয্যাশায়ী থেকে ৯/৩/১৯৮২ তারিখে ইন্তেকাল করেন।[১৮] পাবনা সদর গোরস্থান আরিফপুরে তাঁকে দাফন করা হয়। উল্লেখ যে তিনি এই গোরস্থানের আজীবন সদস্য ছিলেন। ১৯৬০ সনের দিকে গোরস্থানের পুকুর খনন সহ নানাবিধ উন্নয়ন কাজের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন।[১৯]

মরহুম আলহাজ আব্দুল্লাহ প্রামানিক
সেক্রেটারী গভর্নিং বডি
পাবনা আলীয়া মদ্রাসা।

মরহুম আলহাজ আব্দুল্লাহ প্রামানিক (১৩০১/মৃত্যু ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) পিতা মরহুম মধু প্রামানিক উত্তর শালগাড়িয়া পাবনায় জন্ম গ্রহণ করেন। এ এলাকার আদী অধিবাসী অনেক জমিজমার মালিক ছিলেন। এক সময় শালগাড়িয়ার জমিদার তারক নাথ প্রামানিকের নায়েব ছিলেন। পরবর্তী কালে ব্যবসায়ী ও সমাজ প্রধান হিসেবে সুষ্ঠ বিচার কার্য সম্পাদন করতেন।[২০] তবে এই সমাজ সেবক ব্যক্তি নাম স্বাক্ষর ব্যতীত লেখাপড়া জানতেন না। তার পূর্ব অষ্টম পুরুষ পর্যন্ত সামাজিক বিচার আচার ও প্রধানী করতেন। তিনি নিজে পাবনা সদর থানার মালঞ্চী, দোগাছী, মালিগাছা, গয়েশপুর সহ অনেক ইউনিয়নে বিচার সালিশের জন্য দাওয়াতে যেতেন। ১৯৫৫ ইং সনে পাবনা পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। তিনি সামাজিক কমকান্ড, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার তথা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন

---

[১৭] আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম, একটি জনকল্যাণ মুখী সংস্থা। যাদের প্রধান কাজ হলো বেওয়ারিশ লাশ যত্নসহকারে দাফন করা। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার জনকল্যাণ মূলক কর্ম সম্পাদন করে থাকে। এর অনেক সদস্য রয়েছে। সদস্যদের নিজস্ব অর্থায়নে এ মহত কাজ সমূহ সমাধা হয়।

[১৮] তথ্য প্রদানকারী মোঃ আব্দুল গফুর খান, শালগাড়িয়া পাবনা। তিনি আলহাজ শেখ এবাদত আলীর ভাগিনা।

[১৯] মোনয়ার হোসেন জাহেদী অনন্ত ঘুমের দেশে, খৃ. ১৯৯৭ পৃ. ৭১

[২০] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে তাঁর উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি ১৯৩৪ সন হতে ১৯৭৬ সন পর্যন্ত দীর্ঘ ৪২ বছর পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সেক্রেটারীসহ গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করেন। প্রকারান্তে তাকে প্রতিষ্ঠাতা বললে অত্যুক্তি হবে না। এছাড়া তিনি ১৯৬৮ সনে উত্তর বংগের বৃহত্তম কওমী মাদ্রাসা জামেয়ায়ে আশরাফিয়া[২১] মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উত্তর শালগাড়িয়া জামে মসজিদের জমিদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা, আব্দুল্লাহ এবতেদায়ী মাদ্রাসার জমিদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা, চাপা মসজিদ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাগলদেরকে স্বযত্নে লালন করতেন। প্রায় ৮৪ বছর বয়সে এই জনহিতৈষী সৎ কর্মবীর ধার্মিক ব্যক্তি ১৩৮৩ মোতাবেক ১৯৭৬ সনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে ২ পুত্র ২ কন্যা ও ১ স্ত্রী রেখে যান। তার জেষ্ঠ পুত্র মোঃ আজিজুর রহমানও একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সাবেক পৌর কমিশনার ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সনে হজব্রত পালন করেন। ১৯৫২ সনের পর হতে সরকারকে রিফুজীদের দেবার জন্য ২৪ বিঘা ফরেষ্ট এর জন্য ৬ বিঘা ও স্বকায়রে ৮ বিঘা এভাবে ৩৩ টাকা বিঘা হিসেবে ৭২ বিঘা জমি বিক্রয় করেন। যার বর্তমান মূল্য প্রতি কাঠা এক লক্ষ টাকা।[২২]

হাজী আজিমুদ্দীন

হিসাব রক্ষক গভর্নিং বডি

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

মরহুম হাজী আজিমুদ্দীন (জন্ম ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৩ মৃত্যু ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮৩) পাবনা জেলার সদর থানার চর টুকুরিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে চক পৈলানপুর (নয়নামতি) পাবনা শহরে বাড়ী করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুদি ব্যবসা কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তার দোকান ছিল হাজী মহসিন রোডে বর্তমানে ছেলেরা এ ব্যবসায়রত আছেন। পেশাগত কাজের সাথে সাথে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তার ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তিনি চাঁপা মসজিদ ও আবাসিক কোরানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। উত্তর বংগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা কাজের সাথে জড়িত ছিলেন ও দীর্ঘদিন ক্যাসিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন। সে সময়ে মরহুম আব্দুল্লাহ প্রামানিক ছিলেন কমিটির সেক্রেটারী তিনি নিজ হাতে মাদ্রাসার কাজ করতেন। তাছাড়া বালিয়াহালট গোরস্থানের প্রতিষ্ঠাতা ও নয়নামতি উত্তরপাড়া মসজিদ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি

---

[২১] পাবনা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল সংলগ্ন একটি কওমী মাদ্রাসা, যা ১৯৬৮ সনে আবাসিক কোরানিয়া মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে কওমী মাদ্রাসার সর্বোচচ ডিগ্রী দাওয়রে হাদিস পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে জামেয়ায়ে আশরাফিয়াহ নামে বহুল প্রসিদ্ধ ও পরিচিত।

[২২] ২৩/১০/২০০২ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মরহুমের জৈষ্ঠপুত্র মোঃ আজিজুর রহমান হতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। সে সময়ে পাবনার যত আলিম ছিলেন তাদের সবার সাথেই অত্যন্ত হৃদতা ছিল। এমনকি ফুরফুরা পীর সাহেবদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল তার মুদি দোকান। তিনি এমনই উদার মনের লোক ছিলেন যে, তার দোকানই জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী সহ সকল ইসলামী দলের যোগাযোগের স্থান ও অফিস হিসেবে ব্যবহার হত। তিনি হাসি মুখে সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন। ১৯৮৩ সনের ৩রা ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। মৃত্যু কালে ৬ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে যান। ছেলেরা সবাই ব্যবসার সাথে জড়িত।[২৩]

আজহাজ্ব কফিল উদ্দিন আহম্মদ

সহ-সভাপতি গভর্নিং বডি

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

আলহাজ্ব কফিল উদ্দিন আহম্মদ জন্ম ১০ই মার্চ ১৯০১ মৃত্যু ১৩ই আগষ্ট ১৯৭১ ইং পাবনা জেলার একজন বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি। তাঁরই নামে কফিল উদ্দিন বিস্কুট ফ্যাক্টরী চালু হয়েছিল যা সর্বজন পরিচিত। বর্তমানে উক্ত ফ্যাক্টারী বন্ধ হয়ে আছে। তিনি অত্যন্ত সৌখিন ব্যক্তি ছিলেন। যার প্রমান তার বাড়ীতে তিনি হরিণ পোষতেন। তিনি একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের খাবারের সংকটের কথা শুনলে তাৎক্ষনিক সেই সংকট নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। ১৯৬৫ সন হতে ১৯৭০ সন পর্যন্ত পাবনা পৌরসভার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি দিলালপুর বাড়ীর পাশে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর বংগের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকর্মে সহযোগিতা করেন ও ১৯৪০ সনের পরে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বাহিনী ধরে নিয়ে যায় দোগাছি পিপড়ায় এবং তাকে মেরে ফেলে।[২৪]

মাওলানা কসিম উদ্দিন আহমেদ

সেক্রেটারী গভর্নিং বডি

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

পাবনার কৃতী পুরুষ পাবনা জেলা স্কুলের হেড মাওলানা কসিম উদ্দিন আহমেদ। তার সমুন্নত চরিত্র মহিমা গভীর দেশপ্রেম ও তীব্র আত্মশক্তির প্রেরণায় পাবনার মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ার ১৯১৭ সনের ২রা মার্চ বাবা মায়ের তৃতীয় সন্তান হিসেবে তাঁর জন্ম হয়। পরিবারে কঠোর শাসন ও শৃংখলা ছিলো। যদিও অজপাড়াগায়ে জন্ম তথাপি

---

[২৩] ০৭/১১/২০০২ ইং তারিখে মরহুমের জেষ্ঠ পুত্র মোঃ আব্দুল মালেকের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[২৪] ০১/০৭/২০০১ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মরহুমের জৈষ্ঠপুত্রের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

হাতে তার কলম উঠেছিলো খুব অল্প বয়সেই। ছাত্র জীবন তার কেটেছে তালগাছি মাইনর ইংলিশ স্কুল, সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা এবং পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। ১৯৩৪ সালে সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে ফাজিল ১৯৩৬ সনে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে টাইটেল এবং ১৯৩৯ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আই,এ পাশ করেন। তারপর তিনি দিনাজপুর জেলা স্কুলে সেকেন্ড মাওলানা পদে যোগদান করেন এবং তিন বছরের মধ্যে হেড মাওলানা পদে একই স্কুলে পদোন্নতি হয়। অবিভক্ত দার্জিলিং সরকারী বিদ্যালয় ও জলপাইগুড়িতেও তার চাকুরী জীবন কিছু দিনের জন্য কেটেছে। ১৯৪৮ সালে পাবনা জেলা স্কুলে হেড মাওলানা হিসেবে তিনি যোগদান করেন। তখন থেকেই শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়া সমাজের উৎসাহী ব্যক্তিদের তিনি সহযাত্রী করে, যুক্ত করেন নিজের শ্রম এবং মেধা, সবকিছুর সম্মিলিত শক্তিতে সংগঠন সচল ও কর্মমুখী হয়ে ওঠে। আর্থমানবতার সেবায় হেডমাওলানা করেন নিজেকে উৎসর্গ। তাঁর মানবতা ও সমাজ সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন পাকিস্থান সরকার 'তমঘায়ে খেদমত' খেতাবে ভূষিত করেন। শিক্ষার ব্যাপারে হেড মাওলানার অনুরাগ ছিল অপরীসীম। পাবনা শহরের ইসলামিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা (বর্তমানে সরকারী বুলবুল কলেজ) সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি আরোও ছিলেন পাবনা নৈশ বিদ্যালয় ও মাধপুর মহাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী, তিনি পৃথক ভাবে কোন মক্তব মাদ্রাসা গড়ার উৎসাহ দেখাননি। সাধারণ বিদ্যালয়েই ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা অর্ন্তভুক্ত রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। পাবনা প্রেস ক্লাব, গোপালপুর নাইট স্কুল, প্রভাতী পরিষদ, মিতালী কচিকাচার মেলা, নারী কল্যাণ সমিতি, টিবি এ্যাসোসিয়েশন, খেদমতগার সংঘ, পাবনা মহিলা কলেজ (বর্তমানে সরকারী মহিলা কলেজ) মাওলানা কছিম উদ্দিন স্মৃতি উচচ বিদ্যালয়, জালালপুর পাবানা, মাওলানা কছিম উদ্দিন স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক অবদানের স্বাক্ষর বহন করে। এছাড়া পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির মুলে হেড মাওলানার অশেষ ভূমিকা ছিল।[২৫] ১৯৫৬ সনে পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা আবদুস সুবহান যখন মাদ্রাসার হেড মাওলানা তখন মাওলানা কছিম উদ্দিন ছিলেন পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী।[২৬]

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা ও পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষা প্রাপ্ত এই মানুষটি সারা দেশে স্কাউট শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। স্কাউটিং এ তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ক্লাব স্কাউটের মিলন মেলা, ফুটবলের জমজমাট আসর কিংবা পাবলিক লাইব্রেরীর সাহিত্য সভা, সিভিল

---

[২৫] "দৈনিক প্রথম আলো" ২৮শে জুন ২০০১ 'পাবনার মুকুটহীন সম্রাট হেড মাওলানা কছিম উদ্দিন আহমেদ' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে সংগৃহিত।

[২৬] ১১/০৪/২০০২ তারিখে মাওলানা আবদুস সুবহানের সাথে গবেষক কর্তৃক ব্যাক্তিগত সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ডিফেন্স, সবখানে ছিলো মাওলানার সরব উপস্থিতি। তিনি পাবনা বয়েস স্কাউট এ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্য ছিলেন।[২১]

রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি মাওলানা কছিম উদ্দিন যদিও এখনকার প্রজন্মের বিশ্বাস হবে না তথাপিও সে সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষে পাবনার রাজনৈতিক দলগুলো এবং জেলা প্রশাসন তার স্বরনাপন্ন হতো। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর পাবনায় কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। মাওলানা কছিম উদ্দিন সাহেবের অক্লান্ত প্রয়াশে হিন্দু-মুসলমান নেত্রীবৃন্দের সদ্দিচছার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আহমেদ রফিক আততায়ীর হাতে নিহত হলে পাবনায় সহিংসতার সৃষ্টি হয়ে কয়েকজন নিহত হয়েছিল। মাওলানা সাহেবের নেতৃত্বেই সে দিন সহিংসতা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল।

পাবনা জেলা স্কুলের হেড মাওলানার নেতৃত্বে ১৯৭১ এর মার্চে পাকিস্থানীদের আক্রমন প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপিত হয়। তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যুবকরা মাতৃভূমির প্রতি আত্মোৎসর্গে উৎসাহী হন। ২৫ মার্চের দিনগত রাত্রে পাকিস্তানী সেনারা দেশের অন্যান্য জায়গার মতো পাবনায়ও ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাবনাবাসীর প্রতিরোধের মুখে পাবনা মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রশাসন চালু হয়। এই প্রশাসনে হেড মাওলানার ভূমিকা মনে রাখার মতো, তখন পাবনা ১১ দিন মুক্ত ছিল। তারপর পাকসেনা শক্তি প্রয়োগ করে পাবনা দখল করে নেয়। তিনি সপরিবারে শাহজাদপুরের ডিগ্রিচরে আশ্রয় নেন। ১৯৭১ সনে জুনের ১০ তারিখে শহর থেকে ২৩ কিঃ মিঃ পূর্বে পাবনা নগরবাড়ী মহাসড়কের মাধপুর নামক স্থানে তার চোখ বেঁধে পাক সেনারা উপস্থিত হয়। কিছু লোকজনকে ধরে এনে ওরা একটি বাগানের মধ্যে কবর খোঁড়ে। তারপর মাওলানাকে কবরের মধ্যে নামিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় গুলি করে মাটি চাঁপা দিয়ে পাকসেনারা চলে যায়।

অন্যমতে, তিনি শাহজাদপুর ডিগ্রিচর আশ্রয় গ্রহণের কিছুদিন পর পাকসেনাদের সহায়তাকারী দালালরা মাওলানা সাহেবকে নির্ভয়ে কাজে যোগদানের কথা বললে শাহজাদপুর থেকে এসে কর্মস্থলে যোগ দেন তিনি। একদিন বাসযোগে শহরের বাইরে যাওয়ার পথে লস্করপুর নামক জায়গায় বাস থামিয়ে তাঁকে ধরা হয়। সেদিন ছিলো ৩রা জুন ১৯৭১।

---

[২১] 'দৈনিক প্রথম আলো' ২৮শে জুন ২০০১ ইং "পাবনার মুকুটহীন সম্রাট মাওলানা কছিম উদ্দিন আহমদ" শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর হাতে যারা বন্দি হয়েছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। পাক বাহিনীর দালালদের মধ্যে কিছু দালাল তার বন্ধু ছিল শোনা যায় এদের আহবানেই মাওলানা কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তাদেরকে অনুরোধ করা হলো মাওলানাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য কিন্তু কোনো কাজই হলো না। জুনের ১০ তারিখে পাবনার আতাইকুলা মাধপুরে তাকে চোখ বেঁধে আনা হয়। পাকহানাদাররা কিছু লোকজনকে ধরে এনে তাদের দিয়ে আতাইকুলা-মাধপুর আমেনা খাতুন কলেজ সংলগ্ন বাঁশঝাড়ে কবর খোঁড়ে। পরে মাওলানাকে কবরের মধ্যে নামিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় গুলি করে মাটি চাপা দিয়া হয়। পাকহানাদাররা চলে যাওয়ার পর সাহসী কিছু যুবক মাটি সরিয়ে দেখে মাটি চাপা দেয়া ব্যক্তি তাদের প্রিয়মুখ হেড মাওলানা কসিম উদ্দিন। কেউ চিনতে দেরী করলোনা। পড়ে আছেন নীরব, নিস্তব্ধ, প্রাণহীন দেহ নিয়ে পাবনার সুপরিচিত হেড মাওলানা। যিনি এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। সবাই জানলো মুকুটহীন সম্রাট রাজ্য হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মাটির কোলে। ১৯৭০ এর ১০ জুন হেড মাওলানা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে পাবনার বিপ্লবী বীর হিসেবে পরম গৌরব মন্ডিত এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিলেন। অগ্নি অক্ষরে তারই হাতে রোপিত কলেজের মৃত্তিকায় নিজেকে সমর্পিত করে তিনি যে জীবনের কাহিনী রচনা করে গেলেন, শৌর্যে ও বীর্যের মহিমায় তা প্রদীপ্ত। আত্মত্যাগ ও কর্মসাধনার দীপ্তিতে সমুজ্জল। অতুলনীয় দেশপ্রেমের গৌরবে মহীয়ান। রাজাকার, দালাল, আল বদর তথাকথিত শান্তির নামে অশান্তি বাহিনীর অজস্র মিথ্যা প্রচারনা হেড মাওলানার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও ভাস্বর প্রতিভাকে কলঙ্কিত করতে প্রয়াস পেয়েছিল, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত পাবনাবাসী সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। তার বীরত্বের খ্যাতি এখন পাবনার দিকে দিকে কথিত হয়। প্রতি বছর জুনের ১০ তারিখে মাওলানা পরিশুদ্ধ অগ্নিশিখা হৃদয়ে হৃদয়ে স্থাপিত হয়। এ শিখা কোনদিন নিভে যাবার নয়।[২৮] মৃত্যুকালীন মাওলানার ৪ ছেলে ও ২ কন্যা সন্তান রেখে যান ছেলেও মেয়েরা সবাই উচচ শিক্ষিত ও সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত।[২৯]

আব্দুল হামিদ
সদস্য গভর্নিং বডি, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

আব্দুল হামিদ এম,এ এল এল বি (মৃত্যু ০৬/০৬/১৯৮৭) পিতা মৃত্যু আছিফুদ্দীন আকন্দ শালগাড়িয়া থানাপাড়া, পাবনা। জন্ম সাঁথিয়া থানার নাকডেমরা গ্রামে। সিরাজগঞ্জ হাই মাদ্রাসা থেকে আই,এ এবং এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হতে বি,এ পাশ করে। আরবী ও ইসলামী স্টাডিজে এম,এ এবং উর্দ্দুতে প্রিভিয়াস পাশ করেন। তিনি যখন এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র তখন কলেজের

---

[২৮] দৈনিক মাতৃভূমি ১০ই জুন বৃহস্পতিবার ১৯৯৯ ২৭ জৈষ্ঠ ১৪০৬ ফিচার কলামে আজ পাবনার মুকুটহীন সম্রাট হেড মাওলানার ২৯ তম মৃত্যু দিবস শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত।

[২৯] মাওলানার মেজো ছেলে শিবলীর সাথে গবেষকের ব্যাক্তিগত সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

কোন মসজিদ ছিল না। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আব্দুল হামীদ সাহেবের নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় ছাত্র সংসদ হতে বের হয়ে জোহরের নামাজে যাবার পথে শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হকের নিকট এ্যাডওয়ার্ড কলেজে মসজিদ প্রতিষ্ঠার দাবী করেন। তারই ফলশ্রুতিতে অবিলম্বে এ্যাডওয়ার্ড কলেজের মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০] দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি কলিকাতা ক্যাথেড্রেল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করনে। ১৯৬৩ সন হতে এ্যাডওয়ার্ড কলেজে আরবী বিভাগে অধ্যাপনা করতে থাকেন। এছাড়া তিনি পাবনা শহরের কাজী ও ম্যারেজ রেজিষ্টার ছিলেন। নিজ থানায় মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তার পুত্র মোঃ আব্দুল রশিদ লেবু একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তিনি একজন সৎ ও সমাজকর্মী ও সংগ্রামী লোক ছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি নেজামে ইসলামী পার্টি করতেন। ১৯৫৪ সন যুক্ত ফন্টের[৩১] পক্ষ হতে সংসদ নির্বাচন করেন। ও ১৯৬৪ সনে সতন্ত্রভাবে সংসদ নির্বাচন করেন। ১৯৬৪ সনে উত্তর বংগের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি সদস্য ছিলেন। বেশ কয়েক বছর কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরীজীবনের শেষের দিকে এ্যাডওয়ার্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩২] ০৬/০৬/১৯৮৭ সনে জনাব আব্দুল হামীদ ইন্তেকাল করেন।

মোঃ আজিজুর রহমান

যুগ্ম সেক্রেটারী গভর্নিং বডি

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

মোঃ আজিজুর রহমান জন্ম ১৩৪০ বাংলা ১৯৩৩ ইং ২৮শে ফাল্গুন। মোঃ আজিজুর রহমান ১৯৩৩ সনের এক শুভ মুহূর্তে উত্তর শালগাড়িয়া পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪২ হতে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত রাধানগর জুনিয়র মাদ্রাসায় পড়া লেখা করেন। ১৯৫১ সনে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখার পর প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ করে ঠিকাদারীর মাধ্যমে কর্ম জীবন শুরু করেন। তাছাড়া পাবনা শহরে তাঁর রয়েছে ৪/৫ টা দোকান ও পিতার রেখে যাওয়া রয়েছে অনেক জমিজমা। তিনি কর্ম জীবনের সাথে সাথে নানা রকম সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ডের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। যেমন ১৯৬৫ সন হতে ১৯৭০ ও ১৯৮২ ইং

---

[৩০] মনোয়ার হোসেন জাহেদী, অনন্ত ঘুমের দেশে, প্রকাশক এস,এম আব্দুল্লাহ ওয়াছী রবি, প্রকাশ কাল ভাদ্র ১৪০৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ পৃ.৫০।

[৩১] যুক্তফন্টঃ পশ্চিম পাকিস্থানের জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্থানের আওয়ামীলীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী, গণতন্ত্রী দল খেলাফতে রব্বানী পার্টি সম্মিলিত ভাবে ১৯৫৪ সনে যে বিরোধী শক্তি গঠন করে তাকে যুক্তফন্ট বলে।

[৩২] ০২/০৪/২০০২ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেব এর সাথে সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

হতে ১৯৯২ পর্যন্ত পাবনা পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার, ১৯৬৮ সন হতে উত্তর শালগাড়িয়া জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী উত্তর শালগাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ও পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত আব্দুল্লাহ এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৭৫ সন হতে অদ্যাবধি শালগাড়িয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের সভাপতি, ১৯৮১ সন হতে পাবনা সেন্টাল গার্লস স্কুলের মেনেজিং কমিটির সদস্য ও বর্তমানে সহ সভাপতি এবং এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুরু থেকে সভাপতি, ১৯৭১ সন হতে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত শালগাড়িয়া গোরস্থান ও ঈদগাহ মাঠের সভাপতি, বর্তমানে পূর্ব শালগাড়িয়া ঈদগাহ ও মসজিদ কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ প্রবীন হিতৈষী সংস্থা ৯৪তম সদস্য ১৯৬৮ সন হতে জামেয়ায়ে আশরাফিয়া মাদ্রাসার সদস্য, প্রাক্তন মহিমচন্দ্র ভুবলী হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সদস্য। তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার ১৯৭৬ সন হতে ১৯৮৮ সন পর্যন্ত যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন এবং তার আমলেই পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার তৃতীয় তলা ভবনের কাজ সম্পাদন হয়। এতগুলো প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকেও তিনি সামাজিক নানাবিধ বিচার ফয়সালা করেন।[৩৩]

আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট জহির আলী কাদেরী

সেক্রেটারী গভর্নিং বডি
পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট জহির আলী কাদেরী পাবনা শহরের শালগাড়িয়া পিত্রালয়ে ১৯৩৪ সনের ৭ই ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আজহার আলী কাদেরী, প্লীডার বি,এ,বি,এল, ৪ বছর বয়স থেকে বাড়ীতে যাবতীয় শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব শুরু করেন ও ১৯৪১ সন পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। ১৯৪১ সন হতে ১৯৪৬ পর্যন্ত কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা (ইংরেজী মাধ্যম) ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ১৯৪৭-১৯৫১ পর্যন্ত পাবনা জেলা স্কুলে অধ্যায়ন করেন ও ১৯৫১ সনে ২য় বিভাগে এস,এস,সি পাশ করেন। ১৯৫১ সন হতে ১৯৫৫ সন পর্যন্ত পাবন এ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ পাবনায় পড়ালেখা করেন ও আই কম ২য় বিভাগ ও বি কম ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাছাড়া ছাত্র জীবনের প্রধান দায়িত্ব অধ্যয়নের পাশাপাশি মুকুল ফৌজ, বয়েজ স্কাউট ও পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ড (পিএনজি) নামে ২টি ট্রেনিং সমাপ্ত করেন। তাঁর সখের কাজের মধ্যে ডিবেট, রচনা প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, পিকনিক, বই পড়া, সমাজ সংস্কার মুলককাজ ইত্যাদি।

---

[৩৩] ০৯/১১/২০০২ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মোঃ আজিজুর রহমান সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরী জীবনঃ- ১৯৫৭-১৯৬২ পর্যন্ত ষ্টেশন অফিসার ইষ্ট পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস ও ইন্সট্রাক্টর লোকাল জেনারেল ইন্সট্রাক্টর, সিভিল ডিফেন্স ঢাকাতেও সরকারী চাকুরী করেন। সরকারী চাকুরীতে মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়া উপলব্ধি পূর্বক চাকুরী হতে স্বইচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এরপর ১৯৬৩ সন হতে ১৪-০৪-১৯৬৮ পর্যন্ত তেঁজগাও পলিটেকনিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন ও চাকুরী মর্যাদাহানীকর মনে করে পদত্যাগ করেন ১৫/০৪/১৯৬৮ হতে ৩১/০৮/১৯৭১ ইং পর্যন্ত জেমস ম্যাকি এ্যান্ড সন্স লিঃ ঢাকা এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এরপর স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ফার্মটি গুটিয়ে নেয়াতে আইন কলেজে ভর্তি হয়ে অধ্যায়ন করেন এবং ১৯৭৩ সনে এল,এল,বি পাশ করেন। এল,এল,বি পাশ করে ০৬/০৭/১৯৭৪ তারিখে এনরোলমেন্ট প্রাপ্তি হতে ঢাকা ও পাবনা জেলা বার সমিতিতে আইন পেশায় কর্মরত আছেন।

রাজনৈতিক জীবনঃ- ১৯৭৪ সনে হতে আইন পেশার সাথে সাথে সক্রিয় ভাবে রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৮১-১৯৮৩ পর্যন্ত ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদ পাবনা এর সাধারণ সম্পাদক ও উপদেষ্টা নতুন বাংলা যুব সংহতি, পাবনা। ৮৩-৮৫ সাধারণ সম্পাদক জনদল পাবনা, জেলা শাখা, পাবনা। ১৯৮৬-৮৮ সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় পার্টি, পাবনা জেলা শাখা পাবনা। ৮৮-৯১ সভাপতি জাতীয় পার্টি, পাবনা জেলা শাখা, পাবনা, তাছাড়া ১৯৮৮ সনে জাতীয় পার্টি হতে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে পাবনা ৫ আসন হতে নির্বাচণ করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে আইনজীবীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন পাবনা জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতির পাবনার এর গুরুত্বপুর্ন ও প্রধান দায়িত্ব পালন করেন। যেমন ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সনে যুগ্ম সম্পাদক (উন্নয়ন) ০৮/০১/১৯৯০ হতে পাবলিক প্রসিকিউটর (পি,পি), ১৯৯৪-৯৫ সহ সভাপতি ১৯৯৯-২০০১ পর্যন্ত সভাপতি জেলা এ্যাডভোকেট বার সমিতি পাবনা। রাজনীতি ও বার কর্মকর্তা হিসেবে নিজ চেতনা ও চিন্তায় সর্বদাই পাবনার বার ও পাবনাবাসীর ঐতিহ্য, ঐক্য, স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্নে আপোষহীন ভাবে নিবেদিত ছিলেন।

সামাজিক ও জনহিতকর কর্মকান্ড (অতীত)

জনাব জহির আলী কাদেরী পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে অতীতে অনেক সামাজিক ও জনহিতকর কর্মকান্ডে অবদান রেখেছেন। নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান সমুহে তিনি অবদান রেখেছেন। পাবনা আমিন উদ্দিন আইন কলেজের[৩৪] অবৈতনিক প্রভাষক, পাবনা জেলা কারাগার পরিদর্শক ১৯৮৭-১৯৮৮, উপদেষ্টা

---

[৩৪] আমিন উদ্দিনঃ পাবনা জেলার অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তি মুহাম্মদ আমিন উদ্দিন, জন্ম ১৯২১ সনে নাটোর জেলা লালপুর থানার গৌরিপুর গ্রামে। পিতার নাম আলহাজ হারুন অর রশিদ। ১৯৫৩ সনে সরাসরি রাজনীতি শুরু করেন এবং আমৃত্যু

Dhaka University Institutional Repository

কাফেলা সমাজ কল্যাণ সংস্থা, পাবনা, সানরাইজ মন্টেশ্বরী এন্ড কিন্ডার গার্টেন পাবনা, আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম, পাবনা বাংলাদেশ, লিগ্যাল রাইটস এসোসিয়েশন (ক্লারা) পাবনা, জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থা, পাবনা, হাজী ফাউন্ডেশন পাবনা, সন্ধানী ভোলার ক্লাব, পাবনা, সমন্বয় অন্ধ শিক্ষা প্রকল্প, পাবনা।

সভাপতিঃ- অন্যান্য সমাজ কল্যাণ সংস্থা, পাবনা রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব চার্টার্ড সদস্য, হিউম্যান রাইটস এন্ড মনিটরিং সেল, পাবনা।

সহ-সভাপতিঃ- বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, পাবনা।

যুগ্ম সভাপতিঃ- ল্যান্ড মর্গেজ ব্যাংক পাবনা, কচি কণ্ঠের আসর পাবনা, অন্যান্য সমাজ কল্যাণ সংস্থা, পাবনা। গায়েশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাবনা। শহীদ ফজলুল হক, পৌর উচচ বিদ্যালয়, পাবনা। সেক্রেটারী নাটাব পাবনা, বাংলাদেশ প্রবীন হিতৈষী সংঘ, পাবনা। কার্য্যকরী পরিষদ সদস্য, হোমিও প্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল, পাবনা। পাবনা নাইট কলেজ, পাবনা। মুক ও বধির বিদ্যালয় পাবনা। সূর্যমুখী মাতৃমঙ্গল সংস্থা, পাবনা। বিএভিএস পাবনা। শিশু একাডেমী পাবনা, পাবনা। জেলা পরিষদ (মনোনীত) পাবনা ১২/১০/১৯৮৮ বিদ্যুৎ গ্রাহক সেবা সমিতি, পাবনা জেলা আইন শৃংখলা উন্নয়ন কমিটি, পাবনা। জেলা পুস্তক বাছাই ও ক্রয় কমিটি, পাবনা। দি পাবনা কো-অপারেটিভ ল্যান্ড মরগেজ ব্যাংক লিঃ পাবনা।

সদস্য:- এফ,পি,এ,বি পাবনা, ষ্টেশন ক্লাব, পাবনা। আইন শৃংখলা উন্নয়ন কমিটি, পাবনা। পরিচালক স্বাস্থ্য ক্যাম্প, চক্ষু শিবির, রিলিফ ক্যাম্প, নৈশ বিদ্যালয়, দাতা সদস্য পূর্ব রাঘবপুর, বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাবনা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ করতেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন। তিনি নিজেকে একজন আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পাবনা আইন কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমৃত্যু এর অবৈতনিক প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ আইন কলেজের নাম করণ করা হয় শহীদ আমিন উদ্দিন আইন কলেজ। (যা বর্তমানে পাবনা শহরের রূপকথা সড়কে অবস্থিত) তাছাড়া শহীদ আমিন উদ্দিন পাবনা মহিলা কলেজ বর্তমানে সরকারী মহিলা কলেজ ও বুলবুল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়া ১৯৬৭ সনে ঐতিহাসিক ভুট্ট আন্দোলন নেতৃত্ব দেন। ১৯৭০ সনে আওয়ামী লীগ থেকে পূর্ব পাকিস্থান আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সনে ২৬ মার্চ রাতে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে ২৯ শে মার্চ পর্যন্ত বিসিক শিল্প নগরী পাবনার একটি প্রকোষ্ঠে আটক রেখে নির্যাতন করে এবং গুলি করে হত্যা করে। (জেলা আইনজীবী সমিতি, পাবনা ১২০ স্মারক প্রকাশ কাল ৩১ জানুয়ারী ২০০০ খৃ। পৃঃ ২৮।)

Dhaka University Institutional Repository

সেমিনার ও কনফারেন্সঃ ন্যাশনাল সেমিনার অন হিউম্যান রাইটস এন্ড রুল অব ল ন্যাশনাল সেমিনার অন লিগ্যাল এইড অন হিউম্যান রাইটস, ন্যাশসনাল সেমিনার অন জেন্ডার পলিসি, সেমিনার অন ফেয়ার ইলেকশন এন্ড ডেমোক্রেসি, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগনের সর্বোচ্চ ইতিবাচক অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করন হেলফ কেয়ার এজেন্ট।

সামাজিক ও জনহিতকর কর্মকান্ড (বর্তমান)ঃ-

জনাব আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট জহির আলী কাদেরী বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সমুহের সভাপতিসহ বিভিন্ন প্রকার দায়িত্বপুর্ণ পদে থেকে সামাজিক ও জনহিতকর কর্মে অবদান রাখছেন। বাংলাদেশ প্রবীন হিতৈষী সংঘ, পাবনা। লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট (ব্লাষ্ট) পাবনা। পূর্ব রাঘবপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাবনা, রোকেয়া মাদ্রাসা শিবরামপুর, পাবনা।

সহ-সভাপতিঃ- অনন্য সমাজ কল্যাণ সংস্থা, পাবনা। কার্যকরী সদস্য বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ) পাবনা।

আজীবন সদস্যঃ- অনন্য সমাজ কল্যাণ সংস্থা পাবনা জাতীয় নীরোধ সমিতি, পাবনা। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, পাবনা ইউনিট। রাইফেলস ক্লাব, পাবনা শাখা। বাংলাদেশ প্রবীন হিতৈষী সংঘ, পাবনা। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম, পাবনা শাখা। রোকেয়া মাদ্রাসা, শিবরামপুর, পাবনা।

কেন্দ্রীয় সদস্যঃ- বাংলাদেশ জাতীয় আইনজীবী সমিতির (১২/০১/৯২) তারিখ হতে কেন্দ্রীয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা

পেশাগত দায়িত্ব, সামাজিক ও জনহিতকর কর্মকান্ডের সাথে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান রয়েছে। যেমন- তিনি উত্তর বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবনা, আলীয়া মাদ্রাসার কার্যনির্বাহী কমিটি সেক্রেটারী ছিলেন এবং তিনি অনিয়ম ও দূর্নীতির কারণে অধ্যক্ষ ছদরুদ্দীন আহমাদ কে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন। তিনি ৮৮-৯০ পর্যন্ত সেক্রেটারী দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া রোকেয়া মাদ্রাসা, শিবরামপুর পাবনা এর সভাপতি হিসাবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।[৩৩]

---

[৩৩] ১৩/০৫/০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

রফিকুল ইসলাম বকুল

উপদেষ্টা গভর্নিং বডি,
পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

রফিকুল ইসলাম বকুল, পিতা নজিবর রহমান, মাতা রাবেয়া খাতুন। দাদার বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার চিথুলিয়া গ্রামে। ১৯৪৯ সালের ২৯শে জুন পাবনা শহরের দিলালপুরে তাঁর নানা মৌলভী কাজেম উদ্দিন মোখতারের বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯৬৬ সনে পাবনা জেলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হন ও উচচ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর ১৯৭৪ সনে শহীদ বুলবুল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে ডিগ্রী পাশ করেন ও প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা এ পর্যন্ত শেষ করেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু, হকি, বাস্কেট, কাবাডি সহ প্রতিটি খেলায় দারুন নৈপুণ্যতার ছাপ রেখেছেন। তিনি ৬৬-৬৭ সালে এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র-সংসদের ব্যায়ামাগার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে কলেজ ক্রীড়াংগনের ভাবমূর্তি সমুজ্জল রাখতে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। ৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান বডি বিল্ডার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সকলের দৃষ্টি কাড়েন। পাবনা জেলার নাট্য অংগণেও তার ছিল উল্লেখ করার মত পৃষ্ঠপোষকতার ছাপ।

পড়ালেখা শেষ করার পর তিনি ঠিকাদারী ব্যবসাকে জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। তাছাড়া কিছুদিন চামড়ার ব্যবসা ও করেছেন।[৩৩] ১৯৮১ সনে শহরের রাধানগরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রীর নাম বেগম নাসিমা ইসলাম ব্যক্তিজীবনে তিনি ১ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তানের জনক। দুজনই কলেজ পর্যায়ে, পড়ালেখা করছে।

রফিকুল ইসলাম বকুলের ৫২ বছর নীতিদীর্ঘ জীবনের সিংহভাগ রাজনীতিতে কেটেছে। ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর রাজনীতি শুরু হয়। পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উচচ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যায়ন কালে কলেজ শাখার ছাত্র লীগের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া ১৯৬৬-৬৭ সনে এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ব্যায়ামাগার সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়ে কলেজ ক্রীড়াংগনের ভাবমূর্তি সমুজ্জল রাখতে সফল ভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

---

[৩৩] ১৬/০৭/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক রফিকুল ইসলাম বকুলের ভাই মোঃ সাইফুল ইসলাম (লটন) এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রজীবন শেষ করে জাতীয় রাজনীতিতে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭১ সনে মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহীনির প্রধান হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৭১ এর ২৩শে মার্চ পাবনা টাউন হল ময়দানে পাকিস্থানী পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গোড়ে তোলেন সশস্ত্র প্রতিরোধ। যোগ্যতার বলে পাবনা সিরাজগঞ্জের মুক্তি বাহিনীও মুজিব বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসীম বীরত্বে কথা এ জনপদের মানুষ যুগ যুগ স্বরণ করবে।[৩৭]

পাবনার উত্তাল রাজপথে বার বার প্রমান করেছেন বকুল পাবনার বকুল পাবনাবাসীর। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নগরবাড়ীতে জনসভা করলে সেখানে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বক্তব্য দেন তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধাও মুজিব বাহিনীর প্রধান রফিকুল ইসলাম বকুল।

১৯৭২ সনে পাবনা জেলা শ্রমিক লীগ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সময়ে পাবনা জেলা কৃষকলীগ গঠনে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কৃষকলীগ গঠনও কৃষকদের সুসংগঠিত করেন। ১৯৭৩ সনে জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে ৭৮ সন পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৯৩ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানের মাধ্যমে পাবনা জেলা আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করেন। ও ১৯৮৬ সনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে পাবনা ৫ আসনে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁর বিশ হাজার অনুসারী নিয়ে বি,এন,পিতে যোগদান করেন। তিনি তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতায় বি,এন,পিকে তৃণমুল পর্যায়ে সংগঠিত করেন এবং ১৯৯৬ সালে ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংসদে পর পর ২বার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনিত প্রার্থী হিসেবে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জেলা বিএনপির আহবায়ক এবং পরবর্তীতে সভাপতির দায়িত্ব পান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সততা ও নিষ্ঠার সাথে জাতীয় সংসদ সদস্য এবং জেলা বিএনপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখেন। দীর্ঘ ৩ দশকের পাবনার রাজনীতিতে জনাব বকুলের উপস্থিতি ছিল উজ্জল। একজন দক্ষ সংগঠক, নেতা, কখনও মাঠ পর্যায়ে কর্মী। তিনি নিজেই নিজেকে পাবনার রাজনীতির প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাড় করাতে সক্ষম হন। পাবনার প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে বকুল ভাই জেলার রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের কাছে "গুরু" হিসেবে সমধিক পরিচিতি। এমনকি অনেক জেলার সংসদ সদস্যও তাকে "গুরু" বলে সম্বোধন করতেন। এই গ্রহণযোগ্যতা একদিনে তৈরী হয়নি জন্ম গ্রহণ থেকে শুরু করে দিন বদলের পালার সাথে সাথে হাত ধরে এটি অর্জন করতে হয়েছিলো বকুলকে।

---

[৩৭] পাবনা জেলা শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত সঙ্কলন নামক একটি সাময়িকীতে "আমার মুক্তিযুদ্ধ" শীর্ষক প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত যাহা ২০০২ সনে নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা যুদ্ধে বনে বাদাড়ে জেলায় সাথেই শুধু নয়। স্বাধীন দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বহুবার নির্যাতিত হয়েছেন বকুল। সামরিক সরকার ১৯৮২ সালে বন্দী করে অমানুষিক নির্যাতন চালায় তাঁর উপর। এই সেদিনও ১৯৯৬ সালের ৩রা এপ্রিল আব্দুল হামিদ রোডে পুলিশের লাঠি চার্জে মারাত্মক আহত হন। পাবনার রাজনৈতিক আন্দোলনের জলন্ত পুরুষ রফিকুল ইসলাম বকুল। প্রতি বছর ১৬ দিসেম্বর ও ২৬ মার্চ নিজের পরিবারের সাথে যেন বকুলের কোন সম্পর্ক থাকত না। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সাথে কাটাতেন। বিশিষ্টি এই মুক্তি সেনা ভিন্নমত ও রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী প্রতিটি নেতা কর্মীর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক ছিল। একজন সাহসী মুক্তি যোদ্ধা হিসেবে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রুপসা থেকে পাথুরিয়া প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতা বকুল নামের সাথে পরিচিত।

সময় বদলের পালায় অনেকের জীবন যাত্রার পরিবর্তন হলেও বকুল যেন একই ভাবে তাঁর জীবন প্রবাহ ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন ও একজন সৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে জনপ্রিয়তা ছিল বিধায় তিনবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।[illegible]

এই বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ডে অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। যেমন তার ব্যবস্থাপনায় পাবনার অনেক দরিদ্র সন্তানের খাৎনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁর একান্ত ইচছা থেকে পাবনা জেলা স্কুলে ঈদের জামায়েতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যে ধারা এখনও অব্যাহত আছে। পাবনার যুব সমাজকে সামাজিক অবক্ষয় থেকে দুরে রাখতে গঠন করেছিলেন সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কমিটি। তাঁর নেতৃত্বে পাবনার আব্দুল হামিদ সড়কে গড়ে উঠেছে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।

১৯৮৬ সনে তিনি পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার কার্যনির্বাহী কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন।[illegible] তাছাড়া বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন, পদ্মা প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর ক্লাব, সাহারা ক্লাব, নজিবর রাবেয়া উচচ বালিকা বিদ্যালয়, ফখরুল স্মৃতি সংঘ, চিথুলিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, প্রাক্তন খেলোয়ার উন্নয়ন সমিতি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা কর্মে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর ৭ দিন পূর্বে ০৩/১১/২০০০ ইং তারিখে মুক্তির কাফেলা নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তিনি ঘোষণা দেন যে অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, শিক্ষা, দারিদ্রতা হতে সার্বিক মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কাফন পরে থাকবেন। এই

[illegible] পাবনা হতে প্রকাশিত "দৈনিক নির্ভর পত্রিকার ১০ নভেম্বর ২০০১ ইং তারিখে প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ ক্রোড় পত্র হতে সংগৃহীত।

[illegible] ০৮/০৬/০৩ ইং তারিখে জনাব জাহরুল ইসলাম (বিশু)এর সাথে গবেষকের ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচী ১৭/১১/২০০০ ইং তারিখ হতে কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন। বর্তমানে সংগঠনটি আছে কিন্তু এর কর্মকান্ড নেই।[৯০]

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ২০০০ ইং সালের ১০ই নভেম্বর বিকালে ঢাকা থেকে বাসযোগে পাবনা আসার পথে সিরাজগঞ্জের কোনাবাড়িয়া নামক স্থানে বিকাল ৬.৩০ মিনিটে সড়ক দূর্ঘটনায় এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ইন্তেকাল করেন। ১১ই নভেম্বর ২০০০ পাবনা পুলিশ মাঠে জানাজা শেষে দাফন করা হয় এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের বিশতম অধিবেশনে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সপ্তম জাতীয় সংসদের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং সমাজসেবী সংসদ সদস্য জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বকুল (৭২ পাবনা-৫) এর অকাল মৃত্যুতে তার ব্যাপারে একটি জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত শোক প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করেন। যাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।[৯১]

মোঃ সাইদুল হক চুন্ন

সেক্রেটারী গভর্নিং বডি
পাবনা আলীয়া মদ্রাসা।

মোঃ সাইদুল হক চুন্ন পিতা মৃত তাজ উদ্দিন আহমদ ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫০ সনে পাবনা জেলার সুজানগর থানাধীন নিশ্চিন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যখন দেড় বছর বয়স তখন বাবা মারা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামেই শুরু হয়। তারপর পাবনা জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৬৫ সনে পাবনা জেলা স্কুল হতে এস.এস.সি ২য় বিভাগে পাশ করেন। ১৯৬৭ সনে এ্যাডওয়ার্ড কলেজ ভর্তি হন পরবর্তীতে শহীদ বুলবুল কলেজ পাবনা থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন।

তারপর শিক্ষা জীবনে অগ্রসর না হয়ে ঠিকাদারী ব্যবসা শুরু করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথে একান্ত ভাবে জড়িত। ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগ করতেন। বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পাবনার জেলা শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট।

---

[৯০] ১৭/০৭/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক রফিকুল ইসলাম বকুলের ভাই মোঃ সাইফুল ইসলাম (লটন) এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[৯১] সপ্তম জাতীয় সংসদের বিশমত (২০০০ সালের পঞ্চম) অধিবেশন সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুলের অকাল মৃত্যুতে জাতীয় সংসদে গৃহীত শোক প্রস্তাব বুলেটিন হতে সংগৃহীত। যা ১৪ই নভেম্বর মঙ্গলবার ২০০০ (৩০শে কার্তিক ১৪০৭ হিঃ) ইং তারিখের অধিবেশনে গৃহীত হয়। যা পাবনা হতে প্রকাশিত দৈনিক নির্ভর পত্রিকায় ১০ই নভেম্বর ২০০১ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবনের মাঝে বিভিন্ন সামাজিক কর্মের সাথেও জড়িত। পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সেক্রেটারী পাবনা শহরের প্রসিদ্ধ ও বৃহত মসজিদ চাঁপা মসজিদ কেন্দ্রীক কমিটি মধ্যে নিজে অর্ন্তভুক্ত হয়ে চাঁপা বিধি ওয়াকফ স্টেট সার্বজনীন হিসেবে তুলে ধনের। তিনি দিলালপুর সমাজ সেবা সমিতির সদস্য। ১৯৯৯ সনে তাঁকে পরিচ্ছন্ন ও সৃজনশীল রাজনীতিবিদ হিসেবে বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করা হয়। যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।[১১]

মোঃ জহুরুল ইসলাম (বিশু)

সেক্রেটারী গভর্নিং বডি

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

মোঃ জহুরুল ইসলাম (বিশু) পিতা মৃত্যু মমতাজ উদ্দিন। ৮ই মার্চ ১৯৫১ সনে পাবনা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনে ১৯৬৭ সনে এস,এস,সি আর এম একাডেমী থেকে ৩য় বিভাগ, ১৯৬৯ সনে এইচ,এস,সি নবাব ফয়েজুন্নেছা কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা হতে ৩য় বিভাগে, ১৯৭২ সনে বি,এ ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হতে ২য় বিভাগে ও ১৯৭৫ সনে এম,এ ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হতে ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করনে।

কর্মজীবনে তাঁর ট্রান্সপোর্ট, ঠিকাদারী ও ব্যবসাই আয়ের প্রধান উৎস। পারিবারিক ভাবে রাজনীতির চর্চা থাকার কারণে শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক স্তর হতেই রাজনীতির সাথে পরিচয় ঘটে। ছাত্র জীবনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সনে পাবনা জেলা যুববলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৮৮ সন পর্যন্ত উক্ত দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৮৭ সনে যুব লীগের কেন্দ্রীয় আইন বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ১৯৮৮ সনে পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন ও ১৯৯৩ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছিলেন। ১৯৯৩ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পাবনা ৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জননেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি)তে যোগদান করেন। ১৯৯৬ সনে বি,এন,পি পাবনা জেলা শাখার সহ-সভাপতি ও জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০০০ সনে সড়ক দূর্ঘটনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুলের মৃত্যুতে পাবনা জেলা বি,এন,পি এর সিনিয়র সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে জনাব মোঃ জহুরুল হক (বিশু) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি বেড়া সুজানগর অঞ্চলের প্রধান হিসেবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

---

[১১] ১৩/০২/১৯৯৯ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক সাইদুল হক সুন্নুর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব জহুরুল ইসলাম (বিশু) কর্মজীবন ও রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৮৯ সন হতে ১৯৯১ সন পর্যন্ত তিন বছর পাবনা পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। আবু জাফর পুষ্প প্রদর্শনীর সভাপতি, বনমালী ইনষ্টিটিউট এর সহ-সভাপতি, ২০০০ সনে রোটারী ক্লাবের সভাপতি, মটর মালিক সমিতির সহ-সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স এর সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস্ ক্লাব, ডাইবেটিক সমিতি, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, জেলাপাড়া উন্নয়ন সমিতি, অন্নদা পাবলিক লাইব্রেরী, পাবনা সমিতি ঢাকা, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য। এছাড়া দিলালপুর সমাজ কল্যাণ পরিষদের উপদেষ্টা, পাবনা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম দলের প্রধান উপদেষ্টা পাবনা জেলার ঢাকায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতির সভাপতি পদ্মা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, পাবনা কে ১ম শ্রেণীর পৌরসভা পরিনত করার রুপকার। ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এবং এখাতে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ৩০ কোটি টাকা প্রাপ্তির স্বার্থক প্রচেষ্টা করেন।

তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার ১৯৮৬ সনে কার্য্য নির্বাহী কমিটির উপদেষ্টা ১৯৮৭ হতে ১৯৮৯ সন পর্যন্ত সহ-সভাপতি ছিল। এবং পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার একমাত্র দাতা সদস্য।[**] তিনি বর্তমান কমিটিরও সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আব্দুস সামাদ খান মন্টু
সহ-সভাপতি গভর্নিং বডি
পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

আব্দুস সামাদ খাঁন মন্টু পিতা আলহাজ সিরাজুল হক খান অরফে চাঁদু খান ১৯৫৫ সনে পাবনা সদর থানার প্রতাপপুর পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে পাবনা শহরের কালাচাঁদপাড়া মহল্লার স্থায়ী বাসিন্দা। এস,এস,সি পর্যন্ত পড়ালেখা করে আর পড়ালেখা করেন নাই। পরবর্তীতে প্রথমে কাপড়ের ব্যবসা তারপর ঠিকাদারী ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে চারটি ক্ষেত্রে ঠিকাদারী করেছেন। (১) পাবলিক হেলথ, (২) এল,জি,ই,ডি, (৩) ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট, (৪) ফুড।

জনাব মন্টু খান ছাত্র জীবনে ছাত্র ইউনিয়ন করতেন পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি,এন,পি তে যোগদান করেন। বর্তমানে জেলা বি,এন,পির সহ-সভাপতি ও পাবনা সদরের আহবায়ক।

[**] ০৮/০৬/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক জনাব জহুরুল ইসলাম (বিশু) এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ঠিকাদারী ব্যবসার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। যেমন পাবনা শহরের সেন্টাল গার্লস স্কুল, ফজলুল হক হাইস্কুল, মিলনসঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। রেড ক্রিসেন্ট, খাদ্য সংগ্রহ কমিটি ও আইন শৃংখলা কমিটি পাবনা সদরের তিনি অন্যতম সদস্য।

তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার গভর্নিং বডির একাধিক বার সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[**]

কালাম আহমাদ

সেক্রেটারী, গভর্নিং বডি

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

জনাব কালাম আহমেদ পিতা মরহুম ওকিল উদ্দীন ১৯৫৭ সনে পাবনা শহরের রাধানগর জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ১৯৭৩ সনে এস.এস.সি বিজ্ঞান বিভাগে হতে ১ম বিভাগে দুইটি বিষয়ে লেটারসহ সুনামের সহিত পাশ করেন। ১৯৭৫ সনে ২১ শে জানুয়ারীতে পিতার মৃত্যুর কারনে এইচ,এস,সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে কয়েকটি পরীক্ষার দেওয়া সত্বেও সমাপ্ত করতে পারেন নাই। পরবর্তীতে ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে যাওয়ার কারনে আর পড়ালেখা হয়নি। বর্তমানে মটর ব্যবসা ও ঠিকাদারীর সাথে জড়িত আছেন।

কর্মজীবনে ব্যবসার সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথেও জড়িত আছেন। যেমন ২০০১ সনে পাবনা জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২০০৩ সন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া পাবনা কমিউনিটি ক্লিনিক এর সদস্য, পাবনা চেম্বর অব কমার্স এর সদস্য। বর্তমানে উত্তর বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সম্মানিত সেক্রেটারী। তাছাড়া পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদ নির্মান কমিটির তিনি আহবায়ক তার তত্ত্বাবধানে একটি আধুনিক মনোরম মসজিদ নির্মানের কাজে দ্রুত বেগে চলছে। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চলমান রাজনীতির সাথে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িত নন।[**]

[**] ৩১/০১/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[**] ১২/০৪/২০০০ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রশাসক ও অধ্যাপকবৃন্দ : পরিচিতি ও অবদান

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসক ও অধ্যাপক বৃন্দ: পরিচিতি ও অবদান

ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা একটি দক্ষ অভিজ্ঞ ও কর্মঠ প্রশাসক ও অধ্যাপক[১] মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত। যাঁদের কর্মকুশলতা, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও প্রশাসনিক দক্ষতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত। শিক্ষক মন্ডলী পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি দেশ ও জাতীর কল্যাণে, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করছেন। তবে এ কথা সত্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সব মানুষের দ্বারা সব কাজ করান না ও সবার মধ্যে সব রকম যোগ্যতা দেন না। তাই বিভিন্ন জনের দ্বারা বিভিন্ন রকম খেদমত করান। যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার প্রশাসক ও অধ্যাপকগনের মধ্যে যাঁরা বিশেষ খেদমত করেছেন তাদের মধ্যে ১৯৭১ সনে পূর্ব পাকিস্থান সরকারের মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী ও সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা মোঃ ইছহাক ও তিনবার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব মাওলানা আব্দুস সুবহান সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক দিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে দেশ ও জাতীর কল্যাণে গঠনমূলক রাজনীতি করছেন। অন্য দিকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করছেন এবং পথভোলা মানুষকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এদেশে বিশেষ করে পাবনাতে অনেক মাদ্রাসা, মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মকতব, হেফজখানা, ইয়াতিমখানা, কারীগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এছাড়া কিছু সংখ্যক শিক্ষক ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে সদা আহবান করে যাচেছন এবং তাঁদের দিবা রাত্রি খেদমতের দ্বারা এদেশের হাজার হাজার সত্য পথ ভোলা মানুষ ইসলামের অনুশাসন মেনে চলছে। যা দেশ ও জাতির একটি অতিবড় খেদমত। এ পর্যায়ে সুফি সাধক মাওলানা ই,এম হাসান আলী মাওলানা মাওলা বখশ মুর্শিদাবাদী এর নাম অন্যতম।

এতদ্ব্যতীত কিছু সংখ্যক শিক্ষক তাঁদের মেধা মনন, সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও জ্ঞানের দ্বারা ইলমে দ্বীনের নিরলস খেদমত করে যাচেছন। তাঁদের মৌলিক রচনা অনুবাদ ও প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হচেছ যা দেশও জাতির দিক নির্দেশনার কাজ করছে। এ ধরনের কতিপয় প্রশাসক ও অধ্যাপক মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী তথ্য অনুসন্ধানী ও জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিত্বদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখিত হল।

---

[১] এ অধ্যায়ের প্রশাসক বলতে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক বলতে মাদ্রাসার স্বনামধন্য বিখ্যাত শিক্ষকগনকে বুঝানো হয়েছে। সাধারণ অর্থে প্রশাসক ও অধ্যাপক বুঝানো হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ ই,এম, হাসান আলী

সুপার, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ ই.এম, হাসান আলী ছাহেব ১৯০৫ সালে বাড়দিয়া যা বর্তমানে কাঁঠালবাড়িয়া নামে পরিচিতি গ্রামে ডাকঘর শাখারীপাড়া থানা ও জেলা পাবনা সদরে পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইশারত উল্লাহ তিনি মুন্সী ছিলেন তথা ২২ গ্রামের ইমামতি করতেন। মাতার নাম আমিনা উল্লেখ্য যে, তাঁর সাত পুরুষ পূর্ব বংশধরেরা ইয়ামান হতে ইসলাম প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন। বর্তমান তার ৮টি ছেলে ও ৩টি মেয়ে রয়েছেন। তাঁর ছেলে মেয়েরা সবাই মাদ্রাসায় শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মাদ্রাসায় শিক্ষকতা সহ বিভিন্ন পেশায় কর্মরত আছেন।

তার শৈশব ও কৈশর কাটে গ্রামের বাড়ীতে, পিতা মাতার স্নেহে লালিত পালিত হন। তাঁর গ্রাম কাঁঠালবাড়ীয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। শৈশব কাল হতে দ্বীনি পরিবেশে বেড়ে উঠেন বলে ছোটকাল হতেই ওলামায়ে কেরামের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী ছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ- গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে হাদল সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা ফরিদপুর, পাবনাতে ভর্তি হন এবং তৎকালীন সময়ের দাখিল চাহারাম পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর তৃহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা, আটঘরিয়া, পাবনায় পাঞ্জম পর্যন্ত পড়ালেখা করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক তথা নিয়মমাফিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন, এবং যোশরী হুজুর পীর কেবলা (র.) এর সহচর্যে আধাত্বিক দীক্ষা গ্রহণ করনে। উল্লেখ্য যে, নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা সমাপ্রান্তে আরো উচচ শিক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করলে যশোরী হুজুর তাঁকে বললেন তুমি দ্বীনের খেদমত করতে থাকে। তখন তিনি বললেন মানুষ আমাকে বলছে তুমি আরো পড়ালেখা কর। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বললেন তুমি কোচ পাত। এ আদেশে তিনি তিনি কোচ পাতলেন। যশোরী হুজুর তাঁর কোচে ফুঁক দিলেন এবং বললেন এটা তোমার বুকের সাথে লাগাও এবং দ্বীনের খেদমত করতে থাক। এ ঘটনার পর তিনি আর কোন প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা করেন নি। আর আশ্চার্যজনক বিষয় হলো তিনি নিয়মিত কামিল ক্লাসে হাদীস শরীফ পড়িয়েছেন। এরপর বড় হুজুর পীর কেবলা সাহেবের নিকট বায়য়াত গ্রহণ করেন এবং আধাত্মিক সাধনায় এগিয়ে যান। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে পাবনা জেলার সর্বত্র ওয়াজ নছিহতের মাধ্যমে দিবা-রাত্রি মানুষকে হেদায়েতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি ওয়াজের মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা তথা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মানুষকে মাদ্রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে আমৃত্যু উৎসাহিত করেছেন। যার কারণে এখন তাঁর সাহচর্য প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ও শ্রদ্ধাবনত। এই সুফী ও সাধূ পুরুষ ১৯৬৮ সনে ৬৩ বৎসর বয়সে পবিত্র হজ ব্রত পালন করতে মক্কা মদীনায় যান এবং তথায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।[২]

---

[২] ২১/০৩/২০০১ ইং তারিখে মরহুমের জ্যেষ্ঠপুত্র মাওলানা আবু সাঈদ সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মাওলা বখশ্ মুর্শিদাবাদী

সুপার, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

মাওলানা মাওলা বখশ্ মুর্শিদাবাসী ১৮৮৬ সনে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের জঙ্গিপুর মহকুমার সুজাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য শিক্ষা স্থানীয় মাদ্রাসায় সমাপনান্তে উচচ শিক্ষা গ্রহনের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ৯ বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি "দেওবন্দ" মাদ্রাসার মেধাবী ও স্বনামধন্য ছাত্র ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে কওমী নেসাবের সর্বোচচ ডিগ্রী দাওরায়ে হাদীস কৃতীত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত আলিম ও আধাত্মিক সাধক আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.)। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে পাশ করার পর বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করেন এবং কুষ্টিয়া জেলার ঝাউদিয়া শাহী মসজিদের ইমাম সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে ১ম প্রথম বিবাহ করে সাংসারিক জীবন শুরু করেন।

মাওলানা একজন সুপুরুষ কর্মঠ ও তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জীবনে চারটি বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ ঝাউদিয়া তাঁর গর্ভে ৩ ছেলে ১ মেয়ের জন্ম হয়। ঝাউদিয়ার বাড়ীতে মাওলানার বড় স্ত্রীর ছেলেরাই বর্তমানে বসবাস করছে। কুষ্টিয়া জেলার পোড়াদহে ২য় বিবাহ করেন যে স্ত্রী সন্তানাদি হবার পূর্বে ইন্তেকাল করেন। মাওলানা তৃতীয় বিবাহ করেন পাবনাতে যে স্ত্রীর গর্ভে ২ ছেলে ৪ মেয়ে। মাওলানা চতুর্থ বিবাহ করেন ৬০ দশকে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলীয়া মাদ্রাসায়[৩] মুহাদ্দিস হিসেবে চাকুরী কালীন সময়ে। তাঁর গর্ভে ২ ছেলে ও ১ মেয়ের জন্ম হয়। মাওলানার ছোট স্ত্রী বর্তমানে বেঁচে আছেন, বাকী অন্য তিনজন ইন্তেকাল করেছেন। ছোট স্ত্রী বর্তমানে তাঁর একমাত্র মেয়ের বাড়ী বগুড়াতে বসবাস করছেন। মাওলানার তিন স্ত্রীর ছেলে মেয়েরা সবাই সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সচছল। মাওলানা একাধিক বিবাহ করলেও কোন স্ত্রীর প্রতি অবিচার করতেন না। সবার সাথে সমান ব্যবহার করতে চেষ্টা করতেন।

আরবী, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মাওলানার ভূমিকা ব্যাপক। এ বিখ্যাত পন্ডিত আলিম সারা জীবন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর বংগের অনেক জেলায় মাদ্রাসাতে "ইলমে দ্বীন শিক্ষাদান ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা, পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা, হাদল সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসায় তিনি ইলমে দ্বীনের খেদমতের পাশাপাশি মাদ্রাসাকে গড়ে তোলার কাজে স্বকীয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া বগুড়া ও রাজশাহী অঞ্চলেও বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৬০ সালে তিনি পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় সুপার পদে চাকুরী করেন।[৪]

---

[৩] বাংলাদেশের তিন সরকারী মাদ্রাসার মধ্যে বগুড়া মুস্তাফাবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা একটি।

[৪] জনাব মাওলানা ইসহাক সাহেব কর্তৃক বিবৃত। যিনি ৬০ এর দশকে দীর্ঘদিন মাদ্রাসার সুপার ও পরবর্তীতে অধ্যক্ষ ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিখ্যাত ব্যক্তি একই জায়গায় অধিক সময় অতিবাহিত করতেন না। কারণ তার মধ্যে ছিল আত্যাধিক ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা বোধ, তাই আলিম ও ইলমে দ্বীনের মর্যাদা হানীকর কোন বিষয় কোন প্রতিষ্ঠান থেকে অনুভূত হলে সেখানে আর থাকতেন না। তবে এই অত্যাধিক যোগ্য আলিম এর কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেতে কোন সময় বেগ পেতে হতনা। এমনকি তাকে সমাদর করে নিয়ে যেত। তিনি কোথাও যাবার পূর্বে কিছু শর্ত করতেন যে, আমাকে এ জিনিস দিতে হবে। তাঁর শর্তগুলো জটিল কঠিন ও অসম্ভব হত না। যেমন হাদল মাদ্রাসায় যাবার পূর্বে তিনি শর্ত করেন যে, তাঁর রান্নার খড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।[৭]

মাওলানার আচার আচরণ ছিল অত্যন্ত কমল ও নম্র, মাওলানার ছেলের মুরীদ একজন ভ্যান-চালক বলেন, আমরা দেখেছি তিনি যখন বাজারে মাছ কিনতে যেতেন অন্যান্য ক্রেতা যারা মাছের দর করছিলেন তাদেরকে প্রথমত মাছ ক্রয় করবার সুযোগ দিতেন পরে নিজে ক্রয় করতেন। তার জীবন যাপন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল।

এই বিজ্ঞ আলিম আধ্যাত্মিক সাধনায় সফলকাম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফুরফুরা শরীফের দাদা হুজুর পীর কেবলা সাহেবের মুরীদ ছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় রাসুল (সঃ) কে একাধিক বার স্বপ্নে সাক্ষাত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তিনি একজন পীর ছিলেন অনেক লোককে মুরীদ করেছেন এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করে ধন্য করেছেন।[৮]

এই সাধক বিখ্যাত আলিম ও পীরে কামেল ১৯৭১ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার কবর ঝাউদিয়া ঐতিহাসিক শাহী মসজিদের[৯] পাশে রয়েছে।

---

[৭] জনাব মাওলানা ইয়াকুব সাহেব কর্তৃক বিবৃত। তিনি বর্তমানে কুষ্টিয়া কুওয়াতুল ইসলাম আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

[৮] মাওলানা মওলা বখশ মুর্শিদাবাদীর দ্বিতীয় পুত্র এ,এস,এ,এম মাঞ্জারুল ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী লিখিত। যিনি ১৯৫৮ সনে শর্ষিনা দারুচ্ছুন্না আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বর্তমান তিনি অবসর প্রাপ্ত একজন শিক্ষক এবং কুষ্টিয়া জেলার ঝাউদিয়া অঞ্চলের পীর।

[৯] ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ। যা কুষ্টিয়া জেলার সদর থানার ঝাউদিয়া নামক স্থানে অবস্থিত। যা বাদশাহ আলমগীরের রাজত্ব কালে ১৬৬৬ সনে প্রতিষ্ঠা কর্ম শুরু হয় ও ১৬৭২ সনে নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়। মসজিদটি পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট বাংলাদেশের ঐতিহাসিক কৃতি ও দর্শনীয় মসজিদের মধ্যে অন্যতম মসজিদ। সে সময়ে উক্ত মসজিদের খতীব ছিলেন বাগদাদ হতে আগত শাহ সুফী আজিজুর রহমান। তিনি বাদশাহ আলমগীর এর নির্দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য এ এলাকাতে আসেন। (তথ্য প্রদানকারী মোঃ সেলিম উদ্দীন চৌধুরী সহকারী শিক্ষক ঝাউদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়)।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোঃ ইসহাক

সাবেক অধ্যক্ষ ও মন্ত্রী

মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেব পাবনা সদর থানার আতাইকুলা ইউনিয়নের অর্ন্তগত মধুপুর গ্রামে পিত্রালয়ে ১৯৩২ সনে এক শুভমুহূর্তে জন্ম গ্রহণ করেন। সার্টিফিকেট অনুযায়ী তার জন্ম ০২/০২/১৯৪০ ইং। তার পিতা রোস্তম আলী মিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন। তার পিতা যখন পাবনা জেলার আটঘরিয়া থানার একদন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তখন তিনি পিতার সাথে সেই বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। তারপর একদন্ত থেকে শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলে আসেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষে ১৯৪৫ সনে পুষ্পপাড়া জুনিয়র মাদ্রাসায়[১] (যা বর্তমানে পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা) ছালে শশম যা বর্তমানে দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৫১ সনে সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১ম বিভাগে স্কলারশীপ পেয়ে পাশ করেন। ১৯৫৫ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৭ সনে কামিল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং নিয়মতান্ত্রিক পড়ালেখা এখানেই সমাপ্ত করেন।

কর্মজীবনঃ-

১৯৫৭ সনে কামিল পাশ করার পর ১৯৫৮ সনে ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা শিবপুর, আটঘরিয়া পাবনাতে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং কিছু দিনের জন্য অস্থায়ী সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সনে লেখাপড়ার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ থাকার কারণে শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ম্যাট্রিক ২য় বিভাগে পাশ করেন এবং এ সময়েই পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার সুপার হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। তার আগমনের পর তারই প্রচেষ্টায় মাদ্রাসাটি দাখিল পর্যায় হতে আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরে পর্যায়ক্রমে উন্নীত হয়। তিনি তখন সুপার পদ হতে অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এ সময়ে পাবনা নাইট কলেজ খোলা হয়। তখন তিনি ঐ কলেজে ইন্টার মিডিয়েট ভর্তি হন ও ১৯৬৪ সনে আই,এ পাশ করেন এবং ১৯৬৫ সনে বি,এ তে পাবনা এ্যাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈশ ব্যাচে

---

[১] পুষ্পপাড়া জুনিয়র মাদ্রাসা, ১৯২৭ সনে মাদ্রাসাটি পাবনার সদর থানার আতাইকুলা ইউনিয়নের পুষ্পপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ঢাকা-পাবনা বিশ্বরোডের পাশে পাবনা শহর থেকে ১১ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত। এটি উত্তর বংগের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা নামে সর্বজন পরিচিত। এর ছাত্র মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও আমীর, জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ, মাওলানা ইসহাক সাহেব সাবেক মন্ত্রী পূর্বপাকিস্থান মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগ, মাওলানা মোজাম্মেল হক, লেখক ও অনুবাদক,অধ্যক্ষ পাবনা ইসলামিয়া কলেজ,পাবনা, মোঃ নাসির উদ্দিন সহকারী অধ্যাপক, আল্ হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, হুসাইন আহমাদ প্রভাষক, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। তাছাড়া এ মাদ্রাসা হতে পাশ কৃত অনেক ছাত্রই সমাজের গুরুত্বপুর্ন অবস্থানে আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভর্তি হন ও দিবারাত্রি সম্মিলিত বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে প্রথম শ্রেণীতে এম,এ (আরবী) উত্তীর্ণ হন ও ১৯৬৯ সনে এম,এ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে ২য় শ্রেণীতে এম,এ পাশ করেন। মাওলানা মোঃ ইছহাক সাহেব ১৯৬২ সন হতে ১৯৭১ সন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাষন বিভাগের মন্ত্রী মনোনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ই মাদ্রাসার ৩য় তলা বিশিষ্ট মুল একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়। তারপর মাওলানা ছদরুদ্দীন আহমাদকে মাদ্রাসার কার্যনির্বাহী কমিটি নানা প্রকার অভিযোগের কারণে অব্যাহতি প্রদান করলে, ১৯৯০ সনে কমিটি ও মাদ্রাসার হিতাকাংখী ব্যাক্তিবর্গের অনুরোধে অধ্যক্ষের সমমর্যাদায় রেক্টর পদে অত্র মাদ্রাসায় যোগদান করেন ও ১৯৯২ ইং সন পর্যন্ত সুনামের সাথে মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

ছাত্র রাজনীতিঃ-

মাওলানা ইসহাক সাহেব ছাত্র জীবনে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতিতে গঠন মূলক ভূমিকা রাখেন। মাদ্রাসা ছাত্রদের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়াহ এর ১৯৫৫-৫৬ সনে পূর্বপাকিস্থানের সহ সভাপতি ছিলেন। তাছাড়া সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় ও পুস্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়ন কালে ছাত্র সংসদের জি,এস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি প্রথমে নেজামে ইসলামী পার্টি করতেন। ১৯৫৬-৬৭ সন পর্যন্ত ছাত্র থাকা কালীন অবস্থায় বৃহত্তর পাবনা জেলা নেজামে ইসলামী এর প্রচার সম্পাদক। পরবর্তীতে বৃহত্তর পাবনা জেলার সভাপতি তারপর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কীং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮ সনে সর্বদলীয় আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য "কফ" ও ড্যাক গঠন করা হয়। এ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৯৭০ সনে নেজামে ইসলামী পার্টি থেকে প্রাদেশিক পরিবদের সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করেন। ১৯৭১ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মনোনিত হন। বাংলাদেশ হবার পর তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে যাবৎ জীবন কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান[১] কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায় অন্যান্য রাজবন্দীদের ন্যায় তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন।

---

[১] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের অর্ন্তগত টুংগীপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালে ১৭ইমার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান তিনি সিভিল কোর্টের একজন সেরেস্তাদার ছিলেন মাতা বেগম সাহেরা খাতুন, স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দ্রষ্টা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল নায়ক, মাত্র সতের বছর বয়সে স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক নেতা নেতাজী সুভাস বোসের নিকট প্রথম রাজনীতির সবক গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে এসে মুসলিম লীগে যোগদেন। ১৯৬৬ সনে ৬দফা প্রকাশ করেন ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে ভাষন দেন। এ সভায় জনগন তাকে বঙ্গবন্ধু খেতাবে ভূষিত করে। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সনে ইন্তেকাল করেন। (অগ্রপথিক, জাতীয় শোক দিবস আগষ্ট ১৯৯৭ ই,ফা,বা পৃ.১১৭)

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে নেজামী ইসলামী পার্টি আই,ডি,এল পার্টিতে পরিবর্তিত হলে তখন তিনি মুসলিম লীগে[১০] যোগদান করেন। এবং বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। যার সভাপতি ছিলেন জনাব খানে সবুর। বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেন। এরপর হাফিজ্জী হুজুর[১১] এর নেতৃত্বে যখন খেলাফত আন্দোলন শুরু হয় তখন হাফিজ্জী হুজুরের বিশেষ অনুরোধে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন ও পরবর্তীতে খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমীর ও মহা-সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর যার আমীর হলেন শায়েখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক ও তিনি ইসলামী ঐক্য জোটের ভাইস চেয়ারম্যান। মাওলানা ইছহাক বর্তমানে মোহাম্মদী হাউজিং লিঃ এর উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করছেন।

আরবী, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ কর্মঃ-

এই কর্মবীর কর্ম জীবনের পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক কর্মকান্ড অতপ্রত ভাবে জড়িত। ১৯৬৬ সন হতে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালনা কমিটির সদস্য, মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, প্রশ্নকর্তা ও মাদ্রাসা বোর্ডের ডিসিপপিলিন কমিটির সদস্য ছিলেন। পাবনা ইসলামিয়া কলেজ বর্তমানে যা সরকারী শহীদ বুলবুল কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সদস্য ও গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। ১৯৭০ সনে পাবনাতে "ল" কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। যার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। যার বর্তমান নাম আমিন উদ্দিন আইন কলেজ। পরবর্তীতে তিনি এ কলেজের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সমাপ্ত করতে পারেনি।

জনাব মাওলানা ইসহাক সাহেব ১৯৬৭ সনে বর্তমান শহীদ বুলবুল কলেজের অবৈতনিক প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে পাবনা নৈশ্য কলেজ যা বর্তমানে পাবনা কলেজ নামে পরিচিত

---

[১০] মুসলিম লীগ ১৯০৬ সনে ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ ভারত মুসলিম লীগের জন্ম। এ দল পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পুরানো দল। সে সময়ে এ দল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শাসকদের নিকট থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করা। (আমজাদ হোসেন বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল খৃ. ১৯৯৬, পৃ. ১৮)

[১১] হাফিজ্জী হুজুর মুল নাম মোহাম্মাদুল্লাহ, হাফিজ্জী হুজুর নামে অভিহিত বৃহত্তর নোয়াখালী (বর্তমান লক্ষীপুর) জেলার রায়পুর থানার অর্ন্তগত এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে (১৩১৩/১৯৯৫) জন্ম। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মোহাম্মদ ইদ্রিস দাদা মাওলানা আফজাল উদ্দিন মিয়াজী। তার দাদা শহীদ সাইয়্যেদ আহমাদ বেরলভী (র.) এর অন্যতম খলিফা মাওলানা ইমামুদ্দিন (র.) ও মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর খলিফা ছিলেন। পরিবারে ধার্মিকতার প্রভাবে বালক মোহাম্মাদুল্লাহ স্বভাবতই ছিলেন ক্রীড়া বিমুখ সৎ কর্ম ও ধর্মীয় বিধি বিধান পালনে অতি অনুরাগী। মুল্যবান সময় অপচয় না করা ও স্বীয় কর্তব্য কাজে নিমগ্ন থাকার গুন শৈশব হতে তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তিনি অসংখ্যবার হজ করেছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ১ম হজ এবং ১৯৮৪ সনে জীবনের শেষ হজ্ব সম্পন্ন করেন। দুইটি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ভুগার পর ৮ই রমজান ১৪০৭/ ৭ই মে ১৯৮৭ সালে তিনি পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। পরদিন ৯ই রমজান শুক্রবার জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে দল মত নির্বিশেষে প্রেসিডেন্টসহ প্রায় সকল জাতীয় নেতার উপস্থিতিতে বাদ মু'আ তাহার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তার নুরানী মাদ্রাসা আঙ্গিনায় তাকে দাফন করা হয়। (স,ই,বি, ইফাবা, ঢাকা খ ২৬ খৃ.২০০০, পৃ. ১৯৪।)

Dhaka University Institutional Repository

এর অবৈতনিক প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাবনা জেলা হজ্জ কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। জমিয়াতুল মোদারেরসীন পাবনা কমিটির সভাপতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। পাবনা জেলা সমাজ কল্যাণ কমিটির সম্মানিত সদস্য, পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসার দীর্ঘকাল সেক্রেটারী, জামেয়ায়ে আশরাফিয়া (কওমী) মাদ্রাসা, পাবনা এর সম্মানিত সভাপতি, মধুপুর মহিলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা, মদিনাতুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা আশাশুনি সাতক্ষীরা এর প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়াও বহু কোরানিয়া ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা উল্লেখ যোগ্য। যেমনঃ- জামেয়ামে আশরাফিয়া শালগাড়িয়া পাবনা, জামেয়ায়ে রহমানিয়া মোহাম্মাদপুর ঢাকা, জামেয়ায়ে মোহাম্মদিয়া মোহাম্মদপুর ঢাকা, জামেয়ায়ে হুসাইনিয়া মিরপুর ঢাকা।

এছাড়াও বহু কওমী মাদ্রাসার সংস্কার উন্নয়ন ও পরামর্শদাতা হিসেবে তার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ ও পুর্নবাসনের জন্য কাজ করেছেন। যেমন বিভিন্ন সময় রিলিফ কমিটি, সাহায্য কমিটি, দুস্থ পুর্নবাসন কমিটির মাধ্যমে সমাজ সেবার ভূমিকা রাখেন।[১১]

ছদরুদ্দীন আহমাদ

সাবেক অধ্যক্ষ, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

জনাব মাওলানা ছদরুদ্দীন আহমাদ পিতা মরহুম এম,এ মেগু খান ১লা জানুয়ারী ১৯৪১ সনে গ্রাম কাওয়ালী কান্দা ডাকঘর বেরাটী থানা কেন্দুয়া জেলা নেত্রকোনাতে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে পাবনা জেলার সদর থানার রাধানগর (লিপু সিপাইরোড) স্থায়ী বাসিন্দা।

শিক্ষাজীবনঃ-

১৯৫৭ ইং সনে দাখিল ১ম বিভাগ ১৯৬১ সনে আলিম ১ম বিভাগ ১৯৬৩ সনে ফাজিল ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং এই প্রত্যেকটি পরীক্ষায় স্কলারশীল প্রাপ্ত হন। এরপর ১৯৬৫ সনে সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা হতে কামিল হাদীস বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ও ১৯৬৬ সনে মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা হতে কামিল ফিকহ বিভাগ হতে ২য় শ্রেণীতে কামিল পাশ করার মধ্যে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। ১৯৮৭ ইং সনে "নিয়ায়" ঢাকা ও ১৯৯৬ ইং সনে বগুড়ার নট্রামসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনঃ-

১৯৬৬ ইং সনে কামিল ফিকহ বিভাগ হতে পাশ করার পর কুওয়াতুল ইসলাম আলীয়া মাদ্রাসা কুষ্টিয়াতে সর্ব প্রথম মুহাদ্দিস পদে যোগদান করার মধ্যে দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৫-০২-

[১১] উল্লেখিত তথ্য মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৭ ইং তারিখে ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় ৩য় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন পরবর্তীতে ১ম মুহাদ্দিস হিসেবে পদোন্নতি হয়। তারপর ১৯৭১ সনে মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেব অধ্যক্ষ থাকা কালীন পূর্ব পাকিস্থান মন্ত্রী সভার মৌলিক গণতন্ত্র এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন প্রাপ্ত হবার পর জনাব মাওলানা ছদরুদ্দীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৭২ সনের ২৬শে জুন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ ও ১৯৯০ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর নানা প্রকার অভিযোগের কারণে অধ্যক্ষ পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। এরপর কোর্টের মাধ্যমে চাকুরী ফিরে পান ও ৩১শে ডিসেম্বর ২০০০ সন পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করার পর অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু মাদ্রাসার কার্য্যনির্বাহী কমিটি অধ্যক্ষের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করলেও পরবর্তী কমিটির বিরোধীতার কারণে বর্ধিত দায়িত্ব পালনের সুযোগ হয়নি।[১৫]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অবদানঃ-

এই বিখ্যাত আলিম কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় অধ্যক্ষ পদে চাকুরী করলেও ছাত্রদের কোরআন ও হাদীসের নিয়মিত দরস দিতেন। তাছাড়া সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন। পাবনা জেলার বৃহত মসজিদ চাঁপা মসজিদে দীর্ঘদিন জুমার নামাজে তাফসীর প্রদান করেছেন।

সামাজিক কর্মঃ-

তিনি আজীবন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদারেরসীন তথা মাদ্রাসা শিক্ষকদের একক সংগঠন এর কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক হিসেবে ১৯৬৭ সন হতে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করেছেন। তাছাড়া পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, পরিমার্জন ও সম্পাদনার জন্য তাঁকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম বিভাগে সদস্য মনোনীত করা হয়।

প্রকাশনাঃ-

তিনি বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকায় ও সাময়িকীতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন- ১৯৭৯ ইং সনে "পুরুষ কেন মেয়ে সাজবে" "পাগড়ী কেন হলুদ হবে?" আল ইমান বার্ষিকীতে "ঈদে মিলাদুন্নবী কি ও কেন" "নামাজ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি" ইত্যাদি বিষয়ের উপর তার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

---

[১৫] ০৮/১০/২০০২ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মরহুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব মোঃ আবু সালেহ এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশ সফরঃ-

১৯৭৮ ইং সনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান[১৪] সাহেবের সময় রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণের জন্য প্রথমত ঢাকায় পরবর্তীতে ঐ একই বছর ইন্দোনেশিয়া ও মালেশিয়া সফর করেন। ১৯৮০ সনে সরকারী হজ্ব কাফেলার সদস্য হিসেবে হজব্রত পালন করেন।

প্রতিযোগিতা ও জাতীয় পর্যায়ে অবদানঃ-

জনাব হুদরুদ্দীন আহমাদ একজন স্বনামধন্য শিক্ষক ছিলেন। যার স্বীকৃতি স্বরুপ ১৯৮৯ সনে জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।[১৫] হুদরুদ্দীন সাহেব ছিলেন মিষ্টভাষী ও সদালাপী ও পন্ডিত ব্যক্তি। তিনি ইন্তেকালের পূর্বে ডায়েবেটিকস ও ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৪/০৮/২০০২ ইং সনের ঢাকা ডায়বেটিস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তান রেখে যান।

---

[১৪] জিয়াউর রহমানঃ বীর উত্তর পি,এ,এস,সি(১৯৩৬-১৯৮১) বাংলাদেশের সপ্তম প্রেসিডেন্ট, স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক বিদ্রোহী বীর সেনানায়ক বিদ্রোহ সংগঠক জনসাধারনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা জিয়াউর রহমান ১৯৩৬ খৃ. ১১ই জানুয়ারী বগুড়ার এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মনসুর রহমান একজন সরকার নিযুক্ত কেমিষ্ট, মাতা জাহানারা খাতুন জলপাইগুড়ির বিখ্যাত "টি ফ্যামিলি"র (এদেশীয় প্রথম চা বাগান মালিক পরিবার) আবু কাশিমের কন্যা। ১০/১১ বছর পর্যন্ত কলিকাতা হেয়ার স্কুলে পড়ালেখা করেন। ১৯৪৭ সনে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পিতার সঙ্গে করাচী চলে যান এবং সেইখান হতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৩ খৃ. মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি পাকিস্থান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৫৫ সনে কমিশন লাভ করেন। ১৯৫৭ সনে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলী হন। ১৯৭১ সনের মার্চ মাসে পাকিস্থান সেনাবাহিনী বাংলাদেশী জনতার উপর সামরিক অভিযান শুরু করলে মেজর জিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে পাকিস্থান সরকারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদান এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের সংগঠিত করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২৭শে মার্চ তিনি চট্টগ্রামের কালুর ঘাট সম্প্রচার কেন্দ্র হতে প্রথম ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করে দেশবাসীকে এক নবনব প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি রাষ্ট্র নায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করে মাত্র চার বছরের মধ্যে দেশে বিদেশে কমনওয়েলথ সম্মেলন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ইসলামী সম্মিলন সংস্থা, এবং জাতি সংঘের বিভিন্ন ফোরামে তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমুহকে গুরুত্বপুর্ন অবস্থানে সমাসীন করেন। ফলে এই সৈনিক ও রাজনীতিবিদকে আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে অন্যতম স্থপতি বলে অভিহিত করা যায়। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে একদল সামরিক অফিসারের অতর্কিত হামলায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে তিনি নিহত হন। (ই,বি ইসলাম ঢাকা খ.১১তম খৃ. ১৯৯২, পৃ.৫৮৪)।

[১৫] ১৯৮৯ সনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে প্রাপ্ত সনদপত্র হতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোঃ আব্দুস সামাদ

অধ্যক্ষ পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

মাওলানা মোঃ আব্দুস সামাদ পিতা মোঃ মহি উদ্দিন গ্রাম- চান্দ্রাই থানা আটঘরিয়া জেলা পাবনা ০১/১০/১৯৫১ সনে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ-

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমাপ্ত করার পর ১৯৬১ সনে ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা, শিবপুর, আটঘরিয়া, পাবনা হতে দাখিল ২য় বিভাগ ১৯৬৫ সনে আলিম ২য় ও ১৯৬৭ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৬৯ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল হাদীস বিভাগে ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৭৪ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম.এ (যাহা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সনে) উচচতর ২য় শ্রেণীতে ৫ম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর পাবনা আমিন উদ্দিন আইন কলেজ হতে ১৯৮৪ সনে ২য় বিভাগে এল.এল বি পাশ করার মধ্যে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করেন।

কর্ম জীবনঃ-

০১/০৬/১৯৭৭ ইং সন হতে ১৫/০৬/১৯৮২ ইং পর্যন্ত আরিফপুর সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসায় সহকারী মাওলানা পদে চাকুরী আরম্ভ করেন। অতঃপর ১৬/০৬/১৯৮২ তারিখ হতে ১৫/১১/১৯৯৩ ইং পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ১৬/১১/১৯৯৩ ইং হতে ২২/০৯/২০০১ পর্যন্ত মুহাদ্দিস পদে ও ২৩/০৯/২০০১ হতে ২৮/০২/২০০২ ইং পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ পদে, ০১/০৩/২০০৩ ইং হতে ১৫/০৪/২০০৩ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে অত্র মাদ্রাসায় সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করেন। ১৬/০৪/২০০৩ ইং তারিখে ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন ও অদ্যাবধি সুনামের সাথে মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের একনিষ্ঠ কর্মী এবং বর্তমানে পাবনা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। দারুল আমান ট্রাষ্ট ও উহার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং খাদিজাতুল কুবরা মহিলা মাদ্রাসা শালগাড়িয়া, (তালবাগান) পাবনা এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।তাছাড়া তিনি অনেক মাদ্রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।[১৬]

---

[১৬] ০৪/০৬/২০০০ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল মাজেদ সালাফী

মুহাদ্দিস পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

মাওলানা আবদুল মাজেদ সালাফী, পিতা মরহুম মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সালাফী[১৭] (ডাক নাম রেহেদ আলী) জন্ম ২রা জৈষ্ঠ ১৩৯২ বাংলা পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তবর্তী চরভবানীপুর গ্রামে বর্তমানে পাবনা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা।

পিতার নিকট তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় ও প্রাথমিক লেখাপড়া সমাপ্ত করে ভারতের মধ্যে অবস্থিত মালদহ কুচ রাখবা গ্রামের দারুল হুদা মাদ্রাসায় কাফিয়া পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তারপর সিরাজগঞ্জ জেলার কামার খন্দ ফাজিল মাদ্রাসায় আলিম তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন এবং আলিম পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ১ম শ্রেণী তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর মহিমাগঞ্জ ফাজিল মাদ্রাসায় ফাজিল শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ফাজিল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। অতঃপর মাদ্রাসাই আলীয়া ঢাকাতে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করেন। এবং কামিল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তিনি কৃতীত্বের সাথে কামিল পাশ করার মধ্য দিয়ে মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। কিন্তু বিদ্যা অর্জনের অদম্য আগ্রহ থেকেই যায় তাই মহিমাগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন কালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনার্স দ্বিতীয় শ্রেণী ও ১৯৮৫ সনে বগুড়া আজিজুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হতে মাষ্টার্স দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার ইতি টানেন।

শিক্ষা জীবন শেষ করার পর মওলানা আব্দুল মাজেদ সালাফী নারায়নগঞ্জ একটি মাদ্রাসাতে কর্মজীবন শুরু করেন। এবং তথায় এক বছর চাকুরী করেন এরপর ৬/৭ মাস বাড়ীতে বসে থাকেন। এরপর দিনাজপুর চারবন্দ দারুল হুদা ফাজিল মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত সুনামের সাথে চাকুরী করেন অতঃপর ১৯৬৮ ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন ১৯/১২/৭৭ পর্যন্ত চাকুরী করেন। অবশ্য ১৯৬৯ সনে এক বছরের জন্য মহিমাগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৭৮ সনে হতে ১৯৯৮ সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত মহিমাগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘ সময় সুনামের সাথে চাকুরী করেন এবং চাকুরী হতে বিধিমত অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল জ্ঞান বিতরনের পর অবসর নিলেও জ্ঞান দানের অদম্য আগ্রহ তাঁকে বসে থাকবে দেইনি তাই মাদ্রাসা দারুল হাদীস বাঁশ বাজার পাবনায় ১৯৯৯ হতে ২০০২ পর্যন্ত মহতামিম তথা অধ্যক্ষ হিসেবে হাদীসের খেদমত করেছেন। ১৯৬২ সনে

---

[১৭] আব্দুল ওয়াহেদ সালাফী তৎকালীন কুষ্টিয়া মহকুমার চর বাঙ্গাবাড়িয়া গ্রামে আনুমানিক ১৯০৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে পাবনায় হিমায়েতপুর বসতি স্থাপন করেন। তিনি ওহাবী ভাবাপন্ন একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। আরবীতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি বৃটিশ রাজ বিরোধী, স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও জিহাদী মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি সারা জীবন কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন তার লিখিত বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি রয়েছে কিন্তু প্রকাশ হয়নি। ১৯৭২ সনের ৬ই জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেন এবং হেমায়েতপুর (পাবনা) নিজ বাড়ীতে সমাহিত হন। (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ ইফাবা, ঢাকা, খৃ. ১৯৮৬ পৃ. ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত আল্-মুজাহিদ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিক্ষকতা জীবনে সফলতার স্বীকৃতি স্বরুপ ১৯৮৮ সনে গাইবান্ধা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন। এ বিজ্ঞ আলীম ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৫ ছেলে ও ২ কন্যার জনক। ধর্মীয় মতাদর্শের দিক থেকে তিনি আহলে হাদীস তথা শাফয়ী মতাদর্শী ছিলেন তিনি।[১৮]

মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

আবুল ফয়েজ মোঃ শহীদুল্লাহ পিতা মরহুম আঃ মোমিন খান ১৯৩৫ সালে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানাধীন চরকালিকাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ-

নিজ গ্রাম চরকালিকাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা শুরু করেন। ১৯৪৭ সনে চর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে ভাড়ারা চলে আসেন, এ সময় পিতা মারা যায় এবং একধর্ম বোনের বাড়ীতে একবছর থাকেন। এরপর আপন বোন নিয়ে আসেন। ১৯৪৮ সনে ভাড়ারা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াশুনা করছিলেন কিন্তু স্কুলে পড়া বাদ দিয়ে মাদ্রাসায় দাখিল আওয়াল ভর্তি হন ও ১৯৫২ সনে দাখিল চাহারাম পাশ করে ১৯৫৩ সনে ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা শিবপুরে আলিম শ্রেণী ভর্তি হন ও ১৯৫৬ সনে আলিম পাশ করেন। এরপর শর্বিনা দারুচছুন্নাহ আলীয়া মাদ্রাসা বরিশালে ভর্তি হন কিন্তু অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারনে তথায় পড়ালেখা করা সম্ভব হয়নি। বিধায় ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা শিবপুর, আটঘরিয়া, পাবনা হতে ১৯৫৮ সনে ফাজিল পাশ করার পর বৈবাহিক জীবনে পর্দাপন করেন। তারপর ১৯৬০ সনে সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল পাশ করেন এবং মুয়াল্লিম ও ইমাম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

কর্মজীবনঃ-

১৯৬০ সনে কামিল পাশের পর ভাউডাঙ্গা মাদ্রাসায় হেড মাওলানা হিসেবে যোগদান করেন এবং তথায় ৬ মাস চাকুরী করেন এবং ১৯৬২ সাল হতে ১৯৬৬ সন পর্যন্ত আরিফপুর সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা মৌলভী পদে চাকুরী করেন। পরবর্তীতে সুপার পদে পদোন্নতি হয়। তারপর ১৯৬৭ সন হতে ১৯৬৯ পর্যন্ত পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় প্রভাষক (আরবী) পদে চাকুরী করেন ও ১৯৭০ সন হতে অবসর গ্রহনের পূর্ব পর্যন্ত মুহাদ্দিস হিসেবে চাকুরী করেন বর্তমানে তিনি ছয় ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। ছেলে ও জামাতারা সবাই সম্মান জনক চাকুরীতে রত আছেন।[১৯]

---

[১৮] ০১/০৩/২০০০ ইং তারিখে গবেষক মাওলানা মোঃ আব্দুল মাজেদ সালাফীর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও পরবর্তীতে তাঁর ছেলে এর থেকে বিবৃত তথ্যানুসারে।

[১৯] ০৪/০৫/১৯৯৯ ইং তারিখে মাওলানা শহিদুল্লাহ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আহমাদ হুসাইন কাছেমী

শায়েখুল হাদীস জামেয়ারে আশরাফিয়া, পাবনা।

মাওলানা মোঃ আহমাদ হুসাইন কাছেমী, পিতা- মরহুম মহি উদ্দিন আহমাদ[২০] গ্রাম বাচামারা উপজেলা দৌলতপুর জেলা মানিকগঞ্জ ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ-

বাচামারা জুনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষা জীবন শুরু করেন এবং ছয় বছর যাবৎ তথায় পড়ালেখা করেন। তারপর বিভিন্ন কিরাতিয়া মাদ্রাসায় কেরাত ও আরবী শিক্ষা করেন। তারপর ঢাকার বড় কাটারা মাদ্রাসা হতে নিয়মতান্ত্রিক মাদ্রাসা পড়া শুরু করেন এবং তথায় নাহুমির পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অতঃপর লালবাগ জামেয়ায়ে কোরানিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১. হেদায়া, ২. মাকামাত পড়েন এরপর ১৩৭৪ হি. সনে দারুল উলুম দেওবন্দ[২১] যান ও ১৩৭৮/৭৯ হি. পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে পড়ালেখা করেন। তন্মধ্যে যেমন সৌরজগত, যুক্তিবিদ্যা, গণিত বিষয় ছাড়াও আরবী সাহিত্য বিষয়ে অধ্যায়ন করেন এবং দায়রায়ে হাদীস পাশ করেন ও প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করেন।

কর্মজীবনঃ-

১৯৬০ সনে ঢাকা ঘোড়াশাল জামালপুর কওমী মাদাসায় চাকুরীর মাধ্যমে কর্ম জীবন শুরু করেন। তারপর নিজ জেলা মানিকগঞ্জের দৌলতপুর থানার বাঘুটিয়া ইসলামপুর দারুচছুন্নাহ মাদ্রাসায় ১৯৬৭ সনের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চাকুরী করেন। ১৯৬৭ সনের নভেম্বর মাসে ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় ২য় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন এবং ১৯৭২ সনে প্রথম মুহাদ্দিস পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

---

[২০] মাওলানা মোঃ মহিউদ্দিন আহমাদ ভারতের ফুরফুরা মাদ্রাসা হতে ফাজিল পাশ করেন। একজন বিখ্যাত আলিম ও সুফি ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনেক কিতাব লেখা আছে তন্মধ্যে ১। আল কামুস,২। তাফসীরুল কোরান বিখ্যাত।

[২১] দেওবন্দ আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ইহাকে এশিয়ার আজহার নামে অবহিত করা হয়। ইহা ভারতের উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক শহরে ১৫ই মুহাররম ১২৮৩ হিঃ ৩০ শে মে ১৮৬৬ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত করুন হয়ে দাড়েছিল। ১৯৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাজয়ের কারনে ভারতের মুসলিমরা সব দিক দিয়ে অসহায় হড়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ধর্মীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার চেতনাকে জাগরুক রাখা ও সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের মুকাবেলায় মুসলিম শক্তিকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ ও মুজাহিদ মাওলানা কাসিম নানুতবীর নেতৃত্বে (১২৪৮ হি./১৮৩২ খৃ.১২৯৭ হি./১৮৮০ খৃ.) দেওবন্দ ছাত্তা মসজিদে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ প্রথম শুরু হয়।এই মহান কার্যে তার সহযোগী ছিলেন সিপাহী বিপ্লবের শামিলী যুদ্ধের সেনানায়ক হাজী ইমদাদ আল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, ১৮০৫-১৮৯৯ খৃ. রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, (১৮২৯-১৯০৫খৃ) হাজী আবিদ হুসাইন, মুআল ফাকারআলী দেওবন্দী, ফাদল আল রাহমান উছমানী প্রমুখ। (স.ই.বি. ইসলাম খ. ২য় খৃ. ১৯৮৭ ব.১৪০২ পৃ. ১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে উপাধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন এবং ১৯৮০ সন পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ পদে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করনে। জনাব মাওলানা ছদরুদ্দীন আহমাদ তৎকালীন কমিটি কর্তৃক ২২/০৬/১৯৯০ তারিখে বরখাস্ত হবার পর ২৩/০৬/১৯৯০ ইং তারিখ হতে আহমাদ হুসাইন কাছেমী কে কমিটি কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকাকালীন মাদ্রাসা অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সাথে পরিচালনা করেন এবং শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে সক্ষম হন, যা ইতিপূর্বে সম্ভব হয়নি। তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় ০৩/০৫/১৯৯৪ ইং সনে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর পাবনা জামেয়ায়ে আশরাফিয়া মাদ্রাসায় ১৯৯৭ ইং সনে শায়খুল হাদীস পদে যোগদান করেন ও অদ্যাবধি উক্ত পদে কর্মরত আছেন। বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা গঠনমুলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে করাচীতে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক সেমিনারে তাঁর উর্দ্দুতে লিখিত ও উপস্থাপিত (উমমতে মুসলিমাহ) নামক প্রবন্ধটি বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হয়।[২২]

মোঃ খায়রুজ্জামান

সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

জনাব মোঃ খায়রুজ্জামান ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সনে পশ্চিম বাংলার চবিবশ পরগনা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম ইউসুফ আলী। বর্তমানে পাবনা শহরের কাচারীপাড়ার (কদমতলা) স্থায়ী বাসিন্দা।

401814

পশ্চিম বাংলার পৈত্রিক বাড়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা শুরু করেন। এরপর ১৯৬১ সনে নাটোর জেলার বড়াই গ্রাম হাইস্কুল হতে এস,এস,সি ১৯৬৩ সনে পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববদ্যালয় কলেজ হতে এইচ,এস,সি ১৯৬৭ সনে বি,এ অনার্স (বাংলা) ও ১৯৬৮ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম,এ ডিগ্রী লাভ করেন।

২২/০৮/১৯৭০ সনে পাবনা শহীদ বুলবুল কলেজে প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ৩১/১২/১৯৭৯ সন পর্যন্ত তথায় চাকুরী করেন এবং ০১/০১/১৯৮০ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় প্রভাষক (বাংলা) হিসেবে যোগদান করে। বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) হিসেবে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় চাকুরী করছেন।

তিনি একজন সুলেখক ও সাহিত্য সেবক। তাঁর লিখিত কয়েকটি ছোটগল্প বিভাগীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন ভালবাসা সোনার হরিণ, এই বৈশাখে এই অবেলায় ও এক নদী রক্ত।

---

[২২] ১১/০৮/২০০০ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তার কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে (১) পুষ্পিত সুর্যের জন্য (২) দুঃখ আমার সুখ (৩) নিঃশব্দ কান্নার গান। তার প্রকাশিতব্য বৃহত কলেবরের উপন্যাসঃ দিনান্তে নিশান্তে জনাব খায়রুজ্জামান বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর দীর্ঘদিন ধরে প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শ্বিবিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষক। তিনি পাবনা টেক্সটাইল কলেজ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ড কালীন শিক্ষকতা করছেন।[২০]

মাওঃ মোঃ ছফি উল্লাহ

১ম মুহাদ্দিস, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

০১/০৯/১৯৪৯ ইং তারিখে বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী থানাধীন মধ্য শিমুলিয়া গ্রামে পিত্রালয়ে এক শুভমুহুর্তে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রহমত উল্লাহ সরকার।

চাচাতো বড় ভাই মোহাম্মাদ আলী ও সহোদর ভাই ছমির উদ্দিন ওরফে আনোয়ার হুসাইনের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। তারপর মানিকগঞ্জ জেলার বাচামারা ইউনিয়নের ইসলামপুর মাদ্রাসায় ভর্তির মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন। এরপর ময়মনসিংহ জেলার ইসলামপুর মাদ্রাসা হতে কাফিয়া পড়েন। তারপর ফরিদপুর ঘরিসর থানার সুরশ্বের কাওমী মাদ্রাসা হতে শরহে জামী, শরহে বেকায়া এবং ময়মনসিংহ দূর্গাপুর থানার মৌ কওমী মাদ্রাসা হতে শরহে বেকায়া অংশ বিশেষ পড়েন। অত:পর ঢাকার বড় কাটারা মাদ্রাসায় হেদায়া ১ম মুতানাব্বী মুখতাছারুল মায়ানী, মুয়াল্লামুল উলুম, মুসাল্লামাতুস সুবুত, অধ্যায়ন করেন এবং বড় কাটারা মাদ্রাসায় অধ্যায়ন কালে কিশোরগঞ্জ হযরত নগর মাদ্রাসা হতে ১৯৬২ সনে দাখিল ১ম বিভাগে পাশ করেন এবং লালবাগ জামেয়ায়ে কোরআনিয়া আরাবিয়াহ হতে মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। সে সময়ে তার শিক্ষক ছিলেন হাফেজ্জী হুজুর (র) শায়েখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ও হেদায়েতুল্লাহ সাহেব। এছাড়া ১৯৬৬ সনে সাঁথিয়া বোয়ালমারী সিনিয়র মাদ্রাসা হতে আলিম পরীক্ষা ২য় বিভাগে পাশ করেন ও ১৯৬৮ সনে ঐ একই মাদ্রাসা হতে ফাজিল ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর টাংগাইল দারুল উলুমুল মাদ্রাসা হতে ১৯৭২ সনে কামিল ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এছাড়াও টাংগাইল মোহাম্মাদ আলী কলেজ থেকে ১৯৭১ সনে আই,এ ২য় বিভাগে ১৯৭৩ সনে বি,এ ২য় শ্রেণীতে পাশ করেন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে এম,এ ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনঃ-

১৯৭৩ সনে টাংগাইল আলীয়া মাদ্রাসায় হেড মাওলানা হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৭৮ সনে অতিরিক্ত মুহাদ্দিস হিসেবে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। তারপর

---

[২০] ১৪/০৩/২০০০ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও তাঁর প্রদত্ত লিখিত তথ্যানুযায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

০১/০১/১৯৮১ সনে হতে অদ্যাবধি মুহাদ্দিস পদে সুনামের সাথে ইলমে হাদীসের খেদমত করে যাচ্ছেন। তিনি "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত পরিচিতি" নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। যা নভেম্বর ১৯৮৮ সনে প্রকাশিত যয়।[২৪]

মুহাম্মদ আবু হানিফা

সাবেক অধ্যক্ষ,
সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ।

১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখে পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার অর্ন্তগত আমোষ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম আছির উদ্দিন।

তিনি প্রাথমিক লেখাপড়া সাঁথিয়াতেই করেন। অতঃপর ১৯৬০সনে বোয়ালমারী সিনিয়র মাদাসা হতে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে মেধা তালিকায় ১৯তম স্থান অধিকার করেন এবং ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা শিবপুর, আটঘরিয়া, পাবনা হতে ১৯৬৪ সনে আলিম পরীক্ষায় ১ বিভাগে ১৮তম স্থান অধিকার করেন। এরপর ঐ একই মাদ্রাসা হতে ১৯৬৬ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১০তম স্থান অধিকার করেন। তারপর পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৬৯ সনে কামিল হাদীসে ১ম শ্রেণীতে পাশ করে। ১৯৬৮ সনে পাবনা নৈশ কলেজ হতে আই,এ পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১৩তম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর পাবনা এ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ হতে ১৯৭০ সনে বি,এ অনার্স (বাংলা) ২য় শ্রেণী ও ১৯৭১ সনে এম,এ (বাংলা) ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ করেন।

ছাত্র জীবনে কৃতত্বের স্বাক্ষর রাখার কারনে ঐতিহবাহী পাবনা আলীয়াতে মাদ্রাসা গভর্নিং বডি কর্তৃক ০১/০৭/১৯৭১ তারিখে মুহাদ্দিস পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। আর এরই মধ্যে দিয়ে কর্মজীবনের সুত্রপাত হয় এবং ১৩/১১/১৯৮২ ইং তারিখ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন, তারপর ১৪/১১/১৯৮২ ইং তারিখ হতে ২১/১১/১৯৮৩ পর্যন্ত শরৎনগর সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা, ভাঙ্গুড়া, পাবনায় অধ্যক্ষ পদে চাকুরী করেন এবং ২২/১১/১৯৮৩ ইং তারিখ হতে ১০/০৯/১৯৯০ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ হাজী আহমদ আলী আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে চাকুরী করেন। এরপর ১৫/০৯/১৯৯০ ইং তারিখে হতে ২৮/০২/৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত জামালপুর মালঞ্চ আল-আমিন জামিরিয়া আলীয়া মাদ্রাসা শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ০১/০৩/১৯৯৯৫ ইং তারিখ হতে অদ্যাবধি মশিপুর সরিষাকোল ফাজিল মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্বেরত আছেন। তিনি কর্মজীবনের প্রায় সবটায় মাদ্রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর এ কর্মমুখর জীবনের গৌরবউজ্জল অধ্যায়ের স্বীকৃতি স্বরুপ

---

[২৪] ১৯/১১/১৯৯৯ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সনে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এ যাবত ৫ বার জেলা উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত হন।

এই জ্ঞান তাপস ও পন্ডিত ব্যক্তি তার মেধা ও মননের দ্বারা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সুদূরপ্রসারী ভুমিক রাখেন উদাহণর স্বরুপ যার দু একটি উল্লেখিত হলো যেমন "মানব জীবনে আল কোরআনের আবদান" নামক একটি তথ্যবহুল বই তাঁর মৌলিক রচনা। যা ১০ই ডিসেম্বর ১৯৯২ ইং তারিখে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়া মানব জীবনে আল হাদীসের অবদান নামক আরো একটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে দৈনিক, সাপ্তাহিক, বাষিকী ও সাময়িকীতে তার অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

* পাকিস্থান আমলে সাপ্তাহিক "জাহানে নও" পত্রিকায় বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সঃ) শীর্ষক প্রবন্ধ বেশ কিছুদিন ধরে প্রকাশিত হয়।

* ঐ একই সময় সাপ্তাহিক "নাজাত" পত্রিকায় "আদর্শ সমাজ গঠনে মহানবীর অবদান" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

* দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় ছাত্র সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

* পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা "বার্ষিকী আল-হক" এ "সাম্য ও মানবতার ধর্ম ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধ ১৯৭৫ সনে প্রকাশিত হয়। এছাড়া "আল-হেলাল" ও "আসসিরাজ" নামক বার্ষিকীতে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ হয়।

* "রাষ্ট্র নায়ক মহানবী (সঃ)" শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহুত রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হন। তিনি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। যেমন ১৯৭১ সন হতে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত বোয়ালমারী গভর্নিংবডির সদস্য থেকে দায়িত্ব পালন করেন।

* তাছাড়া স্বীয় এলাকার যুব উন্নয়ন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া এলাকার মাদ্রাসা মসজিদ ও গোরস্থান কমিটির সাথে জড়িত থেকে জনকল্যান মুলক কাজে নিয়োজিত আছেন।[১৩]

---

[১৩] ২০/০৮/১৯৯৯ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মুহাম্মাদ আবু হানিফা সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

এ,এস,এম আব্দুল গফুর

অধ্যক্ষ,

ধুলাউড়ী কাওছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, সাঁথিয়া পাবনা।

এ,এস,এম আবদুল গফুর গ্রাম স্বরগ্রাম ডাকঘর তেবাড়িয়া থানা সাঁথিয়া জেলা- পাবনা পিতা মরহুম সিফাতুল্লাহ, দাদা-আমির প্রামানিক, বংশীয় ও সৌখিন ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যেকটি এলাকার বিখ্যাত ও নামকরা বস্তু তার নিকট পাওয়া যেত। জমিদার রায় বাহাদুর স্বরগ্রাম তাঁর বাড়ির বাগান ও সৌখিন বস্তু দেখতে যেতেন।

জনাব আব্দুল গফুর সাহেব ০১/১/১৯৫৪ সনে স্বরগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৫৯ সনে তেবাড়িয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসার শুরু করেন। এরপর হোগলবাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসায় ১৯৬২ সনে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৬৩ সনে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং বালিজুড়ি সিনিয়র মাদ্রাসা মাদারগঞ্জ জামালপুরে ভর্তি হন ও ১৯৬৭ সনে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তারপর পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসায় ফাজিল শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৬৯ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯৭২ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কামিল হাদীসে ১ম শ্রেণীতে মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।[১] এরই সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানিক ভাবে মাদ্রাসায় পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। অতঃপর ১৯৭২ সনে আতাইকুলা কলেজের সর্বপ্রথম ব্যাচে পরীক্ষা দিয়ে আই এ তে ১ম বিভাগ পেয়ে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৯৮৮ সনে বি,এ প্রাইভেট ভাবে এ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরীক্ষা দেন এবং ১ম বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৯২ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে এম,এ পরীক্ষায় দিয়ে উচচতর দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত হন। এর মধ্যদিয়ে ছাত্র জীবনের সমাপ্তি হয়।

এবার ছাত্র জীবনের নিয়মতান্ত্রিক পড়ালেখার অবসান হওয়ার পর কর্মজীবন শুরু করেন সর্ব প্রথম ০১/০৬/১৯৭২ হতে ৩০/১১/১৯৭৩ ইং তারিখ পর্যন্ত শড়াডাঙ্গী দাখিল মাদ্রাসা সহকারী মৌলভী পদে চাকুরী করেন। এরপর ০১/১২/১৯৭৩ ইং সনে হতে ২৮/০২/১৯৭৪ ইং তারিখ পর্যন্ত আরিফপুর সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী পদে চাকুরী করেন। তারপর ০১/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখ হতে ৩১/১২/১৯৮৪ পর্যন্ত পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস পদে চাকুরী করেন। এরপর ০১/১/১৯৮৫ তারিখে হতে অদ্যাবধি ধুলাউড়ী কওছারিযা আলীয়া মাদ্রাসায় এই প্রখ্যাত আলেম অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন। উল্লেখ যে, মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেব স্বীয় কর্মদক্ষতা নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার কারণে ১৯৯৩ সনে সাথিয়া থানা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন।

[১] পা আ মাতে সংরক্ষিত ফলাফল বহি হতে উল্লেখিত।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যেমন তিনি স্বরগ্রাম দাখিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, এছাড়া এলাকার মাদ্রাসা মসজিদ, গোরস্থান, ঈদগাহ, মকতব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত। এই জ্ঞানতাপস বিভিন্ন সময় দৈনিক পত্রিকা ম্যাগাজিন ও বার্ষিকীতে প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। রাষ্ট্রপতি ও রাষ্টনায়ক হিসেবে মহানবী (সঃ) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১৯৭৫ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা বার্ষিকী (আল-হক) ৩য় সংখ্যা এ প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তার ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার। যেমন তিনি স্বরগ্রাম যুব সমিতির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন।[২১]

মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

মুহাদ্দিস (১৯৮৬ -১৯৮৮)
পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক গ্রাম গাংধাইর ডাক বিশই সাওরাইল থানা পাংশা জেলা রাজবাড়ী ১৬/০৩/১৯৬০ ইং তারিখে বুধবার নানাবাড়ী বড় কোলাতে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ফখর উদ্দিন আহমদ বর্তমান ঠিকানা ৪৮ আবুল হোসেন সড়ক, ওয়ারলেস পাড়া, ঝিনাইদহ।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যলয়ে লেখাপড়া মাধ্যমে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তারপর বয়রাট মাজাইল ফাজিল মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করেন এবং ১৯৭৮ সনে দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সাধারণ গ্রুপ হতে ১ম বিভাগে মেধা তালিকায় ১০ স্থান অধিকার করেন। ১৯৮০ সনে আলিম পরীক্ষায় মানবিক হতে ১ম বিভাগে মেধা তালিকায় ৮ম স্থান, ১৯৮২ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৬৪ তম স্থান অধিকার করেন। এ যাবৎ বয়রাট মাজাইল ফাজিল মাদ্রাসায়ই পড়ালেখা করেন। তারপর ১৯৮২ সনে ফাজিল পাশ করার পর উত্তর বংগের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন ও ১৯৮৪ সনে কামিল হাদীস বিভাগে হতে ১ম শ্রেণীতে মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করে। ১৯৮৮ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ (কেশবচন্দ্র হতে বি,এ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় দিয়ে ১ম বিভাগে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৯১ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে এম,এ ১ম শ্রেণীতে মেধাতালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করেন। সর্বশেষ ১৯৯৭ সনে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি,এড পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ৯ম স্থান অধিকার করেন।

---

[২১] ২৬/০৭/২০০০ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক জনাব এ,এস,এম আব্দুল গফুর এর সাথে সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

এ অতীব মেধাবী স্বনামধন্য ব্যক্তি ১৯৮৪ সনে কামিল পাশ করার পড়েই ১০/১০/১৯৮৪ ইং তারিখে নওহাটা আলিম মাদ্রাসা, রাজশাহীতে সহকারী মৌলভী পদে যোগদানের মাধ্যদিয়ে চাকুরী জীবন শুরু করেন। তথা হতে ২/০২/১৯৮৫ সন তারিখে রাজশাহী দারুসসালাম আলীয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। ০৭/১২/১৯৮৬ সন হতে ৩১/০৮/১৯৮৮ তারিখ পর্যন্ত পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে ও ০১/০৮/১৯৮৮ হতে ২১/০৫/১৯৯১ পর্যন্ত ঝিনাইদহ সিদ্দিকিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তারপর উচচ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের অধীনে সরকারী স্কুল সমুহের সহকারী শিক্ষক পদে পরীক্ষা দিয়ে ২২/০৫/১৯৯১ তারিখে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন ও ১৩/০৮/১৯৯৪ পর্যন্ত কুষ্টিয়াতে তারপর ১৪/০৮/১৯৯৪ সন হতে অদ্যাবধি ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

সাহিত্যচর্চা

এ শিক্ষানুরাগী, অধ্যাবসয়ী ও জ্ঞানী ব্যক্তিটি কর্মজীবনে সাহিত্যাংগনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। তাছাড়া মুসলিম সমাজের বিভিন্ন বিভেদ পুর্ন বিষয়ে লিখনীর মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানে সদাতৎপর।

তার একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার রয়েছে। তাতে বাংলা, আরবী, উর্দুও ইংরেজীতে রচিত অনেক বই পুস্তক রয়েছে। তিনি কিছু পান্ডুলিপিও প্রস্তুত করেছেন। এগুলোর কিছু বই ও প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশিত- অপ্রকাশিত বই ও পান্ডুলিপি গুলো হচেছঃ

- ইসলামের জনাযার বিধান- প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমদ, ঝিনাইদহ।
- আরবী ২য় পত্র (গাইড) আলিম শ্রেনীর জন্য যৌথভাবে রচিত- প্রকাশক স্কলার লাইব্রেরী, ঢাকা।
- তারাবীহ নামায (অপ্রকাশিত)
- মাযহাব মানা ফরয কি? (অপ্রকাশিত)
- ঐ সকল হারাম যা জনগন হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব (অপ্রকাশিত)
- সিয়ারুল আমিন আল মামুন (অনুবাদ অপ্রকাশিত) শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) রচিত ফারাসী ভাষায় রাসুলের জীবনী
- হাকীকাতুল ইনতিছার (অনুবাদ অপ্রকাশিত)
- প্রচলিত মিলাদঃ কুরআন, সুন্নাহ ও ইতিহাসের আলোকে।

Dhaka University Institutional Repository

- আমাদের আদর্শিক দুরবস্থা- কুষ্টিয়া জেলা স্কুল বার্ষিকী-১৯৯২[২৮]
- যে অতিন্দ্রিয় জগত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে (ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী-৯৬)
- শিক্ষা ও মূল্যবোধ (ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী-২০০০)
- বঙ্গবাণী কবিতা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা (ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী-২০০০)
- ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয়ের ইতিহাস (ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী-২০০৩)
- বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় শিক্ষা- (ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী-২০০৩)
- সাহিত্যের কিছু দিক (ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী-২০০৩)
- মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলাম শিক্ষা পাঠদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন (ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী-২০০৩)[২৯]
- মাদ্রাসা শিক্ষা বাস্তবতা ও দাবী (৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরনিকা বয়রাট মাজাইল ফাজিল মাদ্রাসা রাজবাড়ী)
- স্মৃতিটুকু থাক-(৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরনিকা বয়রাট মাজাইল ফাজিল মাদ্রাসা রাজবাড়ী)
- দাড়ি কামান হারাম- মূল আব্দুল আযীয বিনবায-আত-তাহরীক, রাজশাহী মার্চ ২০০৩ ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
- কর্মক্ষেত্রে নারী- পুরুষের পারস্পারিক অংশ গ্রহনের বিপদ। আত-তাহরীক রাজশাহী অক্টোবর-নভেম্বর ২০০০-৪র্থ বর্ষ ১ম ও২য় সংখ্যা- মুল আব্দুল আযীয বিনবায।
- উছুলে ফিকহ ও ফিকহের মধ্যকার বৈপরীত আত-তাহরীক।" রাজশাহী এপ্রিল-২০০১ ৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যা
- চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ইসলাম- "আত-তাহরীক" রাজশাহী, জুলাই ২০০১ ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা।[৩০]

---

[২৮] কুষ্টিয়া জেলা স্কুল বার্ষিকী ১৯৯২।

[২৯] ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী ১৯৯৬, ১৯৯৭, ২০০০, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী

- ইসলাম ও গান
- মহিলাদের মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামাযের জামায়াত জুময়া ও ঈদে অংশ গ্রহণ।
- স্ত্রীর উপার্জন ব্যয়ের অধিকার কার
- কুরআনের আলোকে পৃথিবীতে কুরআন কেন এসেছে এবং আজকের মুসলমান তা দিয়ে কি করছে?
- বাংলাদেশের জমিতে ওশর ও খারাজ বা খাজনার ইসলামী বিধান।
- একজন সহৃদয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের কথা শোন ইত্যাদি এছাড়াও স্থানীয় ভাবে প্রকাশিত পত্র পত্রিকায় তিনি লেখালেখি করে থাকেন। তার লেখায় একটি সংস্কারধর্মী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম সমাজ যে কুরআন হাদীস থেকে দুরে সরে গেছে। কুরআন সুন্নাহ এবং আজকের বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে আমাদের সামনে এগোতে হবে সে আহবানই তার লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের নিকট তিনি যথেষ্ট প্রিয়। তিনি শিক্ষন-শিখন নীতিমালা অনুযায়ী অত্যন্ত গ্রহণীয় পন্থায় ছাত্রদের পাঠদান করেন যা সর্বপ্রকার ছাত্রদের জন্য আত্মস্থ করা সহজ হয়। তার মধ্যে আরও একটি বড় গুন হলো তিনি যথেষ্ট দায়িত্ব সচেতন, কর্ম সম্পাদনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০২ ইং সনে উদযাপিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে তিনি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হন এবং গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক স্বর্নপদক প্রাপ্ত হন।

সদালাপী এই মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং ৪ কন্যা ও ১ পুত্রের জনক। [৩১]

---

[৩০] "আত-তাহরীক" রাজশাহী অক্টোবর, নভেম্বর, ২০০০, এপ্রিল ও জুলাই ২০০১, মার্চ ২০০৩।

[৩১] উল্লেখিত তথ্য জনাব আবদুল মালেক কর্তৃক ২১/০৮/২০০৩ ইং তারিখে প্রেরিত লিখিত তথ্য হতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ আনছারুল্লাহ

১৯৭০ সনের ১লা জানুয়ারী পাবনা জেলার ইশ্বরদী থানাধী জয়নগর গ্রামে জম্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ আলী।

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামেই শুরু করেন। তারপর ধানায়দহ সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা নাটোর-এ ভর্তি হন ও ১৯৮৫ সনে দাখিল পরীক্ষায় ২য় বিভাগ ১৯৮৭ সনে আলিম পরীক্ষায় ২য় বিভাগ ও ১৯৮৯ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে পাশ করেন। তারপর শহিদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা শেরপুরে ভর্তি হয়ে ১৯৯১ সনে কামিল হাদীস বিভাগ হতে ২য় শ্রেণীতে কামিল পাশ করেন এবং ১৯৯৩ সনে মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা হতে কামিল তাফসীর বিভাগ হতে ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ১৯৯১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি,এ ২য় শ্রেণী ও ১৯৯৩ সনে এম,এ ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পড়া লেখা সমাপ্ত করেন।

নওগা নামাজ গড় আলীয়া মাদ্রাসায় ০১/০১/১৯৯৪ ইং তারিখে মুফাস্সির পদে চাকুরীতে যোগদানের মধ্যে দিয়ে কর্ম জীবনের সুচনা হয় ও ০৩/০৭/১৯৯৫ ইং তারিখে পর্যন্ত তথায় চাকুরী করেন। তারপর ০৪/০৭/১৯৯৫ ইং তারিখে হতে অদ্যাবধি পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে উপাধ্যক্ষ পদে চাকুরী অবস্থায় ০৪/০১/২০০১ ইং তারিখ হতে ১৫/০৪/২০০৩ ইং তারিখ পর্যন্ত অধ্যক্ষের অবর্তমানে ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মজীবনের নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মাঝে মধ্যে সাহিত্য রচনা করেন, যেমন পাবনা জেলা হতে প্রকাশিত "দৈনিক নির্ভর" পত্রিকা - ২০০০ এর রমজান মাস ব্যাপী রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য শিরোনামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এছাড়া জাতীয় পত্রিকা "দৈনিক সংগ্রাম" এ ১৯৯৫ ইং সনে "মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব ও তৎপর্য" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে লেখালেখির অভ্যাস রয়েছে।

জনাব আনছারুল্লাহ সাহেব বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কর্মকান্ড ও জাতীয় খেদমত করে যাচেছন। যেমন তিনি চররুপপুর দাখিল মাদাসা, ইশ্বরদী, পাবনা, মানিক নগর এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ঈশ্বরদী পাবনা, এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি জয় নগর বাবুল জান্নাত জামে মসজিদ এর প্রতিষ্ঠাতা ও খতীব।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবী আদায়ের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন জমিয়াতুল মুদাররেসীন বাংলাদেশের পাবনা জেলা শাখার ২০০১ ইং হতে ২০০৫ সন পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাছাড়া তিনি উক্ত সংগঠন এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়া ১৯৯৬ সনে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সমগ্র বাংলাদেশের কামিল মাদ্রাসার শিক্ষকদের দু মাস ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী হিসেবে যোগদান করেন এবং উক্ত কোর্সের দল নেতা নির্বাচিত হয় এবং প্রশিক্ষণ কীতৃত্ব অর্জন করেন।[২১]

মুহাঃ আবু ইউছুফ

উপাধক্ষ্য

বোয়ালমারী আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনা।

মুহাঃ আবু ইউছুফ পাবনা জেলার সাথিয়া থানার বেড়া-সোনাতলা গ্রামে ০১/০১/১৯৪৪ ইং তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে দক্ষিন বোয়ালমারী সাথিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯৫৬ সনে পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা হতে দাখিল ২য় বিভাগে ১৯৬০ সনে আলিম ১ম বিভাগ ১৯৬২ সনে শিবপুর ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা হতে ফাজিল ২য় বিভাগে ও ১৯৬৪ সনে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল ২য় বিভাগে পাশ করেন। ১৯৬৮ সনে পাবনা এ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হতে বি,এ ৩য় বিভাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ হতে ১৯৭২ সনে বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসাবে ২য় শ্রেণীতে এম,এ পাশ করেন।

কর্মজীবনঃ- ১৮/০২/১৯৬৫ সন হতে ২১/১০/১৯৬৬ পর্যন্ত পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী হিসেবে চাকুরী শুরু করেন। এরপর ২২/১০/১৯৬৬ হতে বোয়ালমারী সিনিয়র মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত।[২২]

---

[২১] ১৬/০৬/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[২২] উল্লেখিত তথ্য ১৬/০৯/২০০১ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

এ যাবৎ উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর পরিসংখ্যান ও মেধা তালিকায় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা

Dhaka University Institutional Repository

এ যাবৎ উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর পরিসংখ্যান ও মেধা তালিকায় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা

উত্তরবঙ্গের অতীব প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা ১৯১৯ সনে কতিপয় হাফেজকারী ও শহরের অন্যান্য সমাজ দরদীর সহানুভূতি ও সাহায্য নিয়ে চাঁপাবিবির মসজিদে মাদ্রাসাটির যাত্রা শুরু হয়।[১]

শুরুতে মাদ্রাসাটি ইসলামিয়া জুনিয়র মাদ্রাসা হিসেবে সূচনা হয়। এ সময়ে মাদ্রাসাটির সাথে সরকারের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা ছিল না। ফলে ১৯১৯-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বোর্ডের কোন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে নাই। ১৯৫৪ সনে সর্বপ্রথম দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।[২] এ সময়ে প্রথম ব্যাচে পাশ করেন মাওলানা আক্কাস আলী।[৩] তবে ১৯৬২ সনের পূর্বের ফলাফল সম্বলিত কোন তথ্য মাদ্রাসা অফিস দিতে পারে নাই, বিধায় ১৯৬২ সনের পূর্বে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর পরিসংখ্যান প্রদান করা সম্ভব হল না। এ মাদ্রাসা হতে ১৯৬৭ সন হতে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীতে মোট ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান অধিকার করেন। তন্মধ্যে জনাব মুহাম্মদ আশরাফ আলী, পিতা- আ,ন,ম মোঃ হুসাইন, সহকারী অধ্যাপক, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা, ১৯৭১ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৬৯ সনে দাখিল পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ, ১৯৭৩ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ৮ম ও ১৯৭৫ সনে কামিল হাদীস বিভাগ হতে ৫ম স্থান অধিকার করেন। তাছাড়া মোঃ সালাহ উদ্দিন, পিতা- মোঃ নিযাম উদ্দিন, গ্রাম নুরদহ, ডাক- নুরদহ, থানা- সাঁথিয়া, জেলা- পাবনা, ১৯৮৬ সনে আলিম বিজ্ঞান বিভাগ হতে সম্মিলিত মেধাতালিকায় ১ম স্থান অধিকার করেন। নিম্নে মাদ্রাসায় সংরক্ষিত ফলাফল বহির তথ্য অনুযায়ী ১৯৬২ সন হতে ২০০২ সন পর্যন্ত মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর পরিসংখ্যান ও ১৯৬৭ সন হতে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা প্রদান করা হলো।

---

[১] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস, খ. ২য় খৃ. ১৯৮৬ পৃ.৫৬

[২] মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেব কর্তৃক বিবৃত, যিনি সাবেক অধ্যক্ষ ছিলেন।

[৩] মাওলানা আক্কাস আলী যিনি পাবনা সরকারী উচচ বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মাওলানা ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত, উপস্থাপক ও সাংস্কৃতি সেবী হিসেবে তার সুনাম রয়েছে।

সনওয়ারী কেন্দ্রীয় পরীক্ষার অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর পরিসংখ্যান

সন	দাখিল					আলিম					ফাজিল					কামিল				
	অংশগ্রহনকারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	অংশগ্রহনকারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	অংশ গ্রহনকারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	অংশ গ্রহনকারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ
১৯৬২	১০	০৭	০১	০২	০৩	০৮														
১৯৬৩	১০	০৫	০৩	০১	০১	১০	০৮	০১	০১											
১৯৬৪	০৬	০৩	০১	০১	০১	০৮	০৮	-	০৪	০৪	১৪		-	০৭						
১৯৬৫	০৪	০২	-	০২		২১	২০	০১	০৫	১৪	১৮	১৬	-	১০	০৬					
১৯৬৬	১০	০৮	০২	০৬	-	৩০	২৩	০১	০৬	১৬	৪৬	২৯	-	১২	১৭					
১৯৬৭	১১	০৭	-	০৭	-	০৯	০৬	০১	০৩	০২	৫৬	৪২	০২	২০	২০	৪৪	৩৭	০১	০৭	২৯
১৯৬৮	০৬	০৪	-	০১	০৩	১৯	০৪	-	০১	০৩	৫৩	০৭	-	০১	০৬	৫২	২২	-	১১	১৩
১৯৬৯	১০	০৩	০২	-	১	১৫	১১	-	০৭	০৪	৩১	৩০	০২	১৩	১৫	৬৩	২৯	০২	০৯	১৮
১৯৭০	০৫	০৪	০১	০১	০২	১৩	১১	-	০৯	০২	১৬	১৪	০১	০৫	০৮	১৫	১৫	০১	০৩	১১
১৯৭১	০৫	০৫	০৫	-	-	০৭	০৭	০৩	০৪	-	২০	২৫	০৬	১৮	০১	৬৪	৩৭	০২	২৮	০৭
১৯৭২	১৩	১২	০৬	০৬	-	২৬	২৫	১১	১৪	-	২২	২২	০৮	১৩	০১	৬২	৬২	০৫	৪৯	০৮
১৯৭৩	০৮	০৮	-	০৮	-	১৫	১৫	০২	১৩	-	১৭	১৭	০৬	১১	-	৩৮	৩৭	০১	২৬	১০
১৯৭৪	০৩	০২	০১	০১	-	২২	১৯	০১	১৩	০৫	২৩	২২	-	১১	১১	৩০	১৯	০৩	০৭	০৯
১৯৭৫	০৩	০৩	০২	০১	-	১৫	১২	০১	০৫	০৬	১৫	১২	০১	০৮	০৩	১৫	০৮	০১	০২	০৫
১৯৭৬	০৮	০৮	-	০৫	০৩	০৯	০৯	-	০৪	০৫	২৭	২৩	-	১৪	০৯	১৭	১২	-	০৫	০৭
১৯৭৭	০৩	০১	-	০১	-	০৮	০৭	০১	০৫	০১	১৯	১৪	-	০৬	০৮	৫৩	৩৩	-	১০	২৩
১৯৭৮	০২	০১	-	০১	-	সাঃ ০৬	০৫	০১	০২	০২	১৮	১৫	০১	০৮	০৬	৪৮	৩০	০১	১৩	১৬
						বিঃ ০৬	০৬	০১	০৫	-										
১৯৭৯	০৬	০৪	০১	০৩	-	সাঃ ০৩	০২	০১	০১	-	১২	০৬	-	০২	০৪	৩০	১২	-	-	১২
						বিঃ ০৮	০৭	-	০৫	০২										
১৯৮০	১৪	১৩	০২	০৭	০৪	১১	০৯	০৩	০৪	০২	২৭	১১	-	০৫	০৬	২৫	০৮	-	-	০৮
১৯৮১	১৮	১৩	০১	০৫	০৭	সাঃ ০৬	০৬	-	০২	০৪	সাঃ ১২	১০	-	০৩	০৭	২১	১৩	-	০৭	০৬
						বিঃ ১০	০৯	০৩	০৬	-	বিঃ ১৩	১১	০১	১০	-					
১৯৮২	১৮	১২	-	০৫	০৭	সাঃ ০৭	০৩	-	০২	০১	সাঃ ১০	০৩	০১	০১	০১	৩৫	২২	-	০১	২১
						বিঃ ১৯	১৩	০১	১১	০১	বিঃ ০৮	০৬	০১	০৫	-					

Dhaka University Institutional Repository

	দাখিল					আলিম					ফাজিল					কামিল				
সন	অংশগ্রহন কারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	অংশগ্রহন কারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	অংশ গ্রহনকারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	অংশ গ্রহনকারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ
১৯৮৩	২০	১৮	০৫	০৯	০৪	সাঃ ০৯	০৯	০১	০৮	--	সাঃ ১৩	১১	০১	০৭	০৩	৩৮	২৪	-	০৯	১৫
						বিঃ ২৮	২২	১২	০৯	০১	বিঃ ১৫	১০	০৫	০৫	-					
১৯৮৪	২২	১৯	০২	১১	০৬	সাঃ ১১	০৮	০১	০৩	০৪	সাঃ ১২	০৮	-	০৩	০৫	৪৮	১৬	-	০৪	১২
						বিঃ ২৮	২৬	০৬	১৬	০৪	বিঃ ২৮	২৬	১০	১৫	০১					
১৯৮৫	সাঃ ১৮	০৯	-	০৪	০৫	সাঃ ৪১	৩১	০১	১৯	১১	সাঃ ৩৮	২৯	-	১৬	১৩	৩৭	২৭	-	১৩	১৪
	বিঃ ৩০	২৮	০৬	১৮	০৪	বিঃ ৪৩	৩৭	১১	১৯	০৭	বিঃ ৩৩	৩২	১৫	১৬	০১					
১৯৮৬	সাঃ ২৬	২২	০৩	১৫	০৪	সাঃ ২৬	১৬	০৩	১৩	--	সাঃ ৩৮	৩৩	-	৩০	০৩	৫৬	৫১	-	২৮	২৩
											মাঃ ০৫	০৪	০৩	-	০১	মাঃ ০৫	০২	০০	০১	০১
	সাঃ ২১	১৯	০৯	১০	০০	বিঃ ৪৭	৪৩	৩২	১১	০০	বিঃ ৪২	৩৯	৩৩	০৬	০০					
১৯৮৭	সাঃ ৫৭	৫০	০৬	৪২	০২	সাঃ ৫১	১৯	০১	০৬	১২	সাঃ ৪৮	২১	০০	১৫	০৬	৭০	৫০	০১	৩১	১৮
	মাঃ ২২	১৯	০৫	১৪	০০											মাঃ ৪৩	২৭	০০	১১	১৬
	বিঃ ৪৭	৩৭	২৩	১৩	০১	বিঃ ৩০	১৫	০১	১৩	০১	বিঃ ৫২	৪২	১৪	১৭	১০					
১৯৮৮	সাঃ ৩৩	২১	০০	১৬	০৫	সাঃ ৭১	৩৮	০০	১১	২৭	সাঃ ৬৫	৪৯	০১	১৯	২৯	১০৩	৫০	০২	১২	৩৬
	মাঃ ২৪	০৭	০০	০৩	০৪															
	বিঃ ৩৯	৩৫	০৯	২৫	০১	বিঃ ৪০	২৬	০৩	২৩	০০	বিঃ ৭০	৬২	০৬	৫২	০৪	মাঃ ৩৯	১৮	০০	১২	০৬
১৯৮৯	সাঃ ৩৬	২৯	০১	২০	০৮	সাঃ ৭৫	১৭	০০	১১	০৬	সাঃ ৬৩	১২	০০	০১	১১	১৩৪	৭২	০০	২৬	৪৬
	বিঃ ৩০	২৩	০৬	১৭	০০	বিঃ ৩৫	১০	০০	০৯	০১	বিঃ ০৫	০৪	০০	০৪	০০					
১৯৯০	সাঃ ৪৭	১৩	০০	১০	০৩	সাঃ ৬৪	৩৭	০০	৩০	০৭	৫৯	৪১	০০	০৫	৩৬	১০০	৮০	০০	৪৩	৩৭
	বিঃ ২৩	১৩	০১	০৮	০৪	বিঃ ৩৯	৩০	০৬	২৪	০০										
১৯৯১	সাঃ ৫৮	২৭	০২	০৯	১৫	সাঃ ৫১	৩২	০১	০৪	২৭	১২	১২	০০	০৬	০৬	৫১	৩৬	০০	১৫	২১
	বিঃ ২৪	২১	০৪	১১	০৬	বিঃ ১৯	০৪	০২	০২	০০										
১৯৯২	সাঃ ৩৪	২০	২১	১২	০৭	সাঃ ৩৬	৩০	০১	০৬	২৩	৬১	২৮	০০	১১	১৭	৫১	৩৫	০০	১০	২৫
						মুঃ ০৮	০৭	০০	০০	০৭										
	বিঃ ১৭	১৫	০০	১২	০৩	বিঃ ০৯	০৭	০৩	০৪	০০										
১৯৯৩	সাঃ ৩১	১৪	০২	০৪	০৮	সাঃ ৪৯	২৯	০১	১১	১৭	৪৪	১৮	০০	০৩	১৫	৫৯	৫১	০০	৪১	১০
	বিঃ ১০	০৭	০১	০২	০৪	বিঃ ১১	০৭	০৩	০১	০৩										
						মুঃ ০৭	০৭	০০	০১	০৬										

Dhaka University Institutional Repository

সন	দাখিল					আলিম					ফাজিল					ফাযিল				
	অংশগ্রহন কারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	অংশগ্রহন কারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	অংশ গ্রহনকারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	অংশ গ্রহনকারী	কৃত কার্য	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ
১৯৯৪	সাঃ ১৭	১১	০২	০৫	০৪	সাঃ ৫৬	১৩	০১	০৭	০৫	৬১	২৬	০১	১৭	০৮	৮২	৪৭	০০	৩৯	০৮
	বিঃ ১৮	১৪	০৫	০৫	০৪	বিঃ ১১	০৫	০২	০৩	০০										
						মুঃ ১৩	০৬	০০	০০	০৬										
১৯৯৫	সাঃ ১৩	০৬	০২	০৩	০১	সাঃ ২৭	১১	০৩	০৪	০৪	১৮	১১	০০	০৬	০৫	৪৬	৩৮	০০	৩২	০৬
	বিঃ ১১	১১	০৩	০৮	০০	বিঃ ০৩	০২	০০	০১	০১										
						মুঃ ১৫	১৩	০০	০৩	১০										
১৯৯৬	সাঃ ০৯	০৬	০১	০৩	০২	সাঃ ৩১	১৫	০৩	১০	০২	৩২	২৫	০০	১৫	১০	৬০	৪৭	০৫	৪০	০২
	মুঃ ১২	০৮	০০	০৮	০০	বিঃ ০৯	০৮	০৪	০৩	০১						মাঃ	০৭	০১	০৬	০০
	বিঃ ১০	১০	০৪	০৬	০০	মুঃ ১৩	০৮	০১	০৩	০৪										
১৯৯৭	সাঃ ১২	১০	০৫	০৫	০০	সাঃ ৪১	২৪	০৩	১৭	০৪	৩৩	২৮	০১	২১	০৬	৬৪	৫৭	০১	৪১	১৫
	বিঃ ০৬	০৬	০৬	০০	০০	বিঃ ০৫	০৫	০৪	০১	০০										
	মুঃ ১১	০৭	০৩	০১	০২															
১৯৯৮	সাঃ ১৩	১৩	০৩	১০	০০	সাঃ ৬২	৫০	১০	৩১	০৯	৫১	৪৪	০৩	৩৪	০৭	৭০	৬৯	০৩	৫৮	০৮
	বিঃ ২২	১৮	১৬	০২	০০	বিঃ ১৫	১৩	০৮	০৫	০০										
১৯৯৯	সাঃ ১৭	১৬	০৫	০৮	০৩	সাঃ ৮৬	৬৮	০৫	৪৪	১৯	৫৮	৪৬	০১	২৫	২০	৬৯	৬৬	০৪	০৬	০৬
	মুঃ ০২	০২	০২	০০	০০	বিঃ ২১	২০	১২	০৮	০০										
	বিঃ ২২	২১	১৬	০৪	০১															
২০০০	সাঃ ১০	০৭	০৩	০৪	০০	সাঃ ১১৩	৭২	১০	৫১	১১	৯৫	৬৩	০২	৪৭	১৪	৭৭	৬৪	০৬	৫১	০৭
	বিঃ ২৭	২০	১৪	০৬	০০	বিঃ ২০	১৮	০৭	১১	০০										
	মুঃ ০১	০১	০০	০১	০০	মুঃ ০৪	০২	০০	০২	০০										
২০০১	সাঃ ২৮	২১	০১	০৫	১২	সাঃ ১৮০	৪৫	০২	৩০	১৩	৯৩	১৩	০১	০৯	০৩	৭৩	৫৪	০৭	৪৫	০২
	বিঃ ৭০	৬৫	২১	৩৩	১০	বিঃ ২৯	০০	০০	০০	০০										
	মুঃ ১৪	০৯	০০	০৭	০২	মুঃ ০৪	০২	০২	০০	০০										
২০০২	সাঃ ১৬	০৬	০০	০৩	০৩	সাঃ ১৩৬	১০৬	০৯	৭০	২৭	৭৫	৬৭	১০	৪৭	১০	৯৭	৮৯	০৪	৭৫	১০
	বিঃ ৩৫	২৯	১১	১৭	০১	বিঃ ৩৮	২৪	১২	১২	০০										
						মুঃ ০২	০১	০০	০০	০১										

পা. আ. মাতে সংরক্ষিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল বহি হতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মেধা তালিকায় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা

সন	ক্রমিক নং	নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	পরীক্ষা	গ্রুপ	প্রাপ্ত স্থান
১৯৬৭	১.	মুহাম্মাদ আবু তালিব পিতা- মাঃ কলিমুল্লাহ খান	কুলাদী, ইউনিয়ন ভাড়াড়া, পাবনা সদর, পাবনা।	ফাজিল	"	১৩তম
১৯৬৯	১.	মুহাঃ আশরাফ পিতা- আ.ন.ম. মোঃ হুসাইন	গ্রামঃ- শাখারী পাড়া পোঃ- আতাইকুলা, থানা ও জেলা- পাবনা।	দাখিল	সাধারণ	৬ষ্ঠ
১৯৭০	১.	দীন মুহাম্মাদ পিতা-ডাঃ আরমান আলী গাজী	গ্রাম-কাকবাসীয়া, আশাশুনী, সাতক্ষীরা	ফাজিল	সাধারণ	২৭ তম[১]
"	২.	মোঃ জিল্লুর রহমান পিতা- মোঃ তমিউদ্দিন সরকার	গ্রামঃ- কাঁঠাল ডাঙ্গী, থানা- হরিপুর, দিনাজপুর	কামিল	হাদীস	৭ম
১৯৭১	১.	মুহাম্মাদ আশরাফ আলী পিতা- আ.ন.ম. মোঃ হুসাইন	গ্রাম- শাখারীপাড়া পোঃ- আতাইকুলা, পাবনা	আলিম	সাধারণ	১ম
"	২.	এ.টি.এম রাশিদুল ইসলাম পিতা- ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ	গ্রামঃ-কদিমবগদী, পোঃ- একদন্ত,থানা- আটঘরিয়া,পাবনা	আলিম	সাধারণ	৮ম
১৯৭২	১	মোঃ আঃ মান্নান হেলালী		আলিম	সাধারণ	১২ তম
"	২	মোঃ আবুল আলী পিতা- শেখ আজগর শেখ	গ্রাম- ধানুয়াঘাটা,পাবনা	আলিম	সাধারণ	১৫তম
"	৩.	মোঃ রবিউল ইসলাম জেলখানায় পরীক্ষা হয়	শিবপুর, আটঘরিয়া, পাবনা	ফাজিল	সাধারণ	৭১এ ৪র্থ ৭২এ১মবিঃ
"	৪.	দীন মুহাম্মদ পিতা-ডাঃ আরমান আলী গাজী	গ্রাম- কাকবাসিয়া, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।	কামিল	সাধারণ	১৯তম[২]
১৯৭৪	১	মোঃ আনোয়ারুল হক পিতা হেলাল উদ্দিন আহমদ	গ্রাম- হরিগাতি বানাইল ময়মনসিংহ	কামিল	হাদীস	৪র্থ
১৯৭৮	১	মুহাম্মদ আঃ মালেক পিতা- কাজেম উদ্দিন	গ্রাম-বোয়ালমারী,পোঃ-বোয়া- মারী,থানা-সাথিয়া, পাবনা।	ফাজিল	বিজ্ঞান	১৯তম
১৯৮৩	১.	মোঃ আবু সাঈদ পিতা- মোঃ খবির উদ্দিন	গ্রাম-বোয়ালমারী, থানা- সাথিয়া, পাবনা।	আলিম	বিজ্ঞান	৯তম
	২.	মোঃ কামরুজ্জামান পিতা- মোঃ মহসিন সরদার	গ্রাম- সাহাপুর,পোঃ- সাহাপুর, থানা-ঈশ্বরদী, জেলা-পাবনা।	আলিম	বিজ্ঞান	২য়

[১] উল্লেখিত তথ্য ২৩.০৮.২০০৩ ইং তারিখে দীন মুহাম্মদ কর্তৃক প্রেরিত লিখিত তথ্য হতে প্রাপ্ত।

[২] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্র: নং	নাম	ঠিকানা	পরীক্ষা	গ্রুপ	প্রাপ্ত স্থান
	৩.	মোঃ ওয়াহিদুল্লাহ পিতা- মাওঃ মোঃ নুরুদ্দীন	গ্রাম- শিবপুর , ডাক-শিবপুর থানা-আটঘরিয়া,পাবনা।	ফাজিল	বিজ্ঞান	৭ম
	৪.	মোঃ জহুরুল হক পিতা- মোঃ নাসিরুদ্দীন মুন্সী	গ্রাম- আলোকদিয়াড়, ডাক- তেওতা, শিবালয়, ঢাকা।	ফাজিল		৫ম
	৫.	মোঃ আবু মুছা আলম পিতা- আঃ রহমান	গ্রাম-গোবিন্দপুর, থানা- উল্লাপাড়া, জেলা- পাবনা	ফাজিল	বিজ্ঞান	৯ম
১৯৮৪	১.	মোঃ আঃ বারী মিজান পিতা- খান মাহমুদ মৃধা	গ্রাম-মহিষমারী, ডাক-বিলবোহারবাজার, সিংড়া, রাজশাহী	আলিম	বিজ্ঞান	১৫তম
	২.	মোঃ রফিকুল ইসলাম পিতা- সৈয়দ আলী প্রাঃ	গ্রাম-নন্দিয়ারা,ডাক-রাজনারা- য়নপুর,থানা-বেড়া, পাবনা।	ফাজিল	বিজ্ঞান	৭ম
	৩.	মোঃ আঃ রহিম পিতা- মোঃ আঃ রশিদ মোল্লাহ	গ্রাম-আলোকচর, ডাক-আতাইকুলা, থানা-পাবনা সদর,পাবনা	ফাজিল	বিজ্ঞান	৪র্থ
১৯৮৫	১.	মোঃ হাফিজুর রহমান পিতা- মোঃ ঈমান আলী	গ্রাম- পলাশী, পোঃ- ব্যাংগাড়ী থানা-বাঘা, জেলা- রাজশাহী	দাখিল	সাধারণ	১০ম
	২.	আবু ছালেহ মোঃ উবায়দুল্লাহ পিতা-ছদরুদ্দীন আহমাদ	গ্রাম- রাধানগর, থানা ও জেলা- পাবনা।	দাখিল	সাধারণ	১২তম
১৯৮৬	১.	মোঃ গোলাম সারওয়ার পিতা- আবু বক্কর সিদ্দিক	গ্রাম-দীঘলগ্রাম, পোঃ-ছাইকোলা থানা-চাটমহোর, পাবনা।	দাখিল	সাধারণ	৮ম
	২.	মোছাঃ সেলিনা পারভীন পিতা- মোঃ আব্দুল গণি	গ্রাম-মহেন্দ্রপুর, পোঃ-ক্যালিকো কটনমিল, রাজাপুর, পাবনা।	দাখিল	সাধারণ	১০ম
	৩.	মোঃ ওয়াজিউল্লাহ, পিতা- মাওঃ নুরুদ্দীন	গ্রাম ও পোঃ- শিবপুর, থানা- আটঘরিয়া, পাবনা।	দাখিল	বিজ্ঞান	৮ম
১৯৮৭	১.	মোছাঃ আরজিনা খাতুন পিতা- মোঃ বেলায়েত ফারাজী	গ্রাম-মনোহারপুর, পোঃ-টেবুনিয়া, থানা ও জেলা- পাবনা।	দাখিল	বিজ্ঞান	১৮তম
	২.	মোছাঃ নকীবুল্লাহ পিতা- মোঃ ইসহাক আলী	গ্রাম-কুয়াবাসী,পোঃ-ফৈলজানা থানা-চাটমহর, জেলা-পাবনা।	দাখিল	বিজ্ঞান	২০তম

Dhaka University Institutional Repository

সন	ক্র: নং	নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	পরীক্ষা	গ্রুপ	প্রাপ্ত স্থান
	৩.	মোঃ জিল্লুর রহমান পিতা- মোঃ বারামুদ্দীন	গ্রাম-হাটউধুনিয়া, পোঃ-দিল পাশার, থানা-ভাঙ্গুরা, পাবনা।	দাখিল	বিজ্ঞান	৭ম
১৯৮৫	১.	মোঃ আবু সাঈদ পিতা- মোঃ খবিরুদ্দীন প্রাঃ	গ্রাম-বোয়ালমারী, ডাক-সাথিয়া, পাবনা।	ফাজিল	বিজ্ঞান	১৩তম
১৯৮৬	১.	মোঃ আব্দুল বারী মির্জা পিতা- মোঃ মাহমুদ মির্জা	গ্রাম-মহিষমারী বিলদোহার ডাক- সিংড়া, নাটোর।	ফাজিল	বিজ্ঞান	১৭তম
	২.	আবু তাহের মোঃ হাবীবুল্লাহ পিতা- কোবাদ হোসাইন মোল্লা	গ্রাম- লক্ষীপুর, থানা- আটঘরিয়া,জেলা- পাবনা।	ফাজিল	বিজ্ঞান	১১তম
	৩.	মোঃ আব্দুস সবুর পিতা- মৌঃ মোঃ আব্দুল হামীদ	গ্রাম-চরনবীন,ডাক-ছাইকোলা থানা-চাটমহর, জেলা-পাবনা।	ফাজিল	বিজ্ঞান	৫ম
১৯৮৬	১.	মোঃ আবু ইউসুফ হেলালী পিতা- হুজ্জত আলী মালিথা	গ্রাম-বাদালপাড়া, পোঃ- দাপুনিয়া, পাবনা সদর,পাবনা।	ফাজিল	বিজ্ঞান	১৮তম
	২.	মোঃ আলতাফ হুসাইন পিতা- মাহমুদুর রহমান	গ্রাম- রহমতপুর,নারায়নপুর থানা ও জেলা- পাবনা	ফাজিল	বিজ্ঞান	৪র্থ
	৩.	মোঃ নওয়াব আলী পিতা- মোঃ রমজান আলী	গ্রাম- গড়গড়ি, পো- দীঘা, থানা-ঈশ্বরদী, জেলা-পাবনা	আলিম	বিজ্ঞান	১৩তম
	৪.	মোঃ হাফিজুল্লাহ পিতা-আবু মুছা মোঃ ইয়াহিয়া	গ্রাম-কুয়াবাসী,পো-ফৈলজানা থানা-চাটমহর, জেলা-পাবনা।	আলিম	বিজ্ঞান	৭ম
১৯৮৬	১.	মোঃ সালাহ উদ্দিন পিতা- মোঃ নিয়াম উদ্দিন	গ্রাম- নুরদহ, পোঃ- নুরদহ থানা- সাথিয়া, জেলা- পাবনা	আলিম	বিজ্ঞান	১ম
১৯৮৭	১.	আবু সালেহ মোঃ উবায়দুল্লাহ পিতা- মোঃ ছদরুদ্দীন আহমাদ	গ্রাম- রাধানগর, থানা ও জেলা- পাবনা।	ফাজিল	বিজ্ঞান	১৫তম
	২.	মোঃ নজরুল ইসলাম পিতা- মোহাম্মদ নাছিরুদ্দীন	গ্রাম- চকরামনন্দপুর, থানা ও জেলা- পাবনা	আলিম	বিজ্ঞান	১২তম
১৯৯৬	১.	মোঃ আকরামুল ইসলাম পিতা- মোহাম্মাদ আলী	গ্রাম- ডাংগাপাড়া, থানা- ধরাইল, জেলা- নাটোর	আলিম	বিজ্ঞান	১৭তম[১]

[১] পা.আ.মা. এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল রেজিষ্টার হতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী : পরিচিতি ও অবদান

Dhaka University Institutional Repository

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী : পরিচিতি ও অবদান

ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর হতে মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী, গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীগণ দেশ ও জাতীর বিভিন্ন দিক ও বিভাগে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখে যাচেছন। বিশেষ করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের ভূমিকা উল্লেখ যোগ্য। এ অধ্যায়ে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ কতিপয় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর পরিচিতি ও অবদান উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়াও প্রশাসক ও অধ্যাপকবৃন্দঃ পরিচিতি ও অবদান অধ্যায়ে ও জাতীয় আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা অধ্যায়ে উল্লেখিত কতিপয় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা প্রদান করা হলো।

১. ড. মুঃ নকিবুল্লাহ, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২. মুহাম্মদ আবু তালিব, যুগ্ম জেলা জজ, কুষ্টিয়া জজ কোর্ট।

৩. ড. মোঃ আঃ লতিফ, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

৪. মোঃ আতাউর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ক্যামিষ্ট্রি বিভাগ, জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৫. মুহাম্মদ আশরাফ আলী, সহকারী অধ্যাপক, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা।

৬. মাওলানা মোঃ নিজামুদ্দিন, অধ্যক্ষ তুহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা,শিবপুর, থানা- আটঘরিয়া, জেলা- পাবনা।

৭. মাওলানা মোঃ দীন মুহাম্মদ, অধ্যক্ষ, মদিনাতুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-আনুলিয়া, থানা- আশাশুনি, জেলা- সাতক্ষীরা।

৮. মাওলানা মোঃ মাহাতাব উদ্দীন, অধ্যক্ষ, বোয়ালমারী আলীয়া মাদ্রাসা, থানা- সাঁথিয়া, জেলা-পাবনা।

৯. ডা. মোঃ নাজমুস সাকিব (উমাম), এম,বি,বি,এস,ডি,এ এ্যাসেথেসিয়া, মেডিকেল অফিসার, চাটমহর, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পাবনা।

১০. মীর মোঃ হুজায়ফা, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, জোড় বাংলা, পাবনা।

১১. মীর মোঃ সুহায়েব বি,এ অনার্স (ইংরেজী),এম,এ,ক্যানাডাতে স্কলারশীপ পেয়ে অধ্যায়নরত।

১২. মোঃ সাঈদ উল্লাহ, প্রিন্সিপ্যাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

১৩. মোঃ আব্দুল গফুর মিয়া, সহকারী অধ্যাপক, আটঘরিয়া মহাবিদ্যালয়, পাবনা।

১৪. এ,কে,এম সাখাওয়াতুল্লাহ (সাদ), সিনিয়র অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

১৫. মোঃ আঃ কুদ্দুস, অধ্যক্ষ, মাহমুদপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, পাবনা সদর, পাবনা।

১৬. মোঃ রফি উদ্দিন খান, অধ্যক্ষ, মাজদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, ঈশ্বরদী, পাবনা।

১৭. ডা. মোঃ গোলাম মোস্তফা, অধ্যাপক,হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল, পাবনা সদর, পাবনা।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. হাফেজ মোঃ নাছির উদ্দিন, পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১৯. আবু আইয়ুব আহমাদল্লাহ, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট, ঢাকা।

২০. মোঃ শিহাব উদ্দিন, মুহাদ্দিস, কুওয়াতুল ইসলাম আলীয়া মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া।

২১. মোছাঃ আজিজা লুৎফা, উপাধ্যক্ষ, হাজী গয়েজ উদ্দীন মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা, থানা-ভাঙ্গুড়া, পাবনা।

২২. মিসেস হাসিনা ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, কৃষ্ণপুর সরকারী উচচ বালিকা বিদ্যালয়, পাবনা।

২৩. মোছাঃ সেলিনা পারভীন, মহেন্দ্রপুর, ডাকঘর-ক্যালিকো কটন মিল, রাজাপুর, পাবনা।

২৪. মোছাঃ আরজীনা খাতুন, মনোহরপুর, ডাকঘর- টেবুনিয়া, পাবনা সদর, পানবা।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অধ্যায়ে উল্লেখিত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর তালিকাঃ-

১. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

২. আলহাজ মাওলানা আব্দুস সালাম আল্-মাদানী, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

৩. এ,বি,এম আব্দুস সাত্তার, এ,ভি,পি সোসাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, বাংলাদেশ লিঃ।

৪. মোঃ জাকির হুসাইন, সহযোগী অধ্যাপক, আল্- হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৫. মোঃ তেলায়ত হোসেন খান, অধ্যক্ষ, মালিগাছা মজিদপুর, সিনিয়র মাদ্রাসা পাবনা সদর, পাবনা।

প্রশাসক ও অধ্যাপক বৃন্দঃ পরিচিতি ও অবদান অধ্যায়ে উল্লেখিত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর তালিকাঃ-

১. মাওলানা মোঃ আব্দুস সামাদ, অধ্যক্ষ, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনা।

২. মোঃ আবু হানিফা, সাবেক অধ্যক্ষ, সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ।

৩. এ,এস,এম, আব্দুল গফুর, অধ্যক্ষ ধুলাউড়ী কাওছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, সাথিয়া, পাবনা।

৪. মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, সাবেক মুহাদ্দিস, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনা।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুঃ নকিবুল্লাহ

অধ্যাপক, আরবী বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. মুঃ নকিবুল্লাহ পিতা- আলহাজ মরহুম ওসিম উদ্দিন সরদার গ্রাম- বাঐকোলা, থানা- আটঘরিয়া জেলা- পাবনা ০১/০৪/১৯৫০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ-

প্রাথমিক লেখাপড়া গ্রামের স্কুল ও মকতবে সমাপ্ত করেন, পরবর্তীতে তৃহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা শিবপুর আটঘরিয়া পাবনায় ভর্তি হন। ১৯৬০ সনে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগ, ১৯৬৪ সনে আলিম পরীক্ষায় ২য় বিভাগ ১৯৬৬ সনে ফাজিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৭২ সনে ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন ও কামিল শ্রেণীতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্সে ভর্তি হন এবং ১৯৭৫ সনে বাংলাতে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৭৬ সনে এম,এ ডিগ্রী লাভ করে। তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৮ সনে এম,এ পূর্বভাগ আরবী এবং ১৯৮১ সনে এম,এ শেষ পর্ব আরবী উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[১]

কর্মজীবনঃ-

০৯/১০/১৯৮৩ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ফার্সী বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৬/০৭/৮৪ তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তথায় চাকুরী করেন। আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন আরবী গ্রামার "আমেল শতক" তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। যার প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৮২ সনে দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৩ প্রকাশিত হয়। "আরবী ছন্দ বিজ্ঞান" তাঁর বাংলা ভাষায় লিখিত একটি বিরল গ্রন্থ। যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৪ ফাল্গুন ১৪০০ রাঃ বি (প,প,জ)[২] প্রকাশনা ৬৩ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ১৮ মুদ্রন সংখ্যা- ১২৫০ প্রকাশক এম,এ ফারুক রেজিষ্টার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টাডিজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রকাশিত হয়েছে।

---

[১] ড. মুঃ নকিবুল্লাহঃ আরবী ছন্দ বিজ্ঞান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠ্য প্রস্তক প্রকাশনা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত খৃ. ১৯৯৪ শেষ পৃষ্ঠা।

[২] প,প,জ অর্থ্যাৎ প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বিমক[৩] এর অর্থানুকূল্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ এ,কে,এম ইয়াকুব আলীর তত্ত্বাবধানে, "আশরাফ আলী[৪] থানবী (রঃ) এর সমসাময়িক মুসলিম সমাজের সমস্যা ও তার ফাতওয়া" শিরোনামে পি,এইচ,ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে চাকুরীরত।[৫]

মুহাম্মদ আবু তালিব

যুগ্ম জেলা জজ, কুষ্টিয়া জজ কোর্ট

জনাব মুহাম্মদ আবু তালিব পিতা মরহুম মাওলানা কলিমুল্লাহ খান গ্রাম কুলাদি ইউনিয়ন- ভাড়াড়া, থানা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা ০১/০১/১৯৫১ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন।

নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখার মধ্যেদিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়া শুরু করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত তথায় পড়েন তারপর দুবলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যায়নের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক পর্যায় সমাপ্ত করেন। ১৯৫৫ সনে ঐতিহ্যবাহী পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসায় দাখিল আউয়াল বা পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির মধ্যে দিয়ে মাদ্রাসায় পড়ালেখা শুরু করেন ও ১৯৬১ সনে দাখিল পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা হতে প্রথম বিভাগে ১৯৬৫ সনে আলিম পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা পাবনাতে প্রথম বিভাগে মেধা তালিকায় ২৮তম ও ফাজিল ১৯৬৭ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে প্রথম বিভাগে মেধাতালিকায় ১৮ তম স্থান অধিকার করেন এবং আবাসিক স্কলারশীপ প্রাপ্ত হন। তারপর ১৯৬৯ সনে মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা হতে কামিল হাদীস বিভাগে ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। অতঃপর প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

---

[৩] বিমক অর্থ্যাৎ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

[৪] মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) ভারতে যুক্ত (বর্তমানে উত্তর) প্রদেশের মুজাফফর নগর জেলার থানা ভবন নামক স্থানে হি. ১২৮০ সালের ৫ রবিউছ ছানী মতান্তরে উক্ত সনের ১২ই রবিউল আওয়াল ১৮৬২ খৃ. ১৪ই মার্চ (উর্দূ ইনসাইক্লোপিডিয়া আবু ইসলাম খ. ২য় পৃ. ৭৯৩) জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা আবদুল হক ফারুকী ফারসী ভাষায় সুপন্ডিত ও উচচস্তরের সাধক ছিলেন। পৈত্রিক সূত্রে তিনি ২য় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং মাতৃকূলের দিক দিয়া চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) এর সহিত সম্পৃক্ত তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার সর্বোচচ পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেন এবং কোরআন হাদীস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, চিকিৎসা শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যাসহ নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর রচিত অনেক মুল্যবান বই পুস্তক রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ পাকিস্থান ও ভারতের একজন বিখ্যাত পন্ডিত সুফি সাধক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৯৪৩ খৃ. ১৯ জুলাই ১৩৬২ হি. ১৬ই রজব সোমবার দিবাগত রাত ১০ টায় ৮৩ বৎসর ৩ মাস ১১ দিন বয়সে ইন্তেকাল করেন। (ই,বিঃ খ. ৩য় খৃ. ১৯৮৭, পৃ. ৮৬।)

[৫] উল্লেখিত তথ্য গবেষক কর্তৃক ১৯/০২/২০০০ ইং তারিখে ড. মু নকিবুল্লাহ সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

হতে ১৯৭২ সনে বি.এ অনার্স ২য় শ্রেণী, লোক প্রশাসন বিভাগ হতে ১৯৭৩ সনে এম.এ ২য় শ্রেণী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ হতে ১৯৭৪ সনে ডবল এম.এ ২য় শ্রেণীতে পাস করেন। তারপর ঢাকা সেন্টাল "ল" কলেজ হতে ১৯৭৮ সনে এল.এল.বি পাশ করে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা এখানেই সমাপ্ত করেন।

কর্মজীবনঃ-

১৯৭৭ সনের আগষ্ট মাস হতে ১৯৭৯ এর আগষ্ট পর্যন্ত দুই বছর ঢাকা আদর্শ কলেজে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রভাষক পদে যোগদানের মধ্যে দিয়ে কর্মজীবনের সুচনা হয়। ১৯৭৯ সনের আগষ্ট মাসে আদর্শ কলেজের চাকুরী ইস্তফা দিয়ে ১৯৭৯ ইং সনের আগষ্ট হতে ১৫/০৮/১৯৮৪ পর্যন্ত পাবনা জজ কোর্টে ওকালতি করেন। তারপর বি.সি.এস[*] পরীক্ষার মাধ্যমে ১৬/০৮/১৯৮৪ ইং তারিখ হতে সহকারী জজ (মুনসেফ) পদে যোগদান করেন। বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলার যুগ্ম জেলা জজ পদে কর্মরত। তিনি এক মেয়ে ও এক পুত্রের জনক।[১]

ড. মোঃ আঃ লতিফ

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব মোঃ আঃ লতিফ পিতা মোঃ সেকেন্দার আলী গ্রাঃ গ্রাম- শ্যামপুর ডাকঘর- দেবওর থানা- আটঘরিয়া জেলা- পাবনা ০১/০২/১৯৬৫ সনে নিজ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক লেখাপড়া নিজ গ্রামেই শুরু করেন এরপর মাহমুদপুর সিনিয়র মাদ্রাসা ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করেন ও ১৯৭৮ সনে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাশ করেন। এরপর উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠবিদ্যাপীঠ পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি হন ও ১৯৮০ সনে আলিম বিজ্ঞানে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ফাজিল পরীক্ষায় ১৯৮২ সনে ২য় বিভাগে পাশ করেন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হন ও ১৯৮৬ সনে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৯৮৭ সনে এম.এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে (বর্তমানে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ) প্রভাষক পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। বর্তমানে উক্ত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে চাকুরীরত। তিনি হাদীস

---

[*] বি.সি.এস অর্থ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস, এই পরীক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর গ্যাজেটেড কর্মকর্তা হবার যোগ্যতা লাভ করেন।

[১] উল্লেখিত তথ্য ৩০/০৩/০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মোহাম্মদ আবু তালিব সাহেবের সাথে ব্যাক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রের উপর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শফিকুল্লাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানে পি.এইচ.ডি গবেষণা সমাপ্ত করেছেন। তার গবেষণার শিরোনাম "ইমাম ইবনে মাজা (র.)[১] হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান"। এছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, গবেষণা পত্রিকায় তাঁর অনেক গুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি রাজনৈতিক ভাবে ইসলামী আন্দোলন প্রিয়, ছাত্র জীবনে মাদ্রাসা ছাত্রদের দাবী আদায়ের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়তে তালেবায়ে আরাবিয়া ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[২]

মোঃ আতাউর রহমান

সহকারী অধ্যাপক
ক্যামিষ্ট্রি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মুহাম্মদ আতাউর রহমান পিতা মোঃ আজগর আলী শাহ সুভক্ষনে পাবনা সদর থানার বাংগাবাড়ীয়া (বাদালপাড়া) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামেই শুরু করেন। তারপর ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৮৩ সনে দাখিল পরীক্ষা বিজ্ঞান গ্রুপ হতে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৮৫ সনে অত্র মাদ্রাসা হতে আলিম বিজ্ঞান হতে ১ম বিভাগে ও ১৯৮৭ সনে এ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হতে এইচ.এস.সি ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ক্যামষ্ট্রিতে অনার্স প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এম.এস.সিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ক্যামিষ্ট্রিতে এম.এস.সি পাশ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক পড়া লেখার ইতি টানেন এবং ঢাকা বিজ্ঞান গবেষণাগারে চাকুরীতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

---

[১] ইমাম ইবনে মাজা (রা.) নাম মুহাম্মদ উপনাম আবু আবদুল্লাহ, নিসবতী নাম আল কারথী, আল কাযবানী, খ্যাতনাম ইবনে মাজা, পিতার নাম- ইয়াজিদ। দাদার নাম আবদুল্লাহ, তবে তিনি ইমাম ইবনে মাজা (র.) নামে সর্বজন খ্যাত। বিখ্যাত বিশুদ্ধ ছয়খানা হাদীস গ্রন্থের মধ্যে তাঁর সংকলিত ইবনে মাজা শরীফ অন্যতম। ইমাম ইবনে মাজা (র.) ২০৯ হি. মোতাবেক ৮২৪ খৃ. ইরাকে আযম বা উত্তর পশ্চিম ইরানের কাযবানী নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন ও ২৭৩ হি. ২২শে রমযান সোমবার ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

[২] উল্লেখিত তথ্য ১৯/০২/২০০০ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ড. মোঃ আঃ লতিফ সাহেবের নিকট থেকে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।[২১]

মুহাম্মাদ আশরাফ আলী

সহকারী অধ্যাপক, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা।

মুহাম্মদ আশরাফ আলী পিতা মাওলানা আবু নছর মুহাম্মদ হুসাইন পাবনা সদর থানার আতাইকুলা ইউনিয়নের কাঁঠাল বাড়িয়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ- কাঁঠাল বাড়িয়া হাফেজিয়া কোরানিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা জীবন শুরু হয় এবং কোরআনে কারীমের আংশিক হেফজ করেন। এরপর ১৯৬৪ ও ৬৫ সনে ঐতিহ্যবাহী পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা পাবনায় ভর্তি হয়ে দাখিল ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তারপর ১৯৬৬ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন ও ১৯৬৯ সনে দাখিল পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ১৯৭১ সনে আলিম পরীক্ষা সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৭৩ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ৮তম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৫ সনে কামিল হাদীস বিভাগে ১ম শ্রেণীতে ৫ম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ফিকহ্ বিভাগে ১৯৭৬ সনে মেধাতালিকায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। উল্লেখ্য যে সে সময়ে কামিল ডবল পরীক্ষা ১ বছরে দেয়া যেত।

কর্মজীবনঃ-১৯৭৬ সনে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ফিকহ বিভাগে ১ম শ্রেণীতে ১ম হওয়ার কারণে সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাকে মুহাদ্দিস পদে চাকুরীতে নিয়োগ পত্র প্রদান করেন এবং ১৯৭৮ সনের ২১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চাকুরী করেন। তারপর পি,এস,সি[২২] এর মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে ২২ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ সনে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় সিনিয়র সহকারী মৌলভী পদে যোগদান করেন। ১৯৯১ সনে প্রভাষক পদে পদোন্নতি হয়। বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক (আরবী) পদে কর্মরত আছেন। তিনি ১৯৯০ সন হতে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার আল্লামা কাশগরী হলের হোষ্টেল সহকারী সুপার

---

[২১] উল্লেখিত তথ্য গবেষক কর্তৃক ২৭/০৮/২০০২ ইং তারিখে মালিগাছা মজিদপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, পাবনা এর অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ তেলায়ত হোসেন খান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী লিখিত। তিনি অত্র পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। আই,সি,পি এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সন হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত হল সুপার হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। ১৯৮১ সনে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত ৪০ দিন ব্যাপী আরবী শিক্ষকদের এক প্রশিক্ষণ কোর্সের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ফলাফলে মমতাজ অর্থ্যাৎ ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। তিনি সরকারী কলেজের প্রভাষকদের নায়েম এর অধীনে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সুদান খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি আরবী সাহিত্যের একজন সুনামধন্য শিক্ষক হিসেবে সর্বজন পরিচিত। বর্তমানে তিনি তিন পুত্র সন্তানের জনক।[১১]

মাওলানা মোঃ নিজামুদ্দীন

অধ্যক্ষ ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা
শিবপুর, আটঘরিয়া, পাবনা।

জনাব মাওলানা নিজামুদ্দিন বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী থানার নাকালিয়া ইউনিয়নের চর রওসা গ্রামে ০১/১০/১৯৫১ ইং সনে এক সুভক্ষনে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ এলাকার মাদ্রাসা ও স্কুলে সমাপ্ত করেন। এরপর পাবনা জেলার আটঘরিয়া থানাধীন শাহ সুফি ছদর উদ্দিন (র.) এর প্রতিষ্ঠিত ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা শিবপুর হতে ১৯৬১ সনে দাখিল ২য় বিভাগে ১৯৬৫ সনে আলিম ২য় বিভাগ ও ১৯৬৭ সনে ফাজিল ২য় বিভাগে পাশ করেন। অতঃপর ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৬৯ ইং সনে কামিল ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। লেখাপড়ার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ থাকার কারণে ১৯৬৯ সনে কর্মজীবনে ঢুকলেও ১৯৭০ সনে পাবনা নাইট কলেজ হতে আই,এ ২য় বিভাগ ও ১৯৭২ সনে বি,এ ২য় বিভাগে পাশ করেন। তারপর ১৯৭৫ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবী বিষয়ে এম,এ ডিগ্রী লাভ করেন।

---

[১১] পি,এস,সি পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্থ্যাৎ সরকারী কর্ম কমিশন। মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা যেহেতু পুরাপুরি সরকারী তাই এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের পি,এস,সি বা সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হতে হয়।

[১২] ১৩/০৫/১৯৯৯ সনে জনাব মোঃ আশরাফ আলী সাহেবের সাথে গবেষক ব্যক্তিগত সাক্ষাতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবনঃ-

১৯৬৯ সনে কামিল পাশ করার পর আলহাজ মনসুর আলী[১১] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাবনা সদর থানার একমাত্র ফাজিল মাদ্রাসা আরিফপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করেন এবং ১৯৭৩ সন পর্যন্ত তথায় চাকুরী করেন, ১৯৭৩ সন হতে ১৯৭৮ সন পর্যন্ত যাত্রাপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পুনরায় আরিফপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী হিসেবে ১৯৭৮ হতে ১৯৮০ পর্যন্ত চাকুরী করার পর ১৯৮০ সন হতে ০১/০৬/২০০১ ইং সন পর্যন্ত দীর্ঘদিন অত্যন্ত সুনামের সহিত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ০১/০৬/২০০১ ইং হতে অদ্যাবধি ঐতিহ্যবাহী ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করছেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও নরম প্রকৃতির মানুষ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে চলমান রাজনীতির সাথে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িত নন। তবে ছাত্র জীবনে মাদ্রাসা ছাত্রদের একটি অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াতে তালাবায়ে আরাবিয়া সাথে জড়িত ছিলেন এবং পাবনা জেলার সহকারী সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। তার কর্মকুশলতা ও দক্ষতার জন্য তার পরিচালিত মাদ্রাসা আরিফপুর সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা ও ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা জেলা ও থানা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে পুরস্কৃত হয়েছেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে সনদ ও পুরস্কার পেয়েছেন। কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। তিনি ২০০০ সনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হন।[১২]

---

[১১] আলহাজ মনসুর আলী বিশ্বাসঃ মৃত্যু ২৫/০৮/১৯৭১ পিতা মরহুম শলু বিশ্বাস, আরিফপুর পাবনা। জন্ম আরিফপুর তবে জন্ম তারিখ সঠিক ভাবে জানা যায়নি। এ্যাডভোকেট রাজেন চৌধুরীর নিকট পড়াশুনা শেখেন, তিনিই তাঁকে ব্যবসার জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য সেকালে হিন্দু সভার কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে দেন। প্রায় শুন্যের কোঠা থেকে জীবনে একজন বড় ধনী মানুষ হবার ক্ষেত্রে তিনি একটি দৃষ্টান্তও বটে। ধর্মের পথে তার প্রচুর অবদান রয়েছে। যেমন ১৯৫৮ সনে আরিফপুরে তিনি জামিউল উলুম সিদ্দিকীয়া ফাজিল সিনিয়র মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মসজিদ ও মাদ্রাসার স্থায়ী আয়ের উৎস হিসেবে আরিফপুরে হাট প্রতিষ্ঠা করেন এবং মনসুর আলী ওয়াকফ এস্টেট করে দেন। তিনি ১৯৬২ সনে পাবনায় হাজী সুগার বিল নামে একটি মিল চালু করেন এবং পাবনায় নারী পূনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জায়গা দান করেন। তাছাড়া কাছারী পাড়া মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। তার ঠিকাদারীতে ১৯৫১-৫৮ সময় কালের মধ্যে পাবনা নগর বাড়ী দীর্ঘয়োড নির্মান এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ডিগ্রী ভবন ও পাবনা সদর হাসপাতাল সহ বহু নির্মান কর্ম সম্পন্ন করেন। তাছাড়া বহু মাদ্রাসা ও মসজিদে দান করেছেন। এই মহৎ ব্যক্তি ১৯৭১ সনে আততায়ীর হাতে নিহত হন। (মনোয়ার হোসেন জাহেদী, অশান্ত ঘুমের দেশে, খৃ. ১৯৯৭ পৃ- ১০৯)

[১২] মাওলানা মোঃ নিজামুদ্দিন সাহেবের সাথে ২৫/১১/২০০২ ইং তারিখে গবেষক ব্যক্তিগত সাক্ষাতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

দীন মুহাম্মদ

অধ্যক্ষ মদিনাতুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা

পোঃ আনুলিয়া, থানা/উপজেলাঃ আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

জনাব দীন মুহাম্মদ ১লা অক্টোবর ১৯৫৫ সনে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার কাকবাসিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ডাঃ আরমান আলী গাজী।

শিক্ষা জীবনঃ- প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বন্দকটি আহমদিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন ১৯৬৬ সনে দাখিল প্রথম বিভাগে মেধা তালিকায় ২৪তম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৮ সনে পাতাখালী ফাজিল মাদ্রাসা হতে আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ৩৯তম স্থান অধিকার করেন। ১৯৭০ সনে ফাজিল পরীক্ষায় পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১ম বিভাগে ২৭তম ও ১৯৭২ সনে কামিল পরীক্ষায় পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১ম শ্রেণীতে ১৯তম স্থান অধিকার করেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কিন্তু এই জ্ঞান পিপাসু পরিশ্রমী ব্যক্তি পড়ালেখা সমাপ্ত করেন নাই। ১৯৮৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে ডিপ-ইন-এড মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক একটি কোর্স করেন ও উচচতর ২য় শ্রেণীতে পাশ করেন। ১৯৮৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম,এড, শিক্ষা প্রশাসন বিষয়ে একটি কোর্স সমাপ্ত করনে ও ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। একই সাথে ১৯৮৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে এম,এ ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন[১৫] এবং বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাঁচশত টাকা মূল্যমানের বই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৮৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে এম,এ ২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবনঃ- ১৯৭২ সনে কামিল পাশ করার পর বিছট নিউ মডেল হাইস্কুল ও কাকবাসিয়া হাই স্কুল দ্বয়ের ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে বা কর্ম জীবন শুরু করেন ও ৩১/১২/৭২ ইং পর্যন্ত চাকুরী করেন। তারপর ০১/০১/১৯৭৩ ইং হতে ৩১/১২/১৯৭৫ ইং পর্যন্ত ঘুঘরাকাঠী ফাজিল মাদ্রাসার হেড মাওলানা হিসেবে চাকুরী করেন। তারপর ০১/০১/১৯৭৬ ইং তারিখ হতে অদ্যাবধি মদিনাতুল উলুম বহুমুখী ফাজিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ কর্মে অবদান ঃ-

মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে মুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনে কাকবাসিয়া হাইস্কুল ও ১৯৭০ সনে বিছট নিউ মডেল হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারের মহতি উদ্দেশ্যে প্রাক্তন মন্ত্রী বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ ও সমাজ সেবক পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার স্বনামধন্য

---

[১৫] উল্লেখিত তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান কর্তৃক ৩০/১০/১৯৮৯ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত বই পুরস্কার (১৯৮৮-৮৯) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি হতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সাবেক অধ্যক্ষ মাওঃ মোঃ ইসহাক সাহেবের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নিজ গ্রামেই ১৯৭৫ ইং সনে মদিনাতুল উলুম বহুমুখী ফাজিল মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাছাড়া ১৯৭৫ সনে আশাশুনি ডিগ্রী কলেজ, ১৯৯৮ সনে আনুলিয়া পাইনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৯৮ সনে আশাশুনি মহিলা কলেজ ও ২০০০ সনে সাধনা এম,পি,এম মহা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে একান্ত ভাবে জড়িত ছিলেন। সাতক্ষীরা জেলার আনুলিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, মধ্য একসরা দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা বড় দল দারুচছুন্নত সিনিয়র মাদ্রাসা, বাংলা সুন্দরবন কপোতক্ষ দাখিল মাদ্রাসা, রাজাপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। এতদব্যতীত খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার অসংখ্য ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও মর্সাজদ নির্মাণ কাজ পরিচালনায় সক্রিয় সহযোগিতা করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সমাজ সেবামুলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। যেমন ১৯৯৭ সনে কেসি জনকল্যাণ সমিতি, ১৯৭২ সনে আনুলিয়া এন্টারপ্রাইজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ১৯৭২ সনে চেঁচুয়া পল্লী মঙ্গল সমিতি, কাকবাসিয়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি, একসরা পল্লী উন্নয়ন সমবায় কৃষি সমিতি, আনুলিয়া সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও যুব সংঘ, আনুলিয়া সুন্দর বন ক্লাব, আনুলিয়া ইসলামী পাঠাগার ও যুব সংঘ। এছাড়া তিনি কাকবাসিয়া আমিনিয়া লাইব্রেরী ও আনুলিয়া মরিয়ম পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

প্রকাশনা সাহিত্য কর্ম ও বিদেশ সফরঃ-

জনাব দীন মুহাম্মদ কর্ম জীবনের পাশাপাশি সাহিত্য কর্ম লেখালেখীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। যেমন, বিশ্ব রহস্যে আল কোরআন ১ম ও ২য় খন্ড ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মৌলভী আব্দুস সোবহান, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী কায়দায় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯০ সনে গ্লোব প্রিন্টিং প্রেস সাতক্ষীরা হতে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া শিশু সাহিত্য ও ক্লাসিক্যাল কিছু বই লেখেন যা এখন প্রকাশিত হয়নি। তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত সফর করেন।

জাতীয় পর্যায়ে অবদানঃ-

স্বার্থক শিক্ষকতার স্বীকৃতিস্বরুপ ১৯৯৪ ইং সনে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়া কর্তৃক স্বর্ণপদক ও সার্টিফিকেট লাভ করেন।[১১]

[১১] জনাব দীন মোহাম্মাদ কর্তৃক ২৩/০৪/২০০২ ইং তারিখে পত্র মারফত প্রেরিত তথ্য অনুযায়ী লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোঃ মাহাতাব উদ্দিন

অধ্যক্ষ,বোয়ালমারী আলীয়া মাদ্রাসা,
সাঁথিয়া, পাবনা।

মাওলানা মোঃ মাহাতাব উদ্দিন, পিতা মুন্সী মুছির উদ্দিন, গ্রাম কোনাবাড়িয়া ডাকঘর সাঁথিয়া জেলা পাবনা। ০১/০৩/১৯৫৩ সনে গ্রাম, আওরাংগাবাদ, ডাকঘর ভাউভাঙ্গা, থানা- পাবনা সদর জেলা পাবনায় এক সুভ মুহূর্তে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক লেখাপড়া নিজ বাড়িতে শুরু করেন। এরপর ১৯৫৯ সনে কাঠালবাড়িয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং নজরানা শেষ করে পবিত্র কোরানের কিয়দাংশ মুখস্ত করেন। অতঃপর ১৯৬১ সনে খয়ের বাগান দাখিল মাদ্রাসা ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করেন ও ১৯৬৮ সনে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাশ করেন। তারপর তুহা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা (ফাজিল) শিবপুর, আটঘরিয়া, পাবনায় ভর্তি হন এবং ১৯৭০ সনে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাশ করেন। এরপর ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসাতে ফাজিল শ্রেণীতে ভর্তি হন ও ১৯৭২ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগ ও ১৯৭৪ সনে কামিল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৭৫ সনে পাবনা কলেজ হতে আই.এ পরীক্ষায় ২য় বিভাগে পাশ করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া এখানেই সমাপ্ত করেন।

ছাত্র জীবন শেষ করেই ১১/১১/১৯৭৪ বোয়ালমারী সিনিয়র মাদ্রাসা, সাঁথিয়া, পাবনা এর উপাধ্যক্ষ পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ২৮/০২/৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। অতঃপর ০১/০৩/১৯৯৬ ইং তারিখ হতে উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে পদোন্নতি হয়। অদ্যাবধি অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এ অন্যন্য ব্যক্তির কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলাদেশের একজন অন্যতম প্রখ্যাত ওয়ায়েজ বা বক্তা। তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের সর্বত্র তাঁর কোরআন ও হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিটি শ্রোতাকে ইসলামী অনুশাসন পালনে ও ইসলামী শিক্ষায় অনুপ্রানিত করে। এছাড়া দিশাহারা মানবতার দিক নির্দেশনা মুলক দুটি মৌলিক রচনা এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ১। ইরশাদ ইলাল হক, ২। বিজ্ঞানে ইসলামের অবদান যা এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। তবে অতিসত্বর প্রকাশ পাবে তিনি সাথিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া তিনি প্রতিনিয়ত, দোয়া, তাবীজ, ঝাড় ফুক ও জ্বিনের তদবীরের মাধ্যমে সমস্যা জড়িত মানবতার কল্যাণ করে যাচেছন। বর্তমানে সাঁথিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালন করছেন।[১১]

---

[১১] মাওলানা মোঃ মাহাতাব উদ্দিনের সাথে ২৪/১১/১৯৯৯ তারিখে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ডা. মোঃ নাজমুস সাকিব (উমাম)

এম,বি,বি,এস,ডি,এ,এ্যাঙ্গথেসিয়া

মেডিকেল অফিসার চাটমহর, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পাবনা।

ডা. নাজমুস সাকিব (উমাম) পিতা মোঃ মাহবুবে এলাহী, পাবনা সদর থানার শালগাড়িয়াতে ০১/০১/১৯৬৭ ইং তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ-

প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর বাবা মার হাতে শুরু হয় তার পর পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৭৯ সন অবধি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তারপর পাবনা ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হন ও ১৯৮১ সনে এস,এস,সি পাশ করেন। ১৯৮৩সনে পাবনা এ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে এইচ,এস,সি পাশ করেন। ১৯৮৯ সনে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হতে এম,বি,বি,এস পাশ করেন। তারপর আই,পি,জি,এম,আর হতে ২০০১ সনে ডি,এ এ্যাঙ্গথেসিয়া এর উপর ডি,এ পাশ করেন।

কর্মজীবনঃ-

১৯৯২ সনে সরোওয়ার্দী হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (পি,জি) হতে ট্রেনিং সমাপ্ত করেন। এরপর ১৯৯৩ সনের জুন পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৯৯৪ সনে ঘোড়াশাল সারকার খানা, ১৯৯৫ সন হতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে, ৯৭/৯৮ সন সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৯৯-২০০০ পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ২০০১ সন হতে অদ্যবধি পাবনা জেলার চাটমহর থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত আছেন। তাঁর স্ত্রীও এম,বি,বি,এস ডাক্তার স্ত্রীর নাম ডাঃ হালিমা তিনি স্ত্রীর নামে হালিমা সনোগ্রাফ ও ডেলিভারী সেন্টার নামে প্রাইভেট স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বামী-স্ত্রী উভয় উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাইভেট স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন।

আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডঃ-

তিনি পাবনা সন্ধানী ডোনার ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমানে উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনা করছেন।[১৮]

মীর মোঃ হুজায়ফা

পিতা মীর মোঃ আলতাফ হুসাইন

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

মীর মোহাম্মাদ হুজায়ফা পিতা মীর মোঃ আলতাফ হুসাইন[১৯] জোড় বাংলা পাবনাতে ০৬/০৬/১৯৬৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে দাখিল বিজ্ঞান গ্রুপে ১ম

---

[১৮] উল্লেখিত তথ্য গবেষক কর্তৃক ১৭/০৯/২০০২ ইং তারিখে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ ১৯৮৫ সনে আলিম বিজ্ঞান গ্রুপে ১ম বিভাগ হতে পাশ করে খুলনা বি,আই,টিতে ভর্তি হন এবং বি,এস,সি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন।

কর্মজীবনঃ- প্রথমে ঢাকাতে একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরী জীবন শুরু করেন। এরপর দুবাই ছিলেন সাড়ে ১০ বছর প্রতিমাসে দেড় লক্ষ টাকা বেতন পেতেন। বর্তমানে সরকারী ভাবে কানাডাতে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উপর পড়ালেখা করছেন।

মীর মোঃ সুহায়েব

মীর মোঃ সুহায়েব পিতা মীর মোঃ আলতাফ হুসাইন ২৫/০৯/৬৭ ইং সনের এক সুভমুহুর্তে পাবনা জেলার জোড় বাংলা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শুরু থেকে পাবনা আলীয়া মাদ্রসা পড়ালেখা করেন। ১৯৮৫ সনে দাখিল ২য় বিভাগে ১৯৮৫ সনে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৮৭ সনে এ্যাডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে এইচ,এস,সি ২য় বিভাগে পাশ করেন। এরপর ঢাকা কলেজ হতে ইংরেজীতে অনার্স ২য় শ্রেণীতে পাশ করেন অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজীতে এম,এ ২য় শ্রেণীতে পাশ করেন। সরকারী ভাবে লেখাপড়া করার জন্য প্রথমে দুবাই ও পরবর্তীতে কানাডা যান। বর্তমানে স্বপরিবারে কানাডাতে অবস্থান করছেন।[২৩]

মোহাম্মাদ সাঈদ উল্লাহ

প্রিন্সিপ্যাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ।

মোহাম্মাদ সাঈদ উল্লাহ, পিতা- আলহাজ মাওঃ শহীদুল্লাহ, টি,পি রোড, শালগাড়ীয়া, পাবনা। ০১/০৩/১৯৬৯ সনে কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ গ্রামে নানা বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ- পিতার নিকট লেখাপড়া শুরু করেন এবং ১৯৭৪ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় এবতেদায়ী ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হয়। ১৯৮০ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৮২ সনে আলিম ২য় বিভাগ, ১৯৮৪ সনে ফাজিল ২য় বিভাগ ও ১৯৮৬ সনে কামিল পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর ১৯৮৬ সনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, গাজীপুর থাকাকালীন

[২২] মীর মোঃ আলতাফ হুসাইন, তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল পাশ করেন। জেলা প্রশাসক পাবনার অফিস সহকারী হিসেবে চাকুরী করতেন বর্তমান অবসর জীবন যাপন করতেন। তিনি ফুরফুরা শরীফের খলিফা। উল্লেখ্য যে তাঁর পাঁচটি ছেলেই পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন।

[২৩] মীর মোঃ উসায়েব কর্তৃক বিবৃত। যিনি মীর মোঃ হুজায়ফাও মীর মোঃ সুহায়েব এর ভ্রাতা।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগে বি,এ অনার্সে ভর্তি হন ও ১৯৮২ সনে ১ম শ্রেণীতে বি,এ অনার্স এবং ১৯৯০ সনে ১ম শ্রেণীতে এম,এ উত্তীর্ণ হন ও প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করেন।

কর্মজীবনঃ- ১৯৯২ সনে এম,এ পাশ করার পরেই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে প্রবেশনারী অফিসার পদে চাকুরীতে যোগদান করে ইসলামী ব্যাংক ঢাকা, রমনা শাখায় দায়িত্ব পালন করেন। তারপর মতিঝিল লোকাল শাখায় বৈদেশিক বানিজ্য বিভাগে অতঃপর নাটোর জেলা শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সনে সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি হয়। বর্তমান ইসলামী ব্যাংক পাবনা শাখার বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বানিজ্য শাখার ইনচার্জ ও দ্বিতীয় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। ব্যাংকিং এ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার জন্য ১৯৯৯ সনে জানুয়ারী মাসে প্রিন্সিপ্যাল অফিসার পদে পদোন্নতি হয়। চাকুরীর মাঝে বি,আই,বি,এম হতে ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স এর উপর ১৫ দিন ব্যাপী ট্রেনিং সহ ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী থেকে প্রাকটিস অফ ব্যাংকিং বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকাঃ-

মোহাম্মাদ সাঈদ উল্লাহ সাহেব পাবনা শহরের সুপরিচিত রেনেসাঁ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যা আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিম্ন বর্ণিত কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। (১) রেঁনেসা বাণিজ্য সমিতি (২) ফ্রী ফ্রাইডে ক্লিনিক (৩) বিজ্ঞান ক্লাব (৪) সমাজ কল্যাণ (৫) রেনেসাঁ নেগেটিভ ব্লাড কোর (৬) রেনেসা সাংস্কৃতিক সংসদ। এছাড়া দরিদ্র বিমোচন (খ) মাইক্রো কেডিট প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। (গ) ইসলামী পাঠাগার।

রাজনৈতিক ভাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে জড়িত। ছাত্র জীবনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সর্বোচ্চ ক্যাডার বা সদস্য ছিলেন। তিনি বিবাহিত ও এক পুত্র সন্তানের জনক।[১১]

মোঃ আব্দুল গফুর মিয়া

সহকারী অধ্যাপক

আটঘরিয়া মহাবিদ্যালয়, পাবনা।

মোঃ আব্দুল গফুর মিয়া পিতা মৃত- মফিজ উদ্দিন মোল্লা ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সনে পাবনা সদর থানার নন্দনপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম মধুপুর ডাকঘর পুষ্পপাড়া থানা ও জেলা-পাবনা।

---

[১১] উল্লেখিত তথ্য গবেষক কর্তৃক ০৩/১০/২০০০ ইং তারিখে মোহাম্মাদ সাঈদ উল্লাহ সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবনঃ-

১৯৫১ সনে নিজ গ্রাম মধুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা মধ্যে দিয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। পরে ১৯৬১ ইং সনে ঐতিহ্যবাহী পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনা হতে দাখিল ১ম বিভাগ ১৯৬৫ সনে আলিম ২য় বিভাগ ও ১৯৬৭ সনে ফাজিল ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৬৯ ইং সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল হাদিস ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭০ সনে পাবনা কলেজ হতে আই.এ ২য় বিভাগ ও ১৯৭৪ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ হতে বি,এ অনার্স ৩য় শ্রেণীতে পাশ করেন। অতঃপর ১৯৭৬ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ হতে এম,এ উচচতর ২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবনঃ-

কুওয়াতুল ইসলাম আলীয়া মাদ্রাসা, কুষ্টিয়াতে মুহাদ্দিস পদে ২৪/১০/৬৯ ইং তারিখ হতে ১০/০৭/১৯৭০ পর্যন্ত ৮ মাস ১৬ দিন চাকুরীর মধ্যে দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১১/০৭/১৯৭০ ইং হতে ১ বছর ৬ মাস পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস পদেও ১৯৭৩ সন হতে ১৯৭৬ সন পর্যন্ত ৪ বছর শ্রীকোল আজিজা স্মৃতি উচচ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে আটঘরিয়া মহাবিদ্যালয় পাবনা এর ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ও সামাজিক কর্মকান্ডে অবদানঃ-

মোঃ আব্দুল গফুর মিয়ার কর্ম জীবনের পাশাপাশি আরবী, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক কর্মকান্ডে অনেক ভূমিকা রয়েছে। যেমন কুরআন সুন্নাহ মিশন চড়াডাঙ্গা, পাবনা এর ১৯৮২-১৯৮৬ ইং পর্যন্ত সম্মান সূচক মহা-পরিচালক, মধুপুর মহিলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী, ১৮/০৩/৮৮ হতে অদ্যাবধি মধুপুর দক্ষিনপাড়া, মসজিদে দারুল আমান এর প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী। তাছাড়া বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের স্ক্রুটিনাইজার ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষক হিসেবে ১৯৯৪ ইং সন হতে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৮৫ ইং হতে আটঘরিয়া আদর্শ কিন্ডার গার্টেন, পাবনা এর অধ্যক্ষ সুম্মানসুচক। এছাড়াও তিনি নিয়মিত লেখালেখি ও সাংবাদিকতার কাজের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। যেমন তিনি ইতিপূর্বে "দৈনিক দুর্জয় বাংলা" এর সাংবাদিক ছিলেন, বর্তমানে "দৈনিক প্রভাত" ঢাকা এর সাংবাদিক ও আটঘরিয়া প্রেস ক্লাব, পাবনা এর সভাপতি এর দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও গুরুত্বপুর্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত "দৈনিক নির্ভর" পাবনাতে প্রবন্ধ লিখে যাচেছন।[**]

[**] উল্লেখিত তথ্য জনাব আব্দুল গফুর মিয়া কর্তৃক লিখিত তথ্য হতে উল্লেখিত।

Dhaka University Institutional Repository

এ,কে,এম সাখাওয়াতুল্লাহ (সাদ)

সিনিয়র অফিসার

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

এ,কে,এম সাখাওয়াতুল্লাহ (সাদ) পিতা মরহুম মাওঃ নুরুল হক, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার দাশুড়িয়া ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামে ১৯৭১ ইং সনের ১৫ই জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ-

তিনি স্বীয় গ্রাম সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর মাদ্রাসাতে ভর্তি হন এবং ১৯৮৫ সনে উত্তর বঙ্গের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্বহা ইসলামীয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা শিবপুর হতে দাখিল ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি লাভ করেন। এরপর ১৯৮৭ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা আলিম বিজ্ঞান হতে ২য় বিভাগে পাশ করেন। এরপর ১৯৮৯ সনে আবারও শিবপুর মাদ্রাসা হতে ২য় বিভাগে ফাজিল পাশ করেন। তারপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে বি,বি,এস অনার্স ২য় ও এম,বি,এস ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

ছাত্র আন্দোলনঃ-

জনাব সাদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর হতে স্থানান্তর এর বিরুদ্ধে স্বক্রিয় আন্দোলন করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র ফাউন্ডেশন ই,পা,ছাফ এর মহাসচিব ছিলেন এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের হল শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কুষ্টিয়াতে স্থানান্তরের পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও ক্যাম্পাস সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে জামাতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী সবুজবাগ থানার ২৭নং ওয়ার্ডের এর বাজার ইউনিটের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

কর্মজীবনঃ-

১৯৯৪ সনে মাগুড়া আদর্শ কলেজে প্রভাষক পদে যোগদানের মধ্যদিয়ে চাকুরী জীবন শুরু করেন। এরপর ১৯৯৫ সনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। ইললামী ব্যাংকিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এর অধীনে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইন্সুরেন্স উপর ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স একাডেমী অধীনে ক্লেইম এন্ড প্রেমেন্ট এর কম্পিউটার ট্রেনিং গ্রহণ করেন।[২৩]

---

[২৩] উল্লেখিত তথ্য ১১/০৮/২০০০ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ আঃ কুদ্দুস

অধ্যক্ষ, মাহমুদপুর সিনিয়র মাদ্রাসা

জনাব মোঃ আঃ কুদ্দুস ০১/০১/১৯৪৯ সনে পাবনা জেলা সদর থানার অর্ন্তগত মাহমুদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামে সমাপ্ত করার পর ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তুহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা শিবপুর, আটঘরিয়া পাবনা হতে ১৯৬০ সনে দাখিল ২য় বিভাগ ১৯৬৪ সনে আলিম ২য় বিভাগ ও ১৯৬৬ সনে ফাজিল ২য় বিভাগে পাশ করেন তারপর উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৬৮ সনে কামিল ২য় শ্রেণীতে পাশ করেন।

১৯৬৮ সনে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করার পর মাহমুদপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করেন। ১৯৮৮ সন পর্যন্ত একই পদে চাকুরী করেন। ১৯৮৮ সনে উক্ত মাদ্রাসায়ই আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। জনাব আলহাজ হযরত মাওলানা লোকমান সাহেব ইন্তেকালের পর ২২/০১/২০০১ ইং তারিখ হতে অত্র মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে কিছু সামাজিক কর্মকান্ডের সাথেও জড়িত যেমন পল্লী বিদ্যুত সমিতির পাবনা সদর থানার পরিচালক[২৪] তিনি হাস্য উজ্জল ও সদালাপী কর্মঠ ব্যক্তি।

মোঃ রফি উদ্দিন খান

অধ্যক্ষ,

মাজদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, ঈশ্বরদী, পাবনা।

মোঃ রফি উদ্দিন পিতা মোঃ নাজিমুদ্দীন খান গ্রাম ধাপাড়িয়া থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা। ০১/০৩/১৯৫৯ ইং সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমাপ্ত করে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৭২ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে দাখিল ২য় বিভাগে পাশ করেন। এরপর উত্তর বঙ্গের অন্যতম দ্বীনি প্রতিষ্ঠান পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৭৪ সনে আলিম ২য় বিভাগ, ১৯৭৬ সনে ফাজিল ২য় বিভাগ ও ১৯৭৮ কামিল তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সনে মান উন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে ২য় বিভাগ প্রাপ্ত হন। এ পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৯৭৯ সনে আই,এ ৩য় বিভাগে ১৯৮২ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি,এ অনার্স (আরবী) ২য় শ্রেণী ও ১৯৮৩ সনে এম,এ ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করেন।

---

[২৪] উল্লেখিত তথ্য ২১/০৪/২০০১ ইং তারিখে মোঃ আঃ কুদ্দুস সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবনঃ- ০১/০৬/১৯৮২ সন হতে মাজদিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী হিসেবে চাকুরী শুরু করেন। অতঃপর ০১/০৭/১৯৮৭ তারিখ হতে অত্র মাদ্রাসার সুপারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাদ্রাসাটি দাখিল পর্যায় হতে আলিম পর্যায়ে উন্নীত হয় ও তাঁকে উক্ত মাদ্রাসার কার্য্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ০১/০৭/১৯৯৪ সন হতে তিনি অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব সুনামের সাথে পালন করে আসছেন।

রাজনৈতিক ভাবে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িত তিনি জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের রকন এবং সাবেক ঈশ্বরদী পৌরসভা আমীর বর্তমানে উপজেলা সেক্রেটারী ও উপজেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়া তিনি বিভিন্ন আর্থ সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। যেমন বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির ঈশ্বরদী উপজেলা সভাপতি, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন স্থানীয় উন্নয়ন ইউনিট কমিটি ঈশ্বরদী ও আটঘরিয়া শাখার সদস্য সচিব। দারুস সালাম ট্রাষ্ট ঈশ্বরদী এর সদস্য ও ইসলামী কমিউনিটি হাসপাতাল ঈশ্বরদী এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া বর্তমানে জমিয়াতুল মুদাররিসিন পাবনা জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঈশ্বরদী উপজেলার সভাপতি।[২৫]

ডা. মাওঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা

অধ্যাপক

হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পাবনা।

ডা. মাওঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা ১লা জুন ১৯৬১ সনে এক সুভমুহূর্তে পাবনা জেলার আটঘরিয়া থানাধীন একদন্ত ইউনিয়নের চাচকিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁর পিতার নাম আলহাজ মৌঃ মোঃ আহমাদ আলী।

শিক্ষা জীবনঃ বড় ভাই ও পিতার নিকট অক্ষরজ্ঞান প্রাপ্ত হন। এরপর একদন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৬৫ সনে ভর্তি হওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শুরু করেন। এবং অত্র বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তাঁর প্রতিটি শ্রেণীতেই রোল নং১ হত। এরপর ১৯৬৮ সনে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা শিবপুরে দাখিল আওয়ালে (বর্তমান যাকে দাঃ ৫ম শ্রেণী বলা হয়) ভর্তি হন এবং নিয়মতান্ত্রিক পড়ালেখা করতে থাকেন ও ১৯৭৩ সনে দাখিল পরীক্ষা ১ম বিভাগে পাশ করে। অতঃপর ১৯৭৫ ও ১৯৭৭ সনে অত্র মাদ্রাসা হতে যথাক্রমে

---

[২৫] উল্লেখিত তথ্য গবেষক কর্তৃক ১৭/১০/২০০১ ইং তারিখে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর পাবনা জেলা সদরের প্রান কেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৭৯ সনে কামিল হাদীস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর পাবনা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১৯৭৮ সনে ভর্তি হয়ে ১৯৮২ সনে ডি এইচ এম,এস পাশ করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সমাপ্ত করেন।

কর্মজীবনঃ এরপর ১৯৮২ সনে পাবনা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৫ সনে উক্ত পদে চাকুরী করেন, এবং ঐ একই সনে উক্ত কলেজের প্রভাষক হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। এবং বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন এবং পাবনা চাঁপা মসজিদের পাশে একটি চেম্বারে নিয়মিত বসেন ও জনগণের স্বাস্থ্য সেবা করছেন।

রাজনৈতিক দর্শনঃ ব্যক্তি জীবনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে জড়িত। বর্তমানে পূর্ব শালগাড়িয়া, পাবনা এর স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি ৪ কন্যা সন্তানের জনক।[২৮]

হাফেজ মোঃ নাছির উদ্দিন

ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

হাফেজ মোঃ নাছির উদ্দিন, পিতা মোঃ সেলিম উদ্দিন গ্রাম, বাবুটিয়া (পুরানপাড়া) ডাকঘর চরবাবুটিয়া থানা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ। ০১/০৫/১৯৫৫ সনে বাবুটিয়া পুরানপাড়ায় এক সুভ মুহূর্তে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় গ্রামে সমাপ্ত করেন এরপর বীক্রমপুর হিফজ মাদ্রাসা হতে পবিত্র কুরআনুল কারীম হিফজ করেন ও পাবনা আলীয়া মাদ্রাসাতে ভর্তি হয়ে দাখিল ১৯৬৭ সনে আলিম ১৯৬৯ সনে ফাজিল ১৯৭১ সনে ও কামিল ১৯৭৩ সনে প্রত্যেকটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে পাশ করেন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে বি,এ অনার্স ২য় শ্রেণী ও এম,এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করেন ও প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা ইতি টানেন। ১৯৭৩ সন হতে ক্যালিকো কটন মিল জামে মসজিদে ১৯৭৪ সন পর্যন্ত ইমামতি করেন। ১৯৭৫ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম হিসেবে যোগদান করেন ও অদ্যাবধি উক্ত মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করছেন। এর সাথে সাথে মসজিদ শাখায় শিক্ষকতা করেন। তিনি কর্মজীবনের সাথে সাথে কল্যাণ মুলক কাজও করেন

---

[২৮] উল্লেখিত তথ্য ১৬/০৩/২০০২ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ডাঃ মাওঃ মোঃ গোলাম মোস্তফার সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন বখরাবাজ জামেয়া ওসমানিয়া মাদ্রাসার সহ-সভাপতি দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া আরবী ও ইললামী শিক্ষা বিস্তারে তার বক্তৃতা ও বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি ২ ছেলে ও ২ মেয়ে জনক।[২৭]

আবু আইয়ুব আহমাদুল্লাহ

এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট, ঢাকা।

আবু আইয়ুব আহমাদুল্লাহ পিতা মরহুম ছদরুদ্দীন আহমাদ রাধানগর পাবনা সদর, পাবনা। ০১/০১/১৯৭৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ-

প্রাথমিক লেখাপড়া বাবার নিকট শুরু করেন। তারপর প্রাতিষ্ঠানিক বা নিয়মিত অধ্যয়ন পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনায় শুরু হয় ও ১৯৮৮ সনে দাখিল বিজ্ঞান বিভাগ হতে ১ম বিভাগে ১৯৯০ সনে আলিম বিজ্ঞান বিভাগ হতে ১ম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হন এবং মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। তারপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর আইন বিভাগ হতে বি,এ অনার্স ২য় শ্রেণী ও এল,এল,এম, ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা এখানে সমাপ্ত করেন।

কর্ম জীবনঃ-

নিয়মতান্ত্রিক পড়ালেখা সমাপ্তির পর ঢাকা জেলা জজ কোর্টে ওকালতিতে শিক্ষানসিব ছিলেন। তারপর ১৯৯৯ সনে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য পদ প্রাপ্ত হন। তারপর ২০০২ ইং সনে হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত হন। বর্তমানে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টের ডিভিশনের এ্যাডভোকেট।[২৮]

মোঃ শিহাব উদ্দিন

মুহাদ্দিস কওয়াতুল ইসলাম আলীয়া মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া।

মোঃ শিহাব উদ্দিন পিতা মোঃ আঃ মতিন মহল্লা দিলালপুর পাবনা, জনাব শিহাব উদ্দিন প্রাথমিক শিক্ষা পিতা হাফেজ মোঃ আঃ মতিন এর নিকট কোরআন শিক্ষা মাধ্যদিয়ে শুরু করেন। এবং বাবার নিকট হেফজ সমাপ্ত করেন। এরপর পাবনা জামেয়ারে আশরাফিয়া মাদ্রাসায় (দরসে নিয়ামিয়া) ভর্তি হন ও দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অতঃপর সরকারী সাহায্যে পরিচালিত আলীয়া নেসাবের

[২৭] উল্লেখিত তথ্য গবেষক কর্তৃক ০৪/১১/১৯৯৯ তারিখে হাফেজ মোঃ নাছির উদ্দিন সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[২৮] উল্লেখিত তথ্য ২৮/১১/২০০২ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায় ভর্তি হন ও ১৯৮৯ সনে নন্দনপুর দাখিল মাদ্রাসা হতে দাখিল ১ম বিভাগ। ১৯৯১ সনে ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে, ১৯৯৪ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগ ও ১৯৯৬ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এছাড়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়াতে ১ম শ্রেণীতে বি,এ অনার্স ও ১ম শ্রেণীতে এম,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে কুওয়াতুল ইসলাম আলীয়া মাদ্রাসার ২য় মুহাদ্দিস হিসেবে চাকুরী করছেন।[২৯]

মোছাঃ অজিজা লুৎফা

উপাধ্যক্ষ হাজী গয়েজ উদ্দিন মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা

ভাঙ্গুড়া,পাবনা।

মোছাঃ আজিজ লুৎফা পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানাধীন ভদ্রপাড়া গ্রামে ০১/০৩/১৯৬১ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এ,কে,এম আকবর আলী।

প্রাথমিক পর্যায় হতে ফাজিল শ্রেণী পর্যন্ত শরৎনগর সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন। ১৯৭২ সনে দাখিল ২য় বিভাগ ১৯৭৪ সনে আলিম ২য় বিভাগ ও ১৯৭৬ সনে ফাজিল ২য় বিভাগে পাশ করেন। এরপর ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন ও ১৯৮১ সনে কামিল হাদীস বিভাগ হতে ৩য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার কারনে ১৯৮৮ সনে মান উন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে ২য় শ্রেণীতে পাশ করেন। তারপর জরিনা রহিম বালিকা বিদ্যালয় ভাঙ্গুড়া হতে এস,এস,সি ১৯৭৩ সনে ৩য় বিভাগ ও হাজী জামাল উদ্দিন ডিগ্রী কলেজ ভাঙ্গুড়া হতে ১৯৭৫ সনে এইচ,এস,সি ৩য় বিভাগে পাশ করেন ও শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন।

মির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসা চাটমহোর, পাবনাতে ০১/০৫/১৯৮৪ সনে যোগদানের মধ্যে দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন ও ৩১/১২/১৯৮৫ ইং পর্যন্ত তথায় কর্মরত ছিলেন। তারপর ০১/০১/১৯৮৬ ইং তারিখ হতে হাজী গয়েজ উদ্দিন[৩০] মহিলা মাদ্রাসা (দাখিল পর্যায় থাকাকালীন) সুপার পদে যোগদান

---

[২৯] উল্লেখিত তথ্য ০৪/০৭/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সংগৃহীত।

[৩০] হাজী গয়েজ উদ্দিন ভাঙ্গুড়া থানার একজন স্বনামধন্য ধনী ব্যাক্তি। তার পিতার নাম আব্বাস উদ্দিন সরদার আনুমানিক ১৯০০ সনে নৌবাড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১০ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সনে স্ত্রী মিসেস গোলেনুর বেগম সহ হজব্রত পালন করেন। গরীব দুখী সাহায্যে তিনি ছিলেন উদার। তারপুত্র শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোঃ গোলাম মোস্তফা, ১৯৮৪ সনে বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে জমি ক্রয় করে মাদ্রাসাকে দান করে মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

করেন। পরবর্তীতে তার সক্রিয় প্রচেষ্টায় মাদ্রাসাটি ফাজিল পর্যায়ে উন্নীত হয় তিনি উক্ত মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।

মোছাঃ আজিজা লুৎফা পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নানা প্রকার সামাজিক ও কল্যাণ ধর্মী কর্মকান্ডের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। যেমন তিনি জাতীয় মহিলা সংস্থা, ভাঙ্গুড়া, পাবনা এর সভানেত্রী, ভাঙ্গুড়া থানা পৌর কমিটির সদস্যা, প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি ভাঙ্গুড়া, পাবনা এর সদস্যা, ভাঙ্গুড়া উপজেলা পরিষদের মনোনীত সদস্যা। তাছাড়া বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৮ সন হতে পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ যে তাঁরা ৭ বোন সবাই মাদ্রাসার শিক্ষায় শিক্ষিত তম্মধ্যে ৫ বোন পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতেই কামিল পাশ করেছেন এবং সবাই স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত।[৩১]

মিসেস হাসিনা ইসলাম
সহকারী শিক্ষক,
কৃষ্ণপুর সরকারী বালিকা উচচ বিদ্যালয়,

১৫ই মার্চ ১৯৬৮ ইং সনে পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানাধীন সরদার পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম সিরাজুল ইসলাম। প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় গ্রামে সমাপ্ত করে শরৎনগর সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৮১ সনে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং মেয়েদের মধ্যে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। একই প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৮৩ সনে আলিম পরীক্ষায় ২য় বিভাগে ১৯৮৫ সনে ফাজিল পরীক্ষায় ২য় বিভাগ ও ১৯৮৭ সনে ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার ইতি টানেন।

কর্মজীবনঃ- ১৯৮৫ সনে এলাকাবাসীর অনুরোধে ভাঙ্গুরা মহিলা মাদ্রাসায় সহকারী মাওলানা পদে যোগদান করেন ও ২৭/০৮/১৯৮৯ ইং সন পর্যন্ত উক্ত পদে চাকুরী করেন। তারপর ২৮/০৮/১৯৮৯ ইং তারিখ হতে কৃষ্ণপুর সরকারী বালিকা উচচ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (মাওলানা) পদে যোগদান করেন ও অদ্যাবধি কর্মরত আছেন। উল্লেখ্য যে মাওলানা শিক্ষিকা হিসেবে সরকারী উচচ বালিকা বিদ্যালয়ে

প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিধায় তার স্মৃতি স্বরুপ মাদ্রাসার নাম রাখা হয় হাজী গয়েজ উদ্দিন মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা। ১৯৮৫ সালের ১০ই অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকাল কালীন সময় তিনি ১ ছেলে ও ৭ কন্যা রেখে যান যারা সবাই সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

[৩১] ২২/০৭/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মোছাঃ আজিজা লুৎফা এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরীরতা তিনিই একমাত্র মহিলা শিক্ষিকা। তিনি পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, সেকেন্ডারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ও হায়ার সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট কর্তৃক প্রশিক্ষণ ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বিস্তারণ কার্যাক্রমে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[৩২]

মোছাঃ সেলিনা পারভীন

মোছাঃ সেলিনা পারভীন পিতা মোঃ আব্দুল গণি গ্রাম মহেন্দ্রপুর পোঃ ক্যালিকো কটনমিল, রাজাপুর, পাবনা। ১৯৭২ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে দাখিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১০ স্থান অধিকার করেন। এরপর ভাঙ্গুড়া থানার জাবেদ আলী হাজীর ছেলে সাইফুল ইসলাম সাবানের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে পরবর্তীতে আর পড়ালেখা করার সুযোগ ঘটেনি। বর্তমানে তিনি একজন গৃহিণী।[৩৩]

মোছাঃ আরজিনা খাতুন

পিতা মোঃ বেলায়েত ফারাজী গ্রাম মনোহরপুর ডাক টেবুনিয়া থানা ও জেলা পাবনা ১৯৭৩ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করেন তারপর পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করেন এবং ১৯৮৭ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে দাখিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে প্রথম শ্রেণীতে ১৮ তম স্থান অধিকার করেন এবং মেয়েদের মধ্যে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করেন। এরপর বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর আর লেখাপড়া করতে পারে নাই। বর্তমানে তিনি গৃহিণী।[৩৪]

---

[৩২] উল্লেখিত তথ্য হাসিনা ইসলামের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[৩৩] উল্লেখিত তথ্য ০৭/০৩/২০০০ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মোছাঃ সেলিনা পারভীনের ভ্রাতৃবধুর সাথে সাক্ষাতের সংগৃহীত।

[৩৪] উল্লেখিত তথ্য ০৩/১১/২০০১ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মালিগাছা মজিদপুর সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোঃ তেলায়েত হোসেন খান এর সাথে সাক্ষাতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মুলতঃ দু'ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। এক সাধারণ শিক্ষা বা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দুই সরকারী বেসরকারী মাদ্রাসা শিক্ষা। সরকারী আলীয়া নেসাবের মাদ্রাসাগুলো সরকারী অনুদান ভুক্ত ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।[১] আর বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ, উদ্দেশ্যে ও শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরনে সর্বপ্রথম কওমী মাদ্রাসা স্থাপিত হয় ১৯০১ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় ময়নুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা নামে। এ সমস্ত কওমী মাদ্রাসায় সরকারের কোন অনুদান, নিয়ন্ত্রন ও কারীকুলাম নেই বললেই চলে।[২] এ মাদ্রাসাগুলো জনগনের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, তথা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ দুধারার মাদ্রাসার নেতৃত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য এর মধ্যে আলীয়া নেবাসের মাদ্রাসার ভুমিকা তুলনা মুলক ভাবে সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যাপকতর ও সুদর প্রসারী। পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা আলীয়া নেসাবের মাদ্রাসা সমুহের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন। অন্য সকল মাদ্রাসার ন্যায় জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ মাদ্রাসার ভূমিকা একে বারে কম নয়। এক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান, মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক,[৩] আবু সাঈদ মোহাম্মদ ওমর আলী, এ,বি,এম আব্দুস সাত্তার, মাওলানা আবদুস সালাম আল-মাদানী, ড. মোঃ জাকির হুসাইন, মাওলানা দীন মোহাম্মাদ,[৪] মাওলানা আব্দুল মালেকের[৫] নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। যাঁরা জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজকর্ম সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। তাছাড়া আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান ও ধর্মীয় অনুসাশন পালনে উৎসাহিত করণে এ মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের অবদান অপরিসীম। এ অধ্যায়ে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় স্বনামধন্য ব্যক্তির জীবনী আলোচিত হলো যাঁরা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অবদান রেখে যাচেছন।

---

[১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই খৃ. ১৯৯৭।

[২] ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা, খৃ. ১৯৯৯, পৃ. ১১২।

[৩] মাওলানা মোহাম্মদ ইছাহক সাবেক মন্ত্রী ও অধ্যক্ষ তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জীবনী অত্র গবেষণা কর্মের প্রশাসক ও অধ্যাপকবৃন্দ ঃ পরিচিতি ও অবদান অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

[৪] মাওলানা দীন মুহাম্মদ অধ্যক্ষ মদিনাতুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা আশাশুনি, সাতক্ষীরা তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জীবনী অত্র গবেষণা কর্মের কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ঃ পরিচিতি ও অবদান অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

[৫] মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মালেক সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী স্কুল, তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জীবনী অত্র গবেষণা কর্মের প্রশাসক ও অধ্যাপকবৃন্দ ঃ পরিচিতি ও অবদান অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতি, গভর্নিং বডি (বর্তমান)

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাবনা জেলার সুজানগর থানাধীন মোমিন পাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মুন্সি নঈম উদ্দিন আহমদ একজন খাঁটি দ্বীনদার ও পরহেজগার আলেম ছিলেন। মাওলানা আবদুস সুবহান ১৯৬৫ সাল থেকে পাবনা শহরের গোপালপুর (পাথর তলা) স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানেই থাকছেন।

শিক্ষা জীবন

তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় রামচন্দ্রপুর মক্তবে। পরে তিনি মানিক হাট ও মাছপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৪১ সালে উলাট মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং প্রায় সাত বছর এ মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে ১৯৪৭ সালে জুনিয়র পাশ করেন।

এরপর হাদল মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে তিনি শিবপুর ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯৫০ সালে আলিম পরীক্ষায় পাশ করেন। পরে সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৫২ সালে ফাজিল ও ১৯৫৪ সালে কামিল পাশ করেন। মাওলানা আব্দুস সুবহান অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি জুনিয়র (মেট্রিকুলেশন সমমান) আলিম, ফাজিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন এবং কামিল পরীক্ষায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড থেকে হাদীস গ্রুপে প্রথম শ্রেণীতে ৭ম স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবন/শিক্ষকতা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে সর্বোচচ ডিগ্রী অর্জনের পর ১৯৫৬ সনে হেড মাওলানা হিসেবে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা তথা কর্ম জীবন শুরু করেন। এ সময় মাওলানা কসিমুদ্দিন ছিলেন সেক্রেটারী আর আব্দুল্লাহ প্রামানিক ছিলেন, কমিটির সদস্য, এরপর ১৯৫৮ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে জি,সি আই স্কুলে আরবী শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং এক বছর চাকুরী করেন। তারপর এ্যাড্রুক ঔষধ কোম্পানীতে প্রথমে করণিক পদে চাকুরী শুরু করেন পরে সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি হয়। ১৯৬০ সনের শেষের দিকে এ্যাড্রুক এর চাকুরী ছেড়ে আরিফপুর মাদ্রাসার জীর্ন দশা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে মুক্তি প্রদানে জন্য জনাব আব্দুল হামীদ সাহেব তাঁকে মাদ্রাসায় নিয়ে আসেন এবং সুপার পদে নিয়োগ প্রদান করেন। এখানে ১৯৬২ সন পর্যন্ত চাকুরী করেন। এছাড়াও আরো কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ১০ বছর সুনামের সাথে শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালন করেন।*

রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা আবদুস সুবহান ছাত্র জীবনে ১৯৫০ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন। তিনি পূর্ব পাকিস্থান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সনে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে কাজ শুরু করেন এবং পাবনা টাউন হলে কোরআন ক্লাস করাতেন। পর্যায়ক্রমে বহু গুরুত্বপুর্ন দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে পাবনা জেলা আমীর ১৯৫৮ সালে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার আমীর নিযুক্ত হন। পরে কেন্দ্রীয় মসলিসে সুরার সদস্য হন। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য। তিনি ১৯৬২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে তিনি পুনরায় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে বিরোধী দলীয় সিনিয়র ডেপুটি লীডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬৮ পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্থান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে বিপুল ভোটে পাবনা সদর আসনের এমপি নির্বাচিত হন এবং সংসদে জামায়াতে ইসলামীর উপনেতা হিসেবে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা রাখেন। ১৯৯৬ সনে সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন কিন্তু তিনি জয়যুক্ত হতে পারেন নাই এবং ২০০১ এর ১লা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্য জোটের সমন্বয়ে গঠিত ৪ দলীয় ঐক্য জোটের প্রার্থী হিসেবে পাবনা সদর নির্বাচনী এলাকা, পাবনা-৫ আসন হতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

পারিবারিক জীবন

নবীন প্রবীন সকলের সাথে সদালাপী ও অমায়িক ব্যবহারের এক অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। প্রবীন রাজনীতিবিদ মাওলানা আব্দুস সুবহান ৫ ছেলে ও ৬ মেয়ের জনক।

লেখক বহুভাষাবিদ ও সংস্কৃতি সেবী মাওলানা আবদুস সুবহান

একজন সুলেখক হিসেবেও মাওলানা আবদুস সুবহানের পরিচিতি রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন বিষয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন এক সময়ে তিনি সাংবাদিকতার সাথেও জড়িত ছিলেন।

---

* ৩১/০১/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মাওলানা আব্দুস সুবহানের সাথে ব্যাক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহিত।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সুবহানের অন্যতম গুন হলো তিনি অনেক গুলো ভাষা জানেন। বাংলা ছাড়াও আরবী, ইংরেজী, উর্দূ, ফার্সিসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় তিনি লিখতে ও পড়তে পারেন। একজন সংস্কৃতি প্রেমী ও সংস্কৃতি সেবী হিসেবেও মাওলানা সুবহানের সুনাম রয়েছে। ছাত্র জীবনে তিনি সাহিত্য সাংস্কৃতি কর্মকান্ডে সক্রিয় ছিলেন। গান বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও পেয়েছেন বহুবার।

আরবী ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ও সমাজ সেবায় মাওলানা আবদুস সুবহান

ছাত্র জীবন থেকেই মাওলানা আবদুস সুবহান সমাজ কল্যাণ মুলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শেষে ১৯৫৬ সালে তিনি "আঞ্জুমানে রফিকুল মুসলেমিন" নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। স্বল্প আয়ের লোকদের ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী আয় ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন।

শিক্ষা চর্চা ও বিকাশে মাওলানা সুবহান সদা কর্মতৎপর একজন ব্যক্তি। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তাঁর সে তৎপরতা লক্ষ করা যায়। ১৯৬৮ সালে তিনি জালালপুর জুনিয়র হাই স্কুল ও বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ নামের প্রতিষ্ঠান দুটি স্থাপন করেন। তিনি উভয় স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সদস্য পাবনা শহরের গোপালচন্দ্র ইনস্টিটিউটের ম্যানেজিং কমিটি রাধানগর মজুমদার একাডেমী, পাবনা মহিলা কলেজ, পাবনা ইসলামিয়া কলেজ (বুলবুল কলেজ) এবং ঈশ্বরদী জিন্নাহ কলেজ কমিটিরও সদস্য ছিলেন। পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারী থাকাকালে মাদ্রাসাটিকে তিনি কামিল পর্যায়ে উন্নীত করেন। ১৯৬৫ সালে পাবনার ঐতিহাসিক চাঁপা মসজিদের মুতাওয়াল্লী নির্বাচিত হয়ে তিনি মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারনের কাজে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করেন। সুজানগর থানায় মমিনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা, পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনা কুচিয়ামোড়া কলেজ পাবনা সহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া তার দীর্ঘ কর্মমুখর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতি হলো পাবনা দারুল আমান ট্রাষ্ট বর্তমানে তিনি এ ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান। এই ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত পাবনা ইসলামিয়া ইয়াতিমখানা, ইসলামিয়া কলেজ, ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, হেফজখানা, ইয়াতিমখানা, মসজিদসহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি, ইমাম গাজ্জালী ট্রাষ্ট, ইমাম গাজ্জালী গার্লস স্কুল, কিন্ডার গার্ডেন স্কুল, কমরপুর পদ্মা কলেজ, খাদিজাতুল কুবরা ট্রাষ্ট, শালগাড়িয়া (তালবাগান) পাবনা দুলাই আল-কুরআন ট্রাষ্টেরও তিনি চেয়ারম্যান। তিনি পাবনা সদর গোরস্থান কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এক সময় হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজও

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতালের সহ-সভাপতি ছিলেন। বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি ও বাংলাদেশ তাঁতী কল্যাণ সমিতির তিনি বর্তমান সহ-সভাপতি। তিনি "দৈনিক সংগ্রাম" পত্রিকার পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। পাবনা মহিলা মাদ্রাসারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। মাওলানা আবদুস সুবহান ঢাকাস্থ পাবনা সমিতির আজীবন সদস্য, ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রেসিডিয়াম সদস্য। তিনি মুসলিম এইড লন্ডন এর বাংলাদেশ শাখার চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক 'ল' রিসার্চ সেন্টার এবং লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এরও চেয়ারম্যান। তিনি জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্য এবং আল আমানা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান। মাওলানা আবদুস সুবহান বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ কল্যাণ এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। পাবনার ক্যালিকো কটন মিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত। মাওলানা আবদুস সুবহানের আরেকটি বড় অবদান হচেছ পাবনা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল যা বর্তমানে পাবনা ক্যাডেট কলেজ হিসেবে পরিচিত। এ সকল প্রতিষ্ঠান ছাড়াও তিনি বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং অনেকগুলিকে আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছেন। তিনি এলাকার রাস্তা ঘাটের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। পাবনা ক্যাডেট কলেজ হতে গয়েশপুরের রাস্তা, কালিদহ হতে ভাড়ারা রাস্তা, কুচিয়া মোড়ার তেমাথা হতে সাদুল্লাপুর রাস্তা, ৮ মাইল হয়ে টিকরী দাপুনিয়া রাস্তা তাঁর কৃতকর্মের স্বাক্ষর বহন করে। মাওলানা আবদুস সুবহান পুরাতন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের নিকট হতে কোমরপুর পদ্মা নদীর তীর পর্যন্ত পাকা রাস্তার ব্যবস্থা করেছেন, যা পাবনার চর এলাকার মানুষের কাছে একসময় ছিল কল্পনাতীত। তিনি বর্তমানে মুসলিম এইডস এর বাংলাদেশ শাখার সভাপতি ও জাতীয় সংসদে পাবনা-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য।

বিদেশ সফরঃ-

একজন জাতীয় নেতা এবং বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কাতারের নেতা হিসেবে মাওলানা আবদুস সুবহান বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে এবং ইসলামের দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। ১৯৬৬ সালে তিনি লাহরের পাকিস্থান জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করেন।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে তিনি ৪বার যুক্তরাজ্য সফর করেন। ১৯৭৯সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ইসলামিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৮৪সালে নয়াদিল্লীতে হজ্ব কনফারেন্সে যোগদান করেন। বসনীয় মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে মুসলিম দেশসমূহের পার্লামেন্ট সদস্যদের সম্মেলনের যোগদান করতে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে গমন করেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে জার্মান সফর করেন। এছাড়াও তিনি নেপাল, ভারত,থাইল্যান্ড,পাকিস্থান, ইরান, আরব আমীরাত, কুয়েত, সৌদিআরব, বাহরাইন, লেবানন, লিবিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতিদেশ সফর করেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

দু'বার যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন এবং এ সময়ে তিনি লসএঞ্জেলস, ওয়াশিংটন, শিকাগো, ডালাস, নিউইর্য়ক প্রভৃতি শহরে বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পাজিয়ামে যোগদান করেন। তিনি এ পর্যন্ত৭ বার পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেছেন। ১লা অক্টোবর ২০০১ এর নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর সংসদীয় টীমে চীন, শ্রীলংকা সফর করেন।[১]

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

পরিচালক, ইসলামী বিশ্বোকোষ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার কাবিল নগর নামক গ্রামে ১৯৪৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোফাজ্জল মন্ডল। যদিও সার্টিফিকেটে জন্ম তারিখ ১লা অক্টোবর ১৯৪৯ ইং। বর্তমানে রহমতপুর (কোনাপাড়া) পোঃ মাতুয়াইল থানা ডেমরা জিলা ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা।

শিক্ষা জীবনঃ এই বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর তালুকদার গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন এবং তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ে পড়া লেখা করেন। এরপর কাবিল নগর দাখিল মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল "ছোয়াম" যা বর্তমানে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। ১৯৫৯ সালে কুওয়াতুল ইসলাম আলীয়া মাদ্রাসা কুষ্টিয়া হতে ২য় বিভাগে দাখিল, ১৯৬৩ সনে আলিম ২য় বিভাগে ও ১৯৬৫ সালে ফাজিল ১ম বিভাগে পাশ করেন। এরপর ১৯৬৭ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল হাদীস ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১১ নম্বর কম থাকার কারণে ১ম বিভাগ লাভ করেনি।[২] উল্লেখ্য যে এ ব্যাচই পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার কামিলের প্রথম ব্যাচ। এখানেই প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতি টানেন। কিন্তু শিক্ষার আগ্রহ শেষ হলো না তাই ১৯৬৮ সনে কুষ্টিয়া কলেজ হতে ২য় বিভাগে আই.এ ও ১৯৭০ সনে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ হতে বি.এ ২য় বিভাগে পাশ করেন।

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৭৩ সনে এম.এ পিলিমিনারীতে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৭৭ সালে ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা এখানেই সমাপ্ত করেন।

---

[১] সংগ্রামী জননেতা মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান, পাবনা সদর নির্বাচনী এলাকার জনগণ কর্তৃক প্রকাশিত খৃ. ২০০১

[২] ১৯৬৭ সনের ফলাফল বহি হতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবনঃ-

১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ১৫ই মার্চ পড়ালেখা আপাতত স্থগিত রেখে বাড়ী চলে যান। ১৯৭৪ সনে পারদখলপুর কে,বি একাডেমীতে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন, এবং ১৯৭৭ সনে এম,এ পাশের পর আবু জরগেফারী কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক পদে ১০ মাস চাকুরী করেন। ১৯৭৮ সালে মে মাসে টাঙ্গাইল মাওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সন্তোষ ইসলামী বিদ্যালয়ে টেকনিক্যাল কলেজে প্রভাবক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর ই,ফা,বাতে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন এবং ১৯৮০ সনের ৭ই জানুয়ারী হতে ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র ঢাকা বিভাগীয় অফিসে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সনের ২৫শে জানুয়ারী লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে উপ-পরিচালক পদে যোগদান করে অধিকাংশ সময় ইসলামী বিশ্বকোষ ও অনুবাদ শাখায় ঢাকা বিভাগীয় অফিসে দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় সাড়ে ১৪ বছর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৯৮ সালের ২৮ শে জুন থেকে পরিচালক পদে পদোন্নতি হয়। ১৯৮১ সনের ৩রা জুন হতে অদ্যাবধি ইসলামী বিশ্বকোষ শাখায় দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্য যে, ইসলামী বিশ্বকোষ সংক্ষিপ্ত ২য় খন্ড ও ২৫তম খন্ড তিনি দায়িত্বে থাকাকালীন প্রকাশিত হয়।

ইসলামী সাহিত্য ও অনুবাদ কর্ম

এ পন্ডিত ব্যক্তি ইসলামী সাহিত্য সাধনায় ও অনুবাদের ক্ষেত্রে সুদুর প্রসারী ভূমিকা রেখে যাচেছন। নিম্নে তার প্রকাশিত মৌলিক ও অনুবাদ কর্মের তালিকা প্রদান করা হলো।

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	বইয়ের ধরন
১.	গল্পপড়ি জীবন গড়ি	আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী	মৌলিক
২.	তাঁরা ছিলেন মানুষ	ঐ	"
১.	ইসলামের রাষ্ট্রীয় ওঅর্থনৈতিক উত্তরাধিকার	মাওলানা মুশহিদ	অনুবাদ
২.	ঈমান যখন জাগলো।	সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী	"
৩.	ইসলামী রেনেসার অগ্রপথিক ১ম খন্ড	"	"
৪.	ইসলামী রেনেসার অগ্রপথিক ২য় খন্ড	"	"
৫.	ইসলামী রেনেসার অগ্রপথিক ৩য় খন্ড	"	"

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	বইয়ের ধরন
৬.	নবীয়ে রহমত	সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী	"
৭.	আমার আম্মা	"	"
৮.	ইসলামঃ ধর্মঃ সমাজঃ সংস্কৃতি	"	"
৯.	প্রাচ্যের উপহার	"	"
১০.	সীরাত-ই-সৈয়দ আহমাদ শহীদ ২য় খন্ড	"	"
১১.	মহানবী (সঃ) এর প্রতিরক্ষা কৌশল	জে আকবর খান	"
১২.	খালিদ বিন ওয়ালিদ	"	"
১৩.	মুহাম্মাদ বিন কাশিম	"	"
১৪.	জিহাদে সিদ্দিক (র.) (অপ্রকাশিত)	"	"

ইহা ছাড়া সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সহ এ পর্যন্ত প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষের প্রায় সবগুলো খন্ডেই শতাধিক অনুদিত ও মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেকগুলো প্রকাশের পথে। অধিকন্তু দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক সহ বেশকিছু পত্রিকায় ও সাময়িকীতে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত আছে।

তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) এর একজন শিষ্য। তাই নদভী (র.) কবর জিয়ারতের জন্য প্রথমতঃ ১৯৮৪, দ্বিতীয়তঃ ১৯৯২, তৃতীয়তঃ ১৯৯৫ সনে ভারত সফর করেন এবং ১৯৯৭ সন হতে প্রতিবার জিয়ারতের জন্য গমন করেন ও ভারতের লখনৃ, সাহারানপুর, দিল্লী, দেওবন্দ, আগ্রা সফর করেন। ১৯৯৮ সনে তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী এর খেলাফত প্রাপ্ত হন। ১৯৯০ সনে আর্ন্তজাতিক কেরাত হেফজ ও তাফসীর প্রতিযোগিতায় গাইড হিসেবে মিশর সফর করেন।[১]

[১] ১৪/০৩/২০০০ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক জনাব আবু সাঈদ মোহাম্মদ ওমর আলী সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ মাওলানা ড: আব্দুস সালাম আল-মাদানী

সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আলহাজ মাওলানা আব্দুস সালাম আল-মাদানী, পিতা- মরহুম মোঃ নজির উদ্দিন গ্রাম খানপুর ডাকঘর পানসিপাড়া, থানা- বাঘা, জেলা- রাজশাহী ১৯৫৫ সনের ১লা জানুয়ারী পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ- প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই শুরু করেন। তারপর নাটোর জমহুরিয়া মাদ্রাসায় (যা বর্তমানে আলীয়া মাদ্রাসায় উন্নীত হয়েছে) ভর্তি হন ও ১৯৬৭ সনে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগ মেধা তালিকাভুক্ত হন। তারপর ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা শিবপুর[১৩] আলিম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৬৯ সনে আলিম ১ম বিভাগ ও ১৯৭১ সনে ফাজিল পরীক্ষায় (যা ১৯৭২ সনে অনুষ্ঠিত হয়) ১ম বিভাগে পাশ করেন। তারপর ১৯৭৩ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে কামিল হাদীস বিভাগ হতে ২য় শ্রেণীতে কামিল পাশ করেন ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠানিক পড়ালেখার সমাপ্ত করেন। এবং ১৯৮৬ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে বি,এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে অনুষদে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৯৩ সনে এম,এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে অনুষদে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৮৪ সনে মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়াতুদ দাওয়াহ ওয়া উসুলুদ দ্বীন বিভাগ হতে লিসান্সে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাছাড়া এম,পি,সি মর্ডান পারসিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসী বিভাগ হতে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ সিকন্দার আলী ইব্রাহিমীর তত্ত্বাবধানে "যাকাত বিধান ও সমাজ উন্নয়নে যাকাতের প্রভাব" বিষয়ে পি,এইচ,ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

মাওলানা আব্দুস সালাম আল্-মাদানী মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও বেশ কয়েকটি ভাষায় লিখতে পড়তে ও বলতে পারেন যেমন আরবী উর্দূ ফারসী ও ইংরেজী। মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পাশ করার পর সৌদি বেতনে ১৯৭৯ ইং হতে ১৯৮৪ সন পর্যন্ত রাজশাহীতে মুবাল্লিগ হিসেবে ইসলাম প্রচারকে পেশাগত কাজ হিসেবে গ্রহণ করেন। এ সময়ে মুবাল্লিগী দায়িত্বের অংশ হিসেবে রাজশাহী দারুস সালাম আলীয়া

---

[১৩] ত্বহা ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা শিবপুর, পাবনা জেলার আটঘরিয়া থানাধীন একটি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা এ মাদ্রাসা হতে অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ পাশ করিয়াছেন। যেমন মাওঃ মতিউর রহমান নেজামী, আমীর জামায়াত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও কৃষিমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মাওলানা আব্দুস সোবহান জাতীয় সংসদ সদস্য। মাওলানা মোজাম্মেল হক বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক বর্তমান পাবনা ইসলামীয়া কলেজের অধ্যক্ষ, ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে ইলমে হাদীসের খেদমত করেন। এরপর তথা হতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে ১৫/০৩/১৯৮৯ ইং তারিখে প্রভাষক পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে কর্মরত।

তিনি ইসলামী সাহিত্য রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর লেখা মৌলিক গ্রন্থ গুলো হলো :

১. রাজশাহী জেলার বাঘাতে শাহ দৌলা "বাঘা শরীফ"

২. "ইলমে তাছাওয়ফ বা মারেফাততত্ত্ব" এটি বাতিল পন্থীদের স্বরুপ উন্মোচন ও হক পন্থীদের সম্পর্কে আলোচনা সম্বলিত একটি মৌলিক রচনা। এছাড়াও মাসিক "আদ দাওয়াত" প্রত্রিকার সম্পাদক ও "আল কাবা" পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতায় অবদান রাখছেন। এ দুটি পত্রিকা রাজশাহী হতে প্রকাশিত। তাছাড়া দৈনিক সাপ্তাহিক ও সাময়িকীতে তাঁর অনেক লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে।

মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেবের আরবী, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও নানা প্রকার জনকল্যাণ মুলক কাজে অবদান উল্লেখ করার মত। যেমন তাঁর নীতিদীর্ঘ জীবনে প্রায় শতাধিক মাদ্রাসা মসজিদ, ঈদগাহ, গোরস্থান, স্কুল, কলেজ, ইয়াতিম খানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ তাঁর এলাকার জনগন এলাকার নাম পরিবর্তন করে তার উপাধীর সাথে মিলায়ে মাদানী নগর রেখেছেন। যা বর্তমান সর্বজন পরিচিত ও প্রসীদ্ধ একটি এলাকা। তারই উদ্যোগে মাদানীনগর একটি ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ট্রাষ্ট্রের উদ্যোগে তার এলাকায় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে উঠেছে। (১) মাদানী-নগর তাফসীর মাহফিল, (২) উচচ বিদ্যালয়, (৩) বাজার, (৪) জামে মসজিদ, হাফেজিয়া মাদ্রাসা, চিকিৎসা কেন্দ্র, পাঠাগার, কিন্টার গার্টেন স্কুল, ঈদগাহ, সমাজ কল্যাণ পরিষদ, এতিমখানা, কলেজ, খানপুর ডি,এস, মাদ্রাসা। এছাড়া রাজশাহী শহরে তাঁর স্বক্রীয় সহযোগিতায় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যেমন মদিনাতুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা, রাজশাহী মহিলা আলিম মাদ্রাসা, বুধপাড়া আলিম মাদ্রাসা, এছাড়া তিনি নিম্ন লিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচেছন। খদিজাতুল কুবরা বালিকা মাদ্রাসা, খানপুর জে পি উচচ বিদ্যালয়, মসজিদে নুর দাখিল মাদ্রাসা, বলদিয়া ঘাট মাদরাসা নওগা, আলীগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা, সারাংপুর দাখিল মাদ্রাসা, মস্কীপুর মাদ্রাসা, নঁওগা, রনহাট মাদ্রাসা, এছাড়া নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, আদর্শ শিক্ষক, প্রশিক্ষণ কলেজ, মডেল কলেজ রাজশাহী, জামেয়া ইসলামিয়া শাহমাখদুম, মুহাম্মদপুর সরকারী বিদ্যালয়, মালোপাড়া কওমী মাদ্রাসা, আল হিক্মা ফাউন্ডেশন, রাজশাহী।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে তিনি নিরলস ভাবে কাজ করছেন। ইসলামের দাওয়াত বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে পৌছায়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ ওয়ায়েজ মিশন গঠন করেছেন। এ মিশনের ১২টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ওয়ায়েজগনকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন, এর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সার্বক্ষনিক কাজ করে যাচেছন। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলেই সফর করেছেন। তিনিই বাংলাদেশ ওয়ায়েজ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি রেডিও বাংলাদেশ রাজশাহীর একজন কথিকা পাঠক। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী রাজশাহীর একজন প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। এই কর্মবীর রাজশাহী জেলা হজ্জ কাফেলার আমীর হিসেবে প্রায় প্রতি বছর হজ্জব্রত পালনে গমন করেন। এছাড়াও তিনি আরবী ও কোরআন প্রচার কেন্দ্র রাজশাহীর পরিচালক, ইসলামী একাডেমী রাজশাহীর প্রধান উপদেষ্টা।

মাওলানা আব্দুস সালাম আল্-মাদানী ইসলাম প্রচার তথা ওয়াজ নসিহতের উদ্দেশ্যে ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টির রহস্য স্বচক্ষে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চল সহ বর্হিবিশ্বের বেশ কিছু দেশ ভ্রমন করেছেন। যেমন ভারত পাকিস্তান, সৌদি আরব, মিশর আরব আমিরাত। বিশেষ করে ভারতের তীর্থস্থান দর্শন গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও ওয়াজ মাহফিলের জন্য দিল্লি, আগ্রা, আজমীর, লখনু, পাটনা, আলীগড়, অযোধ্যা মেদেনীপুর, কলিকাতা, হুগলী, হাওড়া মুর্শিদাবাদ সফর করেন।

জাতীয় নেতৃত্বে মাওলানার পদচারনা একেবারে কম নয় যদিও বর্তমান চলমান রাজনীতির কোন একটি ধারার সাথেও তিনি সম্পৃক্ত নন। তবে ছাত্র জীবনে মাদ্রাসা ছাত্রদের দাবী আদায়ের লক্ষে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন, জমিয়াতে তালাবায়ে আরাবিয়াহ বৃহত্তর পাবনা জেলার সহ-সভাপতি ছিলেন। ছাত্র নেতৃত্বে তিনি সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। চলমান রাজনীতির সাথে জড়িত না হয়েও তিনি নৈতিকতার তাগিদে ওয়াজ মাহফিলে রাষ্ট্র দ্রোহীতা এন,জি,ও এর অপতৎপরতা, দেশ ও জাতীর ক্ষতিকর প্রতিটি বিষয়ে দায়িত্বশীল বক্তব্য রাখেন।[১১]

---

[১১] উল্লেখিত তথ্য ০৬.০২.২০০০ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম আল-মাদানী সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এ,বি,এম, আব্দুস সাত্তার

এ,ভি,পি সোসাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

এ,বি,এম আব্দুস সাত্তার পিতা মরহুম ফরজ আলী প্রামানিক গ্রাম রামেশ্বরপুর ডাকঘর মোলাডুলি, আর পুর বাজার থানা আটঘরিয়া ইউনিয়ন মাজপাড়া জিলা পাবনা।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তি নাটোর জেলা গোপালপুর ইউনিয়নের রাওতা গ্রামে নানা বাড়ী ১লা মার্চ ১৯৫৫ ইং সনে জম্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ-

১৯৬০ সনে হতে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত রাজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাশগ্রাম সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদাসায় প্রাথমিক পড়ালেখা করেন এবং ১৯৬৮ সনে দাখিল দাশগ্রাম সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা হতে ১ম বিভাগে ও ১৯৭১ সনে আলিম ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৭৩ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ফাজিল ১ম বিভাগে ও ১৯৭৫ সনে কামিল রাজশাহী দারুস সালাম মাদ্রাসা হতে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এরপর ১৯৭৬ সনে রাজশাহী গর্ভমেন্ট কলেজ থেকে আই,এ ২য় বিভাগ এবং ১৯৮০ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি,এ অনার্স সমাজ কর্ম বিভাগ থেকে উচচতর ২য় শ্রেণীতে ২ স্থান, ও ১৯৮১ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হতে এম,এ উচচতর ২য় শ্রেণীতে ৬স্থান অধিকার করেন। ও প্রতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্ত করেন।

ছাত্র আন্দোলনঃ-

দাশগ্রাম সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ৮ম শ্রেণীতে পড়াকালীন ১৯৬৮ সনে ইসলামী ছাত্র সংঘে যোগদান করেন। ১৯৬৭-৭০ ৪ বছর স্থানীয় ভাবে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তাছাড়া জামিয়াতে তালাবায়ে আরাবিয়া মাদ্রাসা ছাত্রদের অরাজনৈতিক সংগঠন জেলা পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ইসলামী ছাত্র শিবির পুর্নগঠন পর্যায়ে রাজশাহীতে ছাত্র আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। রাজশাহী শহর শাখার সেক্রেটারী রাজশাহী জেলার সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরের কার্য্যকরী কমিটির সদস্য, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র জীবন শেষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ যোগদান করেন এবং ১৯৮৬-৮৭ সনে জামাতের রোকন হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাতে ইসলামীর নাজেমের দায়িত্ব পালন করছেন এবং জামাতের কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বিভাগের অন্যতম সহকারী ও দায়িত্বশীল হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে রোকন হিসেবে ইসলামী আনন্দালনে কাজ করে যাচেছন।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবনঃ-

তিনি ১৯৮৫ সনে ইবনে সীনা ট্রাষ্টের অফিসার হিসেবে যোগদান এর মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এবং ১৯৮৯ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত ট্রাষ্টের কেন্দ্রীয় ক্রয় কর্মকর্তা পদে চাকুরী করেন। এরপর ১৯৯০ এর জানুয়ারীতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে যোগদান করেন এবং ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। এবং ১৯৯৬ সনের মে মাসের প্রমার্ধ পর্যন্ত উক্ত ফাউন্ডেশন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি ইসলামী ব্যাংক হাসপাতলল, ইসলামী ব্যাংক টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন, ছাত্রবৃতি আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব ইত্যাদি কল্যাণ ধর্মী প্রকল্প সমূহ প্রণয়নে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করেন। এরপর ১৯৯৬ সনের মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি ত্রিমুখী ব্যাংকিং মডেল সোসাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকে প্রথমত এ্যাসিসটেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগদান করেন।

সমাজ কল্যাণঃ-

এ,বি,এম আব্দুস সাত্তার সাহেবের এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন পাবনা রেঁনেসা পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা। ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর ফেইম এডুকেশন এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও রামেশ্বর সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, তাছাড়াও ইসলামিক ভলেন্টারী ব্যাংকিং, ওয়াকফ মসজিদ ওয়াকফ সম্পত্তি উন্নয়ন প্রকল্প, সবুজ হাট প্রকল্প ইত্যাদি ইসলামী কল্যাণ ও উন্নয়ন ধর্মী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করেন।[১০]

---

[১০] উল্লেখিত ২২.০৬.১৯৯৮ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক জনাব এ,বি,এম আব্দুস সাত্তার সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ জাকির হুসাইন

সহযোগী অধ্যাপক,
আল্-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মোঃ জাকির হুসাইন, পিতা মোহাঃ ছকের আলী মোল্লা গ্রাম হাঁড়িয়া ডাকঃ বেড়া সোনাতলা থানা-সাঁথিয়া জেলা পাবনা।

জন্মঃ- পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানাধীন হাঁড়িয়া গ্রামে ০১.০৩.৬৩ ইং তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন ও শৈশব কাল হাড়িয়া গ্রামেই অতিবাহিত করেন।

শিক্ষা জীবনঃ-

তাঁর লেখাপড়ার হাতে খড়ি মেজবোন ফাতিমার হাতে। ১৯৬৬ সনে হাঁড়িয়া প্রাইমারী স্কুলে ভর্তির মধ্যে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়া লেখা শুরু করেন। সে সময় ছোট থাকার কারণে মেজ বোন ফাতিমার কোলে উঠে স্কুলে যেতেন এবং চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত এ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। প্রতি শ্রেণীতে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম ছিলেন। শৈশব জীবনেই তার মধ্যে নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তৃতীয় শ্রেণীতে ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচনে ১০০% ছাত্র-ছাত্রী সমর্থন নিয়ে শ্রেণী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৭০ সনে বোয়ালমারী সিনিয়র মাদ্রাসায় দাখিল আওয়ালে ভর্তি হন। বর্তমান যাকে দাখিল ৫ম শ্রেণী বলা হয়। তিনি বরাবরই শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করতেন। এরপর উক্ত মাদ্রাসা হতে ১৯৭৫ সনে দাখিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। এবং ১৯৭৭ সনে আলিম ও ১৯৭৯ সনে ফাজিল পরীক্ষায় একই মাদ্রাসা হতে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। অতঃপর মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকায় কামিল হাদীস বিভাগে ভর্তি হন কিন্তু বাড়ী থেকে রাজী না থাকায় পরবর্তীতে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৮১ সনে এ মাদ্রাসা হতে কামিল হাদীসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করেন। এরপর মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা হতে ১৯৮৩ সনে কামিল ফিকহ ও ১৯৮৫ সনে কামিল তাফসীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৮৫ সনে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে বি,এ অনার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন ও কলা অনুষদে সর্বোচচ নম্বর পেয়ে অনুষদ ফাষ্ট হন। এই গৌরব উজ্জ্বল ফলাফলের জন্য তাকে নীল কান্ত সরকার স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে ৩শত টাকা মুল্যমানের বই পুরস্কার প্রাপ্ত হন।[১৩] অতপর ১৯৮৬ সনে এম,এ

[১৩] উল্লেখিত তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান কর্তৃক ৩০.১০.১৯৮৯ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত বই পুরস্কার (১৯৮৮-৮৯) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি হতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(আরবী) পরীক্ষার ১ম শ্রেণীতে ৩য় স্থান অধিকার করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার ইতি ঘটান। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া হতে পি,এইচ,ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় "বর্তমান আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" তাঁর গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য প্রফেসর ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক।

কর্মজীবনঃ-

লেখাপড়া সমাপ্ত করে ১৯৮৯ সনে শাহজাদপুর হজরত মাখদুম শাহ দৌলা দারুল খুলদ সিনিয়র মাদ্রাসায় ৬ মাস চাকুরী করেন। এরপর ১৯৯১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব পর্যন্ত আই,আর,টি,এ ঢাকাতে সহকারী পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে চাকুরী করেন। ১৯৯১ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে আই,আর,টি,এ (ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং একাডেমী)[১৪] এর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ফরাজী কান্দি ওয়াইসীয়া আলীয়া মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। ২৫/০৫/১৯৯২ সনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আল-হাদীস ওয়া উলুমুল হাদীস বিভাগে প্রভাষক পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। উক্ত বিভাগের নাম পরবর্তীতে আল হাদীস এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ করা হয়। ১০/১২/১৯৯৪ ইং তারিখ হতে উক্ত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি হয়। এরপর ১৯/১১/৯৬ ইং তারিখ হতে ১৮/১১/৯৯ পর্যন্ত এ বিভাগের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ২৮/০৭/২০০২ ইং তারিখে হতে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শঃ-

কৈশর জীবন হতে তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ছাত্র জীবন ও কর্ম জীবনের ব্যস্ততার সাথে সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠনের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে নেতৃত্ব দান করেন। ছাত্র-জীবনের এক পর্যায়ে এসে মাদ্রাসা ছাত্রদের দাবী আদায়ের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সাথে জড়িত হন ও বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন। যেমন ১৯৭৮/৭৯ সেশনে বোয়ালমারী সিনিয়র মাদ্রাসার জি,এস জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার পাবনা জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৯/৮০ সেশনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়ন কালে ছাত্র সংসদের ভি,পি এবং জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৮১/৮২ সনে মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা শাখার সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ৮২/৮৩ সেশনে কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক। ৮৩/৮৪ সেশনে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ইসলামী ঐক্য আন্দোলন (যার চেয়ারম্যান ছিলেন মাও মোঃ আঃ রহীম) এর ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারী হিসেবে ১৯৯১ সন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীন ফোরাম এর (জিয়া পরিষদ ও নন জিয়া পরিষদ সমন্নয়ে গ্রীণ

[১৪] আই, আর, টি, এ ইসলামিক রিসার্স এ্যান্ড ট্রেনিং একাডেমী।

Dhaka University Institutional Repository

ফোরাম গঠিত হয়) কার্যনির্বাহী কমিটির এর সদস্য নির্বাচিত হন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির একাধিকবার সদস্য নির্বাচিত হন. বর্তমানে জিয়া পরিষদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নির্বাচিত সেক্রেটারী। এছাড়া সমাজ কল্যাণ মুলক কাজের সাথে ও তিনি জড়িত আছেন। যেমন পাবনা সিরাজগঞ্জ কল্যাণ সমিতির ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তাছাড়া বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় পাবনা সিরাজগঞ্জ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারীর দায়িত্ব ১ম মেয়াদে শেষ করে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছেন।[১৮]

মোঃ তেলাওয়াত হোসেন খান

অধ্যক্ষ মালিগাছা মজিদপুর সিনিয়র মাদ্রাসা

মোঃ তেলাওয়াত হোসেন খান পিতা মোঃ আঃ জব্বার খান ০১/০৩/১৯৬৮ ইং পাবনা সদর থানার মালিগাছা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রথমতঃ গ্রামের মক্তবে কোরআন শিক্ষার মাধ্যমে লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয়, এরপর গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে প্রথম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। ৫ম শ্রেণী হতে কামিল শ্রেণী পর্যন্ত একনুগ ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়ন করেন এবং পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে দাখিল ১৯৮১ ২য় বিভাগ, আলিম ১৯৮৩ ১ম বিভাগ, ফাজিল ১৯৮৫ ১ম বিভাগ এবং কামিল ১৯৮৭ ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

এরপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করেন। এবং ১৯৯০ সনে বি,বি,এস সম্মান ২য় শ্রেণী ও ১৯৯২ ইং সনে এম,বি,এস ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে এম,বি,এস পাশ করার পর নিজ জন্মস্থানে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম মালিগাছা মজিদপুর আলিম মাদ্রাসা এবং ঐ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করেন।

ছাত্রজীবন থেকে তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ হয় ১৯৮৪/৮৫ সেশনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা ছাত্র সংসদের জি,এস বা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৮৫/৮৬ সেশনে ভি,পি বা ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র পরিষদের ১৯৮৬ হতে ১৯৮৯ পর্যন্ত ৪ বছর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল পদে ও ১৯৯০ হতে ১৯৯৭ পর্যন্ত ৮ বছর কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররেসীন এর পাবনা জেলা সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।[১৯]

---

[১৮] ১১.১০.২০০১ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক জনাব জাকির হুসাইনের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

[১৯] ১০.০৮.২০০১ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক জনাব মোঃ তেলায়ত খানের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার অবদানের কথা আলোচনা করতে গেলে আরো কতিপয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা দরকার। তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেব অন্যতম। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রাজনীতি শুরু করেন ও বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন। মাদ্রাসা ছাত্রদের দাবী আদায়ের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া ১৯৫৫-৫৬ সনে পূর্ব পাকিস্তানের সহ-সভাপতি ছিলেন। ছাত্র জীবনের শেষের দিকে বৃহত্তর পাবনা জেলার নেজামে ইসলামী পার্টির প্রচার সম্পাদক ছিলেন। ছাত্র জীবন সমাপ্তির পর জাতীয় রাজনীতিতে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন ও ধীরে ধীরে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দুতে পৌছে যান। তিনি পাবনা জেলা নেয়ামে ইসলামী পার্টির[১৭] সভাপতি পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৬৪ সনে সর্বদলীয় আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য "কফ"[১৮] এক "ড্যাক"[১৯] গঠন করা হয়। এ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৭০ সনে নেজামে ইসলামী পার্টি থেকে প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করেন। ১৯৭১ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের মৌলিক গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মনোনীত হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে যাবৎ জীবন কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায় অন্যান্য রাজবন্দিদের ন্যায় মুক্তি প্রাপ্ত হন। বাংলাদেশ নেজামে ইসলামী পার্টি যখন আই,ডি,এল পার্টিতে পরিবর্তিত হয় তখন তিনি বাংলাদেশ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেন। যার সভাপতি ছিলেন জনাব খানে সবুর। এরপর হাফেজ্জী হুজুররের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। তখন হাফেজ্জী হুজুরের বিশেষ অনুরোধে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন ও কেন্দ্রীয় নায়েবে

---

[১৭] বাংলাদেশ নেজামে-ই-ইসলাম ১৯৫২ সনে এদলের জন্ম। দলীয় নীতি হলো পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদের, বিরোধীতা, শোষনের বিরোধীতা, মুসলিম জাতীয়তাবাদ বহুদলীয় গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল। খৃ. ১৯৯৬, পৃ. ৩৫

[১৮] Cop কপঃ মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী নেজামে ইসলামী ও নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাতে ইসলামীর প্রতিনিধিবৃন্দের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য ১৯৬৪ সনের ২০শে জুলাই ৯ দফা কর্মসুচীর ভিত্তিতে ঢাকায় সম্মিলিত বিরোধীদল Cop গঠিত হয় এবং ফাতিমা জিন্নাকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দান করেন। সাদ আহমদ, আমার দেখা সমাজ রাজনীতির তিনকাল খৃ. ২০০২, পৃ.৬৬

[১৯] ড্যাকঃ (ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি) জামাতে ইসলামী, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ, (কাউন্সিল) প্রভৃতি দলের দ্বারা গঠিত নওয়াব জাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন। সাদ আহমদ, আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল, খৃ. ২০০২শ পৃ.৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

আমীর ও মহা সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে খেলাফত মজলিস এর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর (যার আমীর শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক) ও ইসলামী ঐক্যজোটের ভাইস চেয়ারম্যান।[২৬]

এছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে ও জাতির ক্রান্তিকালে দিক নির্দেশনার জন্য রয়েছে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে পাশ করা একদল শিক্ষাবিদ, গবেষক, বুদ্ধিজীবি, লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ওয়ায়েজ, মুহাদ্দিস, মুফাসিসর ও বিজ্ঞ আলিম শ্রেণী, যাঁদের থেকে এ জাতি সঠিক পথের সন্ধান পায়। এদের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, যেমন- প্রফেসর ড. মু নকিবুল্লাহ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ড.মোঃ আঃ লতিফ, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ড. মুহাম্মদ আঃ সালাম আল-মাদানী সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মোঃ আতাউর রহমান সহকারী অধ্যাপক জাহাংগীর নগর শ্বিবিদ্যালয়, ঢাকা, মুহাম্মদ আশরাফ আলী সহকারী অধ্যাপক মাদ্রাসা-ই- আলিয়া, ঢাকা।

এছাড়াও রয়েছে ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, অফিসার বিচারক যেমন ডাঃ মোঃ নাজমুল সাকিব (উমাম) এম.বি.বি.এস মেডিকেল অফিসার চাটঁ মহর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পাবনা, মীর মোঃ হুজায়কা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, জোড় বাংলা পাবনা সদর, পাবনা। বর্তমানে কানাডাতে রয়েছে। মুহাম্মদ মুস্তাক আহমেদ থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, মুহাম্মদ আবু তালিব যুগ্ম জেলা জজ, কুষ্টিয়া জজ কোর্ট, এছাড়া আরো অনেকেই যাঁরা প্রতিনিয়ত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাচেছন।

[২৬] উল্লেখিত তথ্য মাওলানা মোঃ ইসহাক সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

প্রতিযোগিতায় পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতায় পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

পাবনা জেলার প্রায় শত বছরের প্রাচীন মাদ্রাসা পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা। ১৯১৯[১] সনে প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, ইসলামের প্রচার প্রসার, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রেখে আসছে। এসব ক্ষেত্রে অবদানের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ও কৃতীত্ব উল্লেখযোগ্য। প্রতিযোগিতার বিষয় সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা, অধ্যাপনা, প্রশাসন, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, খেলাধুলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও স্কাউটিং এ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। যার কিছু তথ্য উপস্থাপিত হল।

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে প্রতি বছর দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীতে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় কয়েকশত ছাত্র অংশ গ্রহণ করে থাকে, এদের মধ্যে প্রায় প্রতি বছর একাধিক ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেন। ১৯৬৭ সন হতে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত অত্র মাদ্রাসা হতে ৪০জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান অধিকার করেন।[২] এদের মধ্যে মুহাম্মদ আশরাফ আলী সহকারী অধ্যাপক মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা। পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৬৯ সনে দাখিল পরীক্ষায় মেধাতালিায় ৬ষ্ঠ, ১৯৭১ সনে আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ১৯৭৩ সনে ফাজিল ৮ম, ১৯৮৫ সনে কামিল হাদীসে ৫ম ও ১৯৭৭ সনে কামিল ফিকহ বিভাগ হতে মেধা তালিকায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন।[৩] তাছাড়া দীন মুহাম্মদ অধ্যক্ষ, মদিনাতুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা আশাশুনি সাতক্ষীরা, মুহাম্মদ আবু তালিব, যুগ্ম জেলা জজ, কুষ্টিয়া জজ কোর্ট, মোঃ আঃ লতিফ ইত্যাদির নাম স্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত অনেকেই রয়েছে যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, অত্র গবেষণা কর্মের ৪র্থ অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা একদল অভিজ্ঞ ও কর্মঠ প্রশাসক/অধ্যক্ষ ও শিক্ষক মন্ডলীর দ্বারা পরিচালিত। যাঁদের কর্ম দক্ষতা, অভিজ্ঞতার ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক মহোদয়গণের সনদ পত্র প্রাপ্তি ঘটে। যেমন সাবেক অধ্যক্ষ ছদরুদ্দীন আহমাদ একজন স্বনামধন্য প্রশাসক ও শিক্ষক হিসেবে তার সুনাম রয়েছে। তিনি জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৮৯ সনে পাবনা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন ও সনদ পত্র প্রাপ্ত হন।[৪] তাছাড়া জনাব

[১] চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস, খ. ২য় খ. ১৯৮৬ পৃ. ৫৭।

[২] পা. আ. মা. এর অফিসে সংরক্ষিত ফলাফল বহি হতে সংগৃহীত।

[৩] ৩১/১১/২০০০ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক জনাব মোঃ আশরাফ সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[৪] জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৮৯ এ জেলা প্রশাসক পাবনা মোহাম্মদ আবু তাহের জেলা শিক্ষা অফিসার আমীর উদ্দিন ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ম,আঃ মোতালেব মিয়া এর স্বাক্ষরিত সনদ পত্র হতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ছদরুদ্দীন আহমাদ ইতিপূর্বে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হন[৫]। বর্তমানে কর্মরত জনাব আবু সালেহ মোহাম্মাদ আলী সহকারী অধ্যাপক (আরবী) জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২ এ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত ও সনদ পত্র প্রাপ্ত হন।[৬]

এছাড়া এ মাদ্রাসা হতে ১৯৭২ সনে কামিল পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ ছাত্র দীন মুহাম্মদ কর্মজীবনে স্বার্থক শিক্ষকতার স্বীকৃতি স্বরুপ ১৯৯৪ সনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন এবং তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক সনদপত্র ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন।[৭] মাওলানা মোঃ নিজামুদ্দিন অধ্যক্ষ ত্বহা ইসলামীয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা, শিবপুর, আটঘরিয়া, পাবনা ১৯৬৯ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ হন। এবং তার কর্ম দক্ষতার জন্য তিনি একাধিকবার থানা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হন ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ সনে জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হন।[৮]

মুহাম্মদ আবু হানিফ অধ্যক্ষ মশিপুর, সরিষাকোল ফাজিল মাদাসা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ সাবেক অধ্যক্ষ সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা। তাঁর কর্মমুখর জীবনের গৌরব উজ্জল অধ্যায়ের স্বীকৃতি স্বরুপ ১৯৯৩ সনে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন এবং সনদপত্র ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। তিনি ইতিপুর্বে ১৯৬৯ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১ম শ্রেণীতে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৯]

মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সহকারী শিক্ষক ঝিনাইদহ সরকারী স্কুল, তিনি ১৯৮৬ সনের জুলাই হতে ১৯৮৮ সন পর্যন্ত পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি একজন স্বনাম ধন্য দক্ষ শিক্ষক হিসেবে সর্বজন পরিচিত। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২ ইং সনে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক নির্বাচিত হন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক সনদপত্র ও স্বর্ন পদক প্রাপ্ত হন।[১০] এছাড়া চাকুরী নামক এ সোনার হরিণটি প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা পিছিয়ে নেই বরং এদেশের সম্মান জনক বিভিন্ন সেনায় নিজের যোগ্যতার বলে

---

[৫] সাবেক অধ্যক্ষ ছদরুদ্দীন আহমাদ এর জৈষ্ঠ পুত্র ও পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী আবু ছালেহ এর সাথে গবেষক কর্তৃক ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[৬] ২৯/০৮/২০০২ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক আবু সালেহ মোহাম্মাদ আলীর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[৭] ২৩/০৪/২০০৩ ইং তারিখে জনাব দীন মুহাম্মদ অধ্যক্ষ মদিনাতুল উলুম সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা কর্তৃক প্রেরিত লিখিত তথ্যানুযায়ী।

[৮] ২৫/১১/২০০২ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মাওলানা নিজামুদ্দিন সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী।

[৯] ২০/০৮/১৯৯৯ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মুহাম্মদ আবু হানিফ এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[১০] ০৫/০৭/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

স্থান করে নিয়েছেন। এদের মধ্যে মুহাম্মদ আবু তালিব যুগ্ম জেলা জজ, কুষ্টিয়া জজ কোর্ট, ড. মোঃ নকীবুল্লাহ অধ্যাপক আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ড. মোঃ আঃ লতিফ সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ড. মোঃ জাকির হুসাইন সহযোগী অধ্যপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ড. মোঃ আব্দুস সালাম আল-মাদানী, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডাঃ নাজমুস সাকিব (উমাম), এম.বি.বি.এস এ্যাঙ্গেথেসিয়া মেডিকেল অফিসার, চাটমহর থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পাবনা, মীর মোঃ হুজায়ফা ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পাবনা, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, পরিচালক বিশ্বকোষ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এ.বি.এম আব্দুস সাত্তার এ.ভি.পি সোসাল ইনভেনষ্টমেন্ট ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসায় সাংস্কৃতিক চর্চার পথ রয়েছে উন্মুক্ত। প্রায় প্রতি বছর বিভিন্ন জাতীয় দিবসকে কেন্দ্র করে ও বাৎসরিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন করা হয়। যার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রী অভ্যন্তরীন প্রতিযোগিতা ছাড়াও জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। যেমন মোহাঃ আব্দুল হান্নান নামের একটি ছাত্র ২০০০ সনে জাতীয় কেরাত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন।[১১]

১৯৯৫ সনে ফুটবল খেলায় পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাথে খেলে রানার চাপ হয়[১২] এছাড়া হামদ, নাত ও উপস্থিত বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে পতি বছরই পুরস্কৃত হচেছ।

১৯৮১ সনে ৪র্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করে। তারপর থেকে প্রতি বছরেই জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে অংশগ্রহণ করছে এবং প্রতিবারেই সাফল্য অর্জন করছে। যেমন ১৯৮২ সনে ৫ম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে অংশ করে জাতীয় পর্যায়ে" পানি থেকে বিদ্যুৎ তৈরী" বিষয়ে প্রদর্শনীতে ১ম স্থান অধিকার করেন।[১৩] ১৯৮৮ সনে জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশ গ্রহণ করে প্রথমত জেলায় ও পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।[১৪]

২৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ২০০০ ইং পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে ১২, ১৩, ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। এ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ২০০০ ইং এর সভাপতি

---

[১১] ১৭/০৭/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ জনাব মাওলানা আনসারুল্লাহ সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী।

[১২] জনাব হুসাইন আহমাদ সহকারী অধ্যাপক (আরবী) কর্তৃক বিবৃত তথ্যানুযায়ী।

[১৩] ১৬/০৭/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিদ্যা) মিঃ গয়াল্লী চন্দ্র বিশ্বাস এর সাথে সাক্ষাতে প্রাপ্ত।

[১৪] মিঃ যুগল চন্দ্র ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক (জীব বিদ্যা) কর্তৃক ১৬/০৭/২০০৩ ইং তারিখে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন পাবনার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মাহবুবুর রহমান এবং সম্পাদক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিদ্যা) মি, গয়ালী চন্দ্র বিশ্বাস।[15] এ বছর যারা পুরস্কার প্রাপ্ত হন তাঁরা হলো মোঃ আলমগীর হোসেন আলিম ১ম বর্ষের ছাত্র বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যুগ্ম তৃতীয় ও উপস্থিত বক্তৃতায় সিনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[16]

মোঃ রেজাউল করিম আলিম ১ম বর্ষ উপস্থিত বক্তৃতায় সিনিয়র গ্রুপে তৃতীয় ও বির্তক প্রতিযোগিতায় যুগ্ম তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[17] মোঃ আবু বকর সিদ্দিক আলিম ২য় বর্ষ উপস্থিত বক্তৃতায় সিনিয়র গ্রুপে তৃতীয় স্থান অধিাকর করেন,[18] এবং মোঃ সাইফুল ইসলাম আলিম ২য় বর্ষ ইমারজেন্সি পাওয়ার সার্ভিস এর উপর প্রকল্প প্রদর্শন করে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[19]

এছাড়া জাতীয় বৃক্ষ রোপন সপ্তাহে ১৯৯১ এ বৃক্ষ রোপন করে মাদ্রাসা রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হয়। বর্তমান মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে মেহেগুনী গাছ গুলো যার স্বাক্ষ্যবহন করছে।[20]

এছাড়া প্রায় প্রতি বছর রোভার স্কাউট ও স্কাউটিং ও বি,এন,সি,সি'তেও অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ১৯৭৮ সনে মাদ্রাসায় সর্বপ্রথম স্কাউটিং শুরু হয়। এ সময় থেকেই পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা স্কাউটিং এ অংশ গ্রহণ করে। স্কাউটিং এর জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করে ও স্টীকার প্রাপ্ত হয়। জেলা পর্যায়ে প্রতি বছরেই অংশ গ্রহণ করে থাকে, শিক্ষকদের মধ্যে জনাব আবুল কাশেম সাহেবকে এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দায়িত্ব অর্পন করা হয়। তাছাড়া রোভার স্কাউট ও বিএনসিসিতে ও পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার অংশ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য।[21] পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা ১৯৭৮ ইং সনে স্কাউট দল গঠণ করে পাবনা শহরের এবং জেলার অন্যান্য স্কাউট গ্রুপের সাথে কার্যক্রম শুরু করে। এ স্কাউট গ্রুপটি প্রতিটি অনুষ্ঠানে সফলভাবে অংশ গ্রহণ করে।

---

[15] মোঃ আমিরুল ইসলাম প্রভাষক (রসায়ন) কর্তৃক ১৬/০৭/২০০৩ তারিখে গবেষকের নিকট বিবৃত তথ্যানুযায়ী।

[16] জেলা প্রশাসক, পাবনা মোঃ মাহবুবুর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদ পত্র হতে প্রাপ্ত।

[17] প্রগুক্ত

[18] প্রগুক্ত

[19] প্রগুক্ত

[20] ১৭/৭/২০০৩ ইং তারিখে গবেষক কর্তৃক মোঃ আঃ মাজেদ (সহকারী মুহাদ্দিস) এর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

[21] ১৭/০৭/২০০৩ তারিখে গবেষক কর্তৃক মোঃ আবুল কাশেম শরীর চর্চা শিক্ষক, পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা, এর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রুপটি জেলা, অঞ্চল (বিভাগ) ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত স্কাউট সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেঃ-

জেলা স্কাউট সমাবেশ		
সন	স্থান	প্রাপ্ত স্থান
১৯৯০	চাটমোহর ডিগ্রি কলেজ, চাটমোহর।	৯ম স্থান
১৯৯১	বেড়া বি.বি.পি উচ্চ বিদ্যালয়, বেড়া।	৯ম স্থান
১৯৯৩	সুজানগর উচ্চ বিদ্যালয়, সুজানগর।	৭ম স্থান
১৯৯৫	বনওয়ারীনগর সি.বি. ফরিদপুর।	৪র্থ স্থান
১৯৯৬	সাঁথিয়া পি. উচ্চ বিদ্যালয়, সাঁথিয়া।	১ম স্থান
১৯৯৭	দেবত্তর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আটঘরিয়া।	৫ম স্থান
১৯৯৮	দুলাই উচ্চ বিদ্যালয়, সুজানগর।	১ম স্থান
আঞ্চলিক (বিভাগীয়) সমাবেশ		
১৯৯৫	নীলফামারী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, নিলফামারী।	
১৯৯৭	জয়পুরহাট কালেক্টরেট মাঠ, জয়পুরহাট।	
জাতীয় পর্যায়ে সমাবেশ		
১৯৯৫	দ্বিতীয় প্যাসিফিক ফমডেকা স্কাউট ক্যাম্প বরগুনা জেলা।	
১৯৯৯	৬ষ্ঠ বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী, মৌচারক, গাজীপুর।	

এছাড়া প্রতি বছর পাবনা জেলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ব্যাচ কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশ গ্রহণ করে ও বাংলাদেশ স্কাউটস পাবনা জেলা কর্তৃক আয়োজিত উপ-দলনেতা কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশ গ্রহণ করেছে। তাছাড়াও পাবনা শহরে সরকারী ভাবে অনুষ্ঠিত প্রতিটি অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে আসছে।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করার কারণে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা একাধিকবার থানা ও জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে সনদ পত্র প্রাপ্ত হয়। যেমন জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ সনে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা পাবনা সদর থানা ও পাবনা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সনদ পত্র প্রাপ্ত হন।[২২] এ আলোচনার দ্বারা প্রমানিত হয় যে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিযোগিতায় অন্য আর দশটি শ্রেষ্ঠ ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।]

[২২] জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ এ জেলা প্রশাসক মাহবুবুর রহমান পাবনা ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তা বেগম রোকসানা ফেরদৌসী কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদ পত্র হতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আল্লাহ তাঁর পরিচিতি প্রকাশের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করেন। আর এ মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেবার জন্য পরম করুনাময় আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। যাঁরা আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। পরবর্তীতে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াগণ এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন। মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকা প্রতিষ্ঠা এ ধারারই ফলশ্রুতি।

এ ধারাবাহিকতায় ১৯১৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা। এ কথা চরম সত্য যে, ইসলাম, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। তাই বলা যায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার বিস্তার প্রকারন্তে ইসলামেরই বিস্তার। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন প্রকার মাদ্রাসার ভূমিকাই মুখ্য। পাবনার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুনামের সাথে এ কাজটি করে যাচেছ। এ মাদ্রাসা থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়া প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী দেশের জন্য এক একজন সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহবানকারী, যাঁরা প্রতিনিয়ত মানব সমাজে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার তথা ইসলাম বিস্তারে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন, তাছাড়া এলক্ষ্যে দেশের সর্বত্র মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করছেন। তাঁরা ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী তথা সমাজ পরিচালনার সার্বিক ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে যোগ্যতর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এ গবেষণাকর্মের দ্বারা তথ্যঅনুসন্ধানী ব্যক্তিদের জন্য তথ্য উপস্থাপন করা, সাধারণ মানুষকে জানানো, বিদ্বেষ পরায়ন অজ্ঞ-বুদ্ধিজীবী, আধুনিকতার ধ্বজাধারী ও প্রগতি বাদীদের তথ্য ভিত্তিক প্রতিবাদ করা হয়েছে।

আমাদের সমাজে কিছু সংখ্যক সাধারণ মানুষ মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবগত না থাকার কারণে মনে করেন মাদ্রাসায় পড়লে কেবলমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান অর্জিত হয়। বৈষয়িক জ্ঞানার্জন হয় না। এদের শুধুমাত্র মাদ্রাসার শিক্ষকতা, মসজিদে ইমামতি ও মুয়াযযিনী ছাড়া উপায় থাকে না। এরা সব ক্ষেত্রে চলাফেরা আচার আচরণ করতে জানে না।

আরেক শ্রেণীর লোক যারা সাধারণ শিক্ষায় উচচ শিক্ষিত, সমাজে প্রভাবশালী, ক্ষমতাধর, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, আধুনিক কিংবা অত্যাধুনিক প্রগতিবাদী, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, ধর্মীয় অনুশাসন মানতে নারাজ, নির্দিষ্ট কোন মতাদর্শের গোলাম, বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের মাদ্রাসা, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানের অপ্রতুলতাও রয়েছে। তারা বলে মাদ্রাসা শিক্ষিত লোক, আরবী ও ইসলামী শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জ্ঞান বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ, সমাজ সেবা, দেশ ও জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের অবদান অত্যন্ত নগন্য।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণাকর্ম দ্বারা উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর মানুষের ভুল ধারণা ভেঙে যাবে। তাঁরা জানতে পারবে মাদ্রাসায় পড়লে বিশেষ করে সরকারী সাহায্য পুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত আলীয়া মাদ্রাসায় পড়লে। ইমাম, মুয়াযযিন ও মাদ্রাসার শিক্ষকই হয় না বরং শিক্ষাবিদ, ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রশাসক, বিচারক, অধ্যাপক, সমাজ সেবক, রাজনীতিবিদ সর্বক্ষেত্রেই অবদান রাখতে পারে। এ অভিসন্দর্ভে এটাই প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্বেষপরায়ণ তথা-কথিত বুদ্ধিজীবীদেরও টনক নড়বে যে আমরা যা মনে করতাম ও তোতা পাখির ন্যায় শিখানো বুলি আওড়াতাম তা ঠিক নয়। এতে তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও অদুরদর্শী মন্তব্য ও বক্তব্যের পরিণতির কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, সতর্ক ও শালীন হতে শিখবে।

আর যারা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে তুলনামূলক লাভ ক্ষতির হিসেবে করতে গিয়ে দ্বিধাদ্বন্দে ভূগছে আমার এ গবেষণাকর্ম তাদের দ্বিধাদ্বন্দ দূর করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তারা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হবে। এছাড়াও মাদ্রাসার শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত স্বনামধন্য বিখ্যাত শিক্ষক, অধ্যক্ষ, মাদ্রাসার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও ছাত্র, যাঁরা মাদ্রাসায় ছিলেন এখন নেই অথবা ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু তাঁদের ব্যাপারে সঠিক তথ্য পাওয়া যাচেছ না। অত্র গবেষণাকর্মে সে সব বিখ্যাত গুণীজনদের সংক্ষিপ্ত জীবনী যথাসাধ্য সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে প্রায় শত বছর ধরে এ মাদ্রাসা হতে যাঁরা পাশ করে গেছেন, তাঁদের এ মাদ্রাসা সম্পর্কে এখন জানতে ইচেছ হয় যে, মাদ্রাসাটি এখন কেমন কি অবস্থায় আছে, অথচ সময় ও অর্থ ব্যয় করেও সব সময় সব তথ্য জানা ও পাওয়া সম্ভব হয় না। তাঁরা এ গবেষণাকর্ম থেকে তাদের জানার আকাংখা পূর্ন করতে পারবেন। তাছাড়া পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা প্রায় শত বছর ধরে যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তার তথ্য ভিত্তিক কোন বই পুস্তক আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। এ গবেষণাকর্মই হবে পাবনা আলীয় মাদ্রাসার ইতিহাস ও দলীল। ইনশা-আল্লাহ্। আল্লাহ তায়ালা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল্-কুরআন:

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল আল্-বোখারী:
সহীহুল বোখারী, কুতুব খানা রশীদিয়া দিল্লী, হি. ১৪০৯।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু মাজাহ আল কাযবীনী:
সুনানু ইবনু মাজাহ, কুতুবখানা রশীদিয়া, তা, বি।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল:
মুসনাদু আহমাদ, দারুল মা'আরিফ, বৈরুত হি. ১৪০৯।

শায়েখ ওলী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খতীব আত তিবরীযী:
আল-মিশকাতুল মাসাবিহ, কুতুব খানা রশীদিয়া দিল্লী, তা ,বি।

হাফিয আবু বকর আহমাদ ইবনু হুসাইন ইবনু আলী আল বায়হাকী:
আস-সুনানুল কুবরা, দারুল মাআরিফ, বৈরুত তা, বি।

ড. ইব্রাহিম মাদকুর:
আল-মু'জামুল ওয়াসিত, হোসাইনিয়া লাইব্রেরী দেওবন্দ, তা, বি।

আবুল ফদল আব্দুল হাফিয বিলাবি:
মিসবাহুল লুগাত, মাকতাবাতে বুরহান দিল্লী, তা,বি।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১ম খন্ড খৃ. ১৯৮৬

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২য় খন্ড খৃ. ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্বকোষ:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ৩য় খন্ড খৃ. ১৯৮৭

ইসলামী বিশ্বকোষ:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১১তম খন্ড খৃ. ১৯৯২

ইসলামী বিশ্বকোষ:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১২তম খন্ড খৃ. ২০০০

ড. মু. নকিবুল্লাহ:
আরবী ছন্দ বিজ্ঞান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, খৃ. ১৯৯৪

ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ:
বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খৃ. ১৯৯৬।

আব্দুল মওদুদ:
মুসলিম মনিষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ খৃ. ১৯৯৪।

সাদ আহমাদ:
আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল, খৃ. ২০০২।

সংগ্রামী জননেতা মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান:
পাবনা সদর নির্বাচনী এলাকার জনগন কর্তৃক প্রকাশিত খৃ. ২০০১।

মনোয়ার হোসেন জাহেদী:
শতাব্দীর ছায়াপথে এডওয়ার্ড কলেজ খৃ.১৯৯৯।

মনোয়ার হোসেন জাহেদী:
অনন্ত ঘুমের দেশে খৃ. ১৯৯৭।

মোসলেম উদ্দিন:
আধুনিক বাংলা অভিধান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খৃ/১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

জামিল চৌধুরী:
বাংলা বানান অভিধান, বাংলা একাডেমী খৃ. ১৯৯৪।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস:
সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ ,কলিকাতা খৃ. ১৯৯৭।

নরেন বিশ্বাস:
বাঙলা উচ্চারণ অভিধান , বাংলা একাডেমী, ঢাকা খৃ. ১৯৯৯।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই:
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো খৃ. ১৯৯৭।

আমজাদ হোসেন:
বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, খৃ. ১৯৯৬।

আবদুল মান্নান তালিব:
বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খৃ. ১৯৯৪।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব:
পাবনায় ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খৃ. ১৯৯৬।

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মুহাম্মদ এনামুল হক:
ইসলামী জ্ঞানকোষ, আল- বাকারা লাইব্রেরী ঢাকা, খৃ. ১৯৯৯।

একনজরে পাবনা জেলা:
পাবনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত খৃ.১৯৯৮।

একনজরে পাবনা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান:
পাবনা জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রণীত খৃ .২০০০।

চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা:
জিলা পাবনার ইতিহাস, খৃ.১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ড. সিরাজুল ইসলাম:
বাংলাদেশের ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা- খৃ. ১৯৯৩।

ড. অতুল চন্দ্ররায়:
ভারতের ইতিহাস, মৌলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা, খৃ. ১৯৯১।

আবদুল হক ফরিদী:
মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, খৃ. ১৯৮৫।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক:
পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা, খৃ. ১৯৪৮।

গোলাম সাকলায়েন:
বাংলাদেশের সূফী- সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খৃ. ১৯৮২।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা, খৃ. ১৯৯৯।

Abdul Karim:
Social History of the Muslims in Bengal. Baitush Sharaf Islamic Research Institute. Chittagong. AD. 1985.

Philip K. Hitti :
Islam and the west van. nosproud, Princeton New Jersey. AD.1962

Dhaka University Institutional Repository

পত্র/পত্রিকা

দৈনিক প্রথম আলো : ২৮ শে জুন খৃ. ২০০১।

দৈনিক মাতৃভূমি : ১০শে জুন খৃ. ১৯৯৯।

দৈনিক পাবনার আলো : ১৬ ই ডিসেম্বর খৃ. ২০০২।

দৈনিক নির্ভর পাবনা : ১০ শে নভেম্বর খৃ. ২০০১।

অগ্রপথিক : জাতীয় শোকদিবস সংখ্যা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট, খৃ. ১৯৯৭।

সঙ্কলন : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পাবনা, নভেম্বর খৃ. ২০০০।

'"আল-হক" : পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা বার্ষিকী খৃ. ১৯৭৫।

""আল-বিদা" : স্মরণিকা পুষ্পপাড়া আলীয়া মাদ্রাসা, পাবনা খৃ. ১৯৯৫।

মাসিক আত-তাহরিক : রাজশাহী খৃ. ২০০০।

মাসিক মাদ্রাসা : ঢাকা খৃ. ১৯৯৬।

বার্ষিকী, কুষ্টিয়া জেলা স্কুল : খৃ. ১৯৯২।

ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী : খৃ. ১৯৯৬।

ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী : খৃ. ১৯৯৭।

ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী : খৃ. ২০০০।

ঝিনাইদহ সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী : খৃ. ২০০৩।

জেলা আইনজীবী সমিতি পাবনা ১২০ স্বারক : ৩১শে জানুয়ারী খৃ. ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট পরিচিতি

পরিশিষ্ট- ক: মাদ্রাসার বিভিন্ন প্রকার ছবি।

পরিশিষ্ট- খ: মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় বিখ্যাত ব্যাক্তির ছবি।

পরিশিষ্ট- গ: বৃট্রিশ সরকার কর্তৃক মাদ্রাসায় জমি প্রদান সংক্রান্ত প্রমাণ পত্রের ফটোকপি।

পরিশিষ্ট- ঘ: পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আলিম, ফাজিল ও কামিল খোলার অনুমতি সংক্রান্ত প্রমাণ প্রত্রের ফটোকপি।

পরিশিষ্ট- ঙ: ১৯৭৫ সনে "আল হক" নামক বার্ষিকীতে প্রদত্ত তৎকালীন শিক্ষক কর্মচারীর তালিকার ফটোকপি।

পরিশিষ্ট- চ: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বর্তমান গর্ভনিং বডি অফিস আদেশের ফটোকপি।

পরিশিষ্ট- ছ: মাদ্রাসার ছাত্র/শিক্ষকমন্ডলীর লিখিত কয়েকটি বইয়ের কভার পৃষ্ঠার ফটোকপি।

পরিশিষ্ট- জ: মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক/ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যপনায় নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে যাঁরা জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়ে স্বর্নপদক প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের দু'জনের সনদ পত্রের ফটোকপি।

পরিশিষ্ট- ঝ: শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের সনদপত্রের ফটোকপি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-কঃ মাদ্রাসার বিভিন্ন প্রকার ছবি।

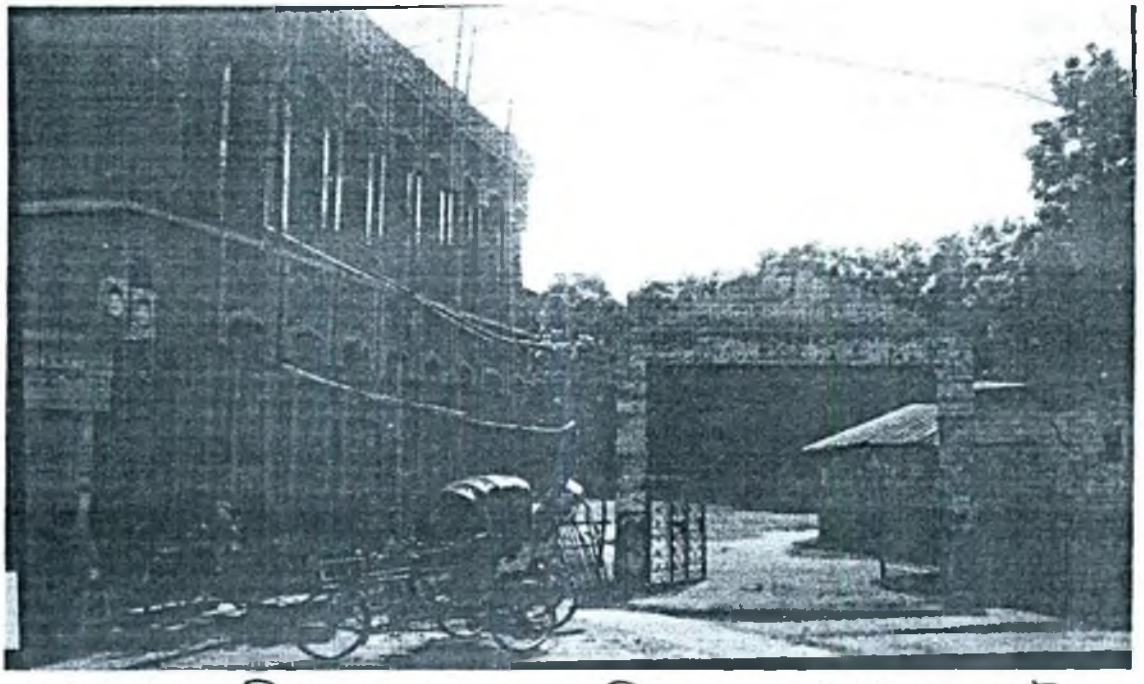

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার মসজিদ সংলগ্ন প্রধান গেট।

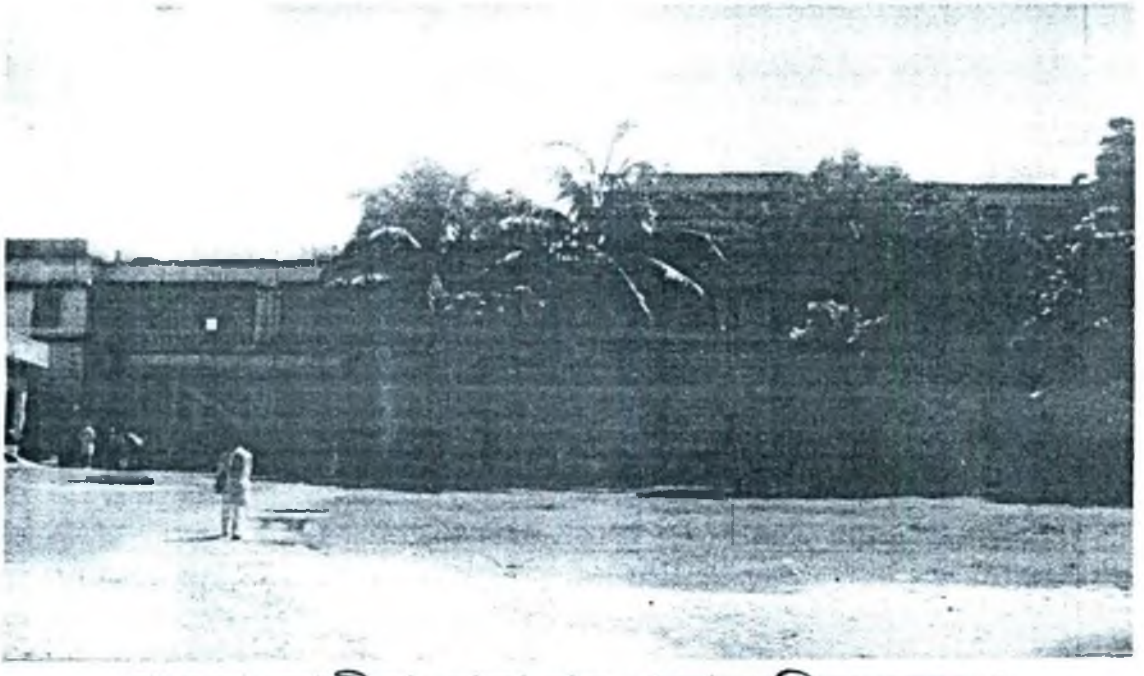

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন।

Dhaka University Institutional Repository

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার বিজ্ঞান ভবন।

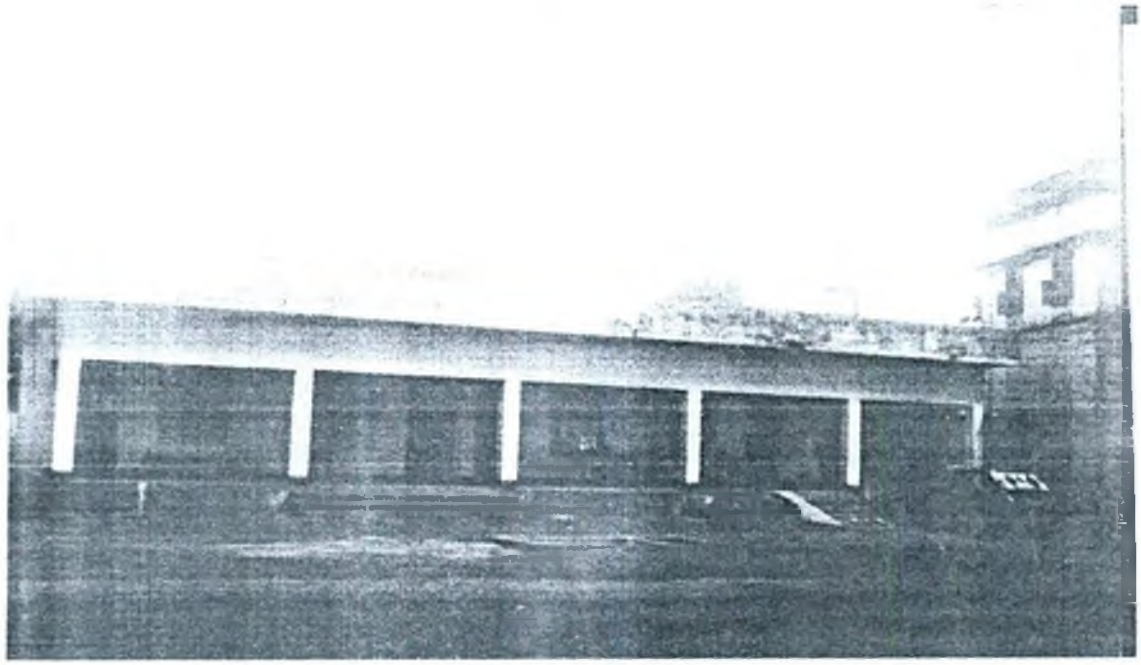

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার নব নির্মিত একাডেমিক ভবন।

Dhaka University Institutional Repository

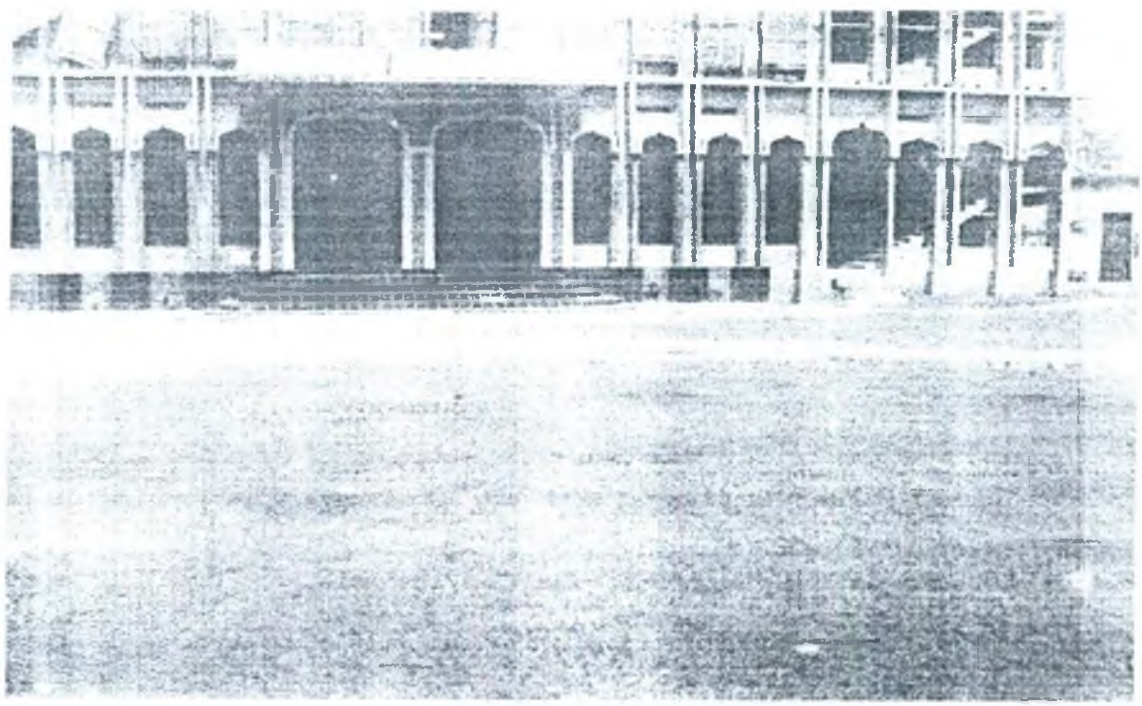

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার নব নির্মিত জামে মসজিদ।

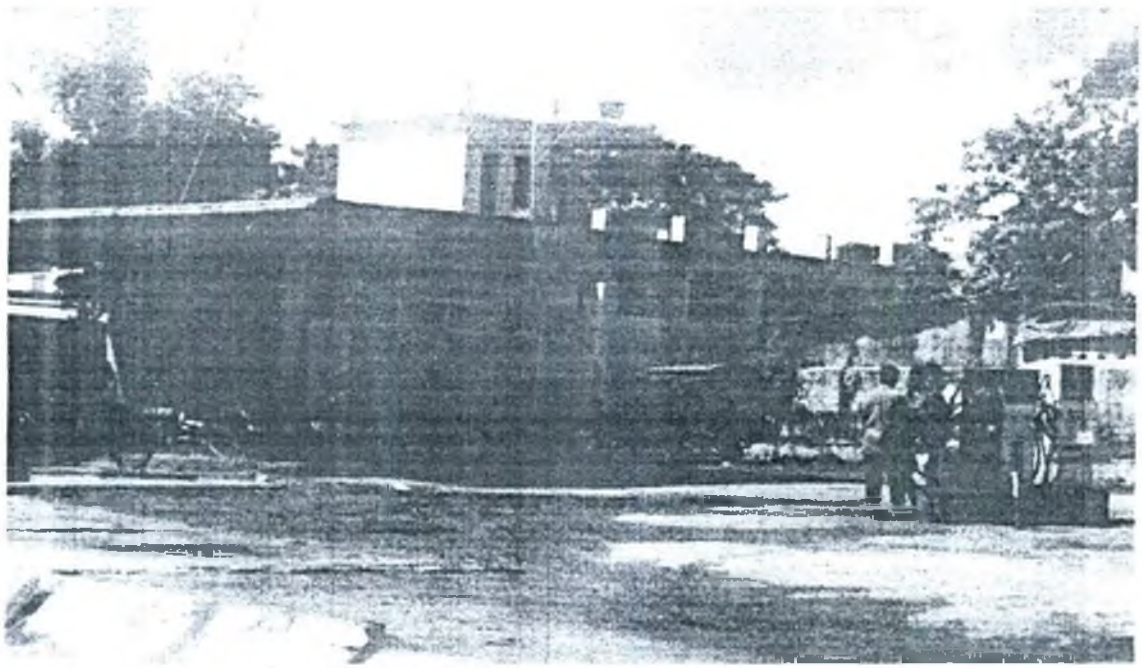

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার তৈল পাম্প ভবন।

Dhaka University Institutional Repository

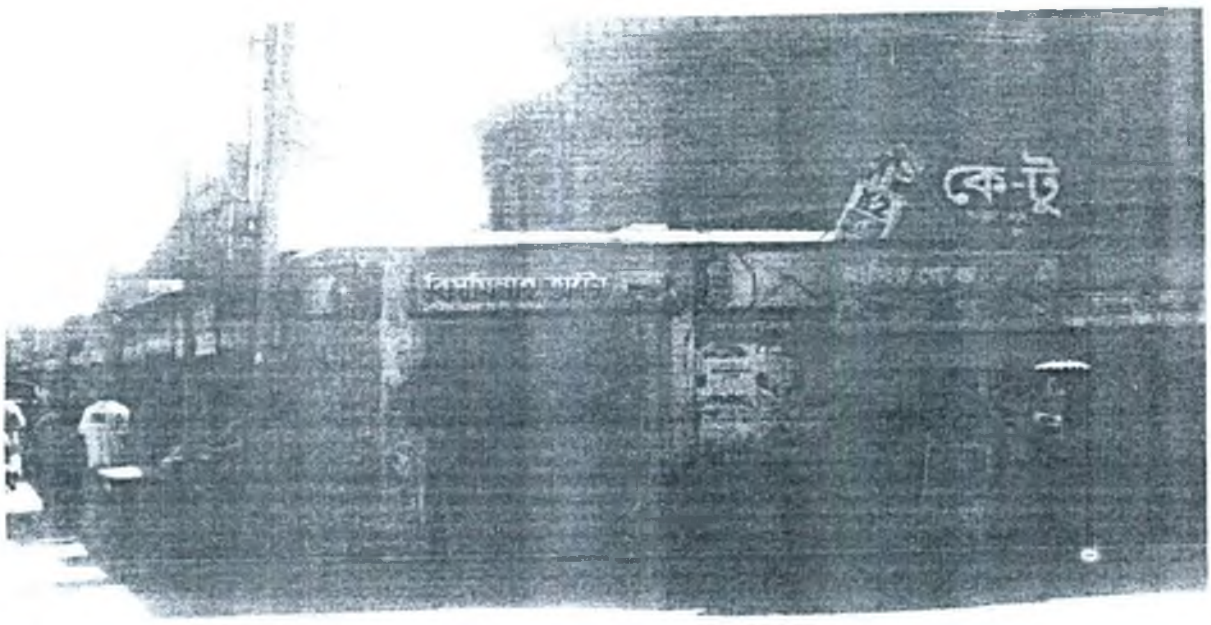

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার মার্কেট।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-খঃ মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় বিখ্যাত ব্যাক্তির ছবি।

মাওলানা আবদুস সুবহান

মাওঃ মোঃ আব্দুস সামাদ

মৌলভী আজহার আলী কাদেরী

মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক

ছদরুদ্দীন আহমাদ

এ্যাডভোকেট জহির আলী কাদেরী

Dhaka University Institutional Repository

বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল

মুহাম্মদ আবু হানিফা

মোঃ জহুরুল ইসলাম বিশু

দীন মুহাম্মদ

আব্দুল গফুর মিয়া

ড. মো. জাকির হুসাইন

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ আনছারুল্লাহ

মুহম্মদ আব্দুল মালেক

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- গ: বৃট্রিশ সরকার কর্তৃক মাদ্রাসায় জমি প্রদান সংক্রান্ত প্রমাণ পত্রের ফটোকপি।

Dhaka University Institutional Repository

ST-2 398

[illegible]

An agreement made the 2[illegible] th day of June,1934, between the Secretary of State for India in Council here-i[n]after called the Secretary of State of the one part and the Secretary of the Islamia Junior Madrasaa,Pabna, here-in-aft[er] called the Secretary of the Junior Madrasaa,Pabna, of the the other part.

Whereas the authorities of the Junior Madrasaa, Pabna,have applied to the Secretary of State to take a --- lease on favourable terms of the land described in the --- schedule annexed hereunto for erecting buildings thereupon which was acquired for "the Radhanagar Middle English School in the district of Pabna (now defunct) under Government -- declaration No.456-E dated the 19th March,1912 and the --- Secretary of State for India in Council has agreed to grant a lease of the land to the authorities of the Junior Madras ea,Pabna,on favourable terms, namely at a nominal annual rent of Rs.10/- per bigha only for the purpose of erecting buildings for the use of the Junior Madrasaa,Pabna,so long as it exists and so long as it is used for the purpose of Madrasaa, it is hereby expressly agreed upon the terms and conditions here-in-after contained;- that is to say:-

1. That the land described in the schedule annexed hereto shall be leased to the authorities of the Junior Madrasaa, Pabna, at an annual rental of Rs.10/- per bigha --- payable in kists mentioned below for the purpose of erecting buildings thereon for the for the use of the Junior Madrasaa,Pabna,only.

2. That the said piece of land shall be liable to be resumed by the Secretary of State if not used for the specific purpose or purposes for which it is leased.

3. That should the said piece of land be at any time resumed by the Secretary of State,the compensation payable therefor (if any) shall not exceed the amount (if any) paid to the Secretary of State for the grant together with the cost or value at the time of such resumption whichever shall be less,of buildings erected or other works executed on the land.

4. That if the said piece of land be used for other than the specific purpose for which it is leased it shall be lawful for the Secretary of State in lieu of -- resuming the piece of land to assess it to revenue or -- rent at a rate calculated at 4% on the market value of the said piece of land. It shall rest with the Secretary of State to determine the market value of the said piece of land. Such revenue or rent,when assessed, shall be --- recoverable as a "Public Demand".

5. That the authorities of the Junior Madrasaa, Pabna, shall mark and keep marked the boundaries of the said piece of land and point it out when so required by the Collector of the District.

6. That the Junior Madrasaa,Pabna, shall not part with or transfer the possession or control of the land except as authorised by the statute or with the permission of the Secretary of State in writing.

7. That the authorities of the Junior Madrasaa, Pabna, will be liable for the municipal taxes or for any other taxes which may hereafter be imposed.

8. That the authorities of the Junior Madrasaa,Pabna, agree to erect buildings on the land within two --- years from the date of execution of this agreement at --- their own cost unassisted by Government and that if they fail to do so, the land will revert to Government.

Schedule of property.

Pargana -----	---	Islampur.
Mauza -----	---	Radhanagar.
Police Station	---	Pabna.
J.L. No. ----	---	106
Settlement plot No.		3333,3334,3335 and part of plot No.3338.
Collectorate Register No.	---	Register No.8 B-2
Area -----	---	The total area acquired for the Radhanagar M. E.School is 4 -13-[illegible] B. Ch. out of which 5 - 3 has been incl[illegible] uded in the project for the impr[illegible] ovement of the Pabna-Ishurdi road and the lease of the remaining B K /ch 4 4 15 to the Islamia Junbor Madrasaa,Pabna,has been sanctioned by Government in thei[r] letter No.4289-[illegible] dated the [illegible] April,1934.

Kistbandi.

Kist X June Rs.10/-

Kist January, Rs.20/-

Kist March Rs.12/8

[illegible]

Signed by the Collector of Pabna for and on behalf of the Secretary of State for India in Council in the presence of :- Witness -1. [illegible]

Sd/- [illegible]

Collector,Pabna.

Signed by the Secretary of the [illegible] Committee of the Islamia Junior Madrasaa,Pabna.

Witness -1. [illegible]

Sd/- [illegible]

Secretary.

Dhaka University Institutional Repository

ST-2 ১৭৫

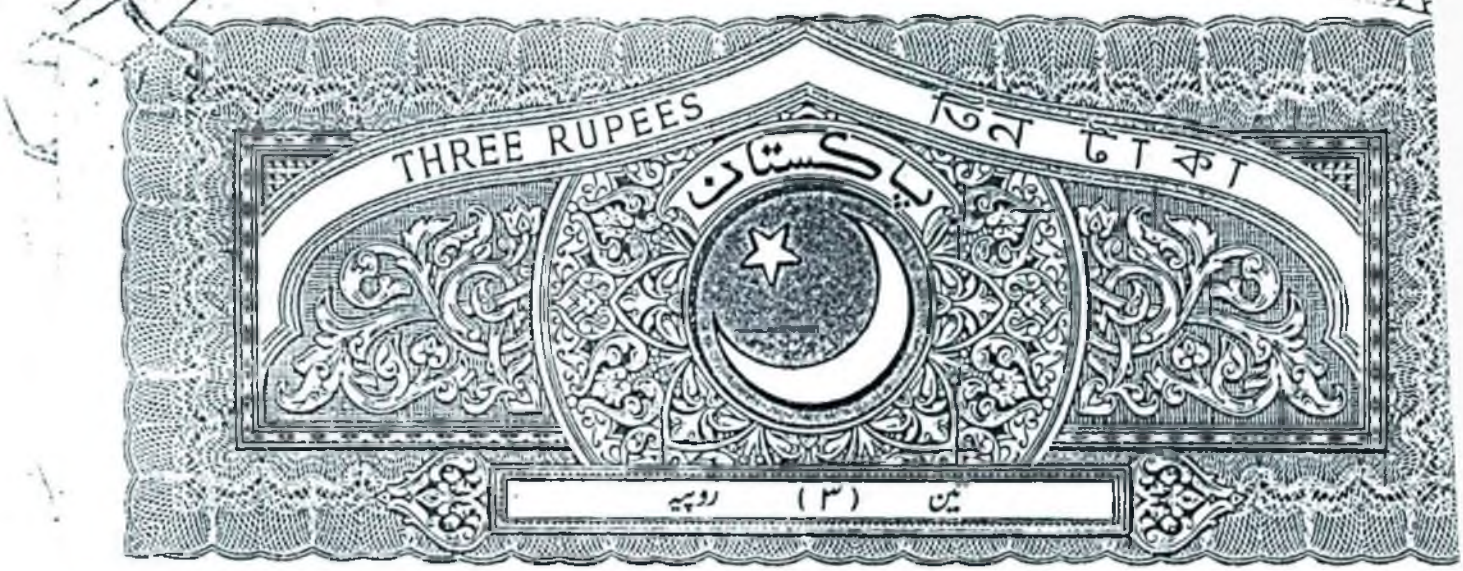

In the Court of Mr. A. Rashid , Magistrate 1st class, Pabna .

Affidavit.

No 468
8/15.8.67

I, Mr. Md. Abdullah Pramanik , Secretary, Alia Madrasah , Pabna , aged 75 years swear as follows :-

1. That from June 1934 uptill now , the Madrasah has been consistently in possession for about 33 years in its own right and adversely to all others .

2. That the Junior Madrasah has been subsequently upgraded into Senior Madrassa and Senior Madrassa has been at a still later time upgraded into Alia Madrassa .

Court of Magistrate 1st Class, Pabna

The facts stated in this affidavit are true to my knowledge and I have concealed nothing nor suppressed any thing and with this verification I sign my name this day the 15th August , 1967 in the Court of the Magistrate.

Solemnly affirmed before me by Md. Abdullah who is identified by Mr. K. A. Hai Pleader/Muktear this the 15th day of Aug/67 196 at ...... A. M. / P. M.

Magistrate 1st Class
Pabna
15/8/67

(signature)

Known to me. And he has signed in my presence. here at Pabna.
K. A. ...

Dhaka University Institutional Repository

It appears from the photostate copy of the deed of agreement between the Secretary of State for India in Council and the Secretary of the Managing Committee of the Islamia Junir Madrasah dated 24th day of June 1934 that an area of 4 bighas 4 kathas and 15 cintaks of C.S. plot no. 3333,3334,3335 and part of C.S. plot 3336 incorporated in Collectorate Register no. 8 B-2 , J.L. No. 104 of mouza Radhanagar P.S. Pabna have been leased to the authorities of the Junior Madrassa Pabna at an annual rental of Rs 10/- (Rupees ten) per bigha payable in kists mentioned in the said deed of lease for the purpose of erecting buildings thereon for the use of the Junior Madrassa and the lease will continue so long as it exists and so long as it is used for the purpose of Madrassa . In the said deed there is an agreement that the said piece of land shall be liable to be resumed by the Secretaryof State , if not used for the specific purpose or -- purposes for which it is leased.

Though the original document has not been produced before me , it may presumably be assumed that the photostate copy -- represents the correct state of things. The document is a bilateral one and has been executed both by the lessor and the lessee. Since it will be governed by the Crown Grants' Act,registration is not compulsory. The validity of the deed of lease may therefore be accepted .

It is however difficult for me to say without looking into Collectorate Register no. 8-B 2 how much of C.S. plot no. 3336 is included in the said document of lease .

It is a bit perplexing how in the recently revised record of rights the name of the Madrassa could not have been incorporated.

I have also not been supplied with any receipt showing payment of rent as indicated in the document of lease , except a chalan showing payment of Rs 44-2as. for the year 1347 B.S.

The Secretary of Alia Madrassa Mr. Md. Abdulla Pk. has sworn an affidavit before a 1st class Magistrate , Pabna stating inter alia that the Madrassa has been consistently

Dhaka University Institutional Repository

in possession of the land for over 33 years in its own right and adversely to all others . He has also stated in the affidavit that the Junior Madrassa has been converted into Senior Madrasaa and the Senior Madrasa has been again converted into Alia Madrassa .

Despite the above , if the photostate copy of the deed of lease and the affidavit represents the correct state of things, the Alia Madrassa has acquired a valid title to the above 4 bighas 4 kathas and 15 chataks of land. The affidavit + the photostate copy are annexed herewith.

Kamales Chandra Sen.
Govt. Pleader ,
Pabna .
15-8-67.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ঘ: পূর্ব পাকিস্থান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আলিম, ফাজিল ও কামিল খোলার অনুমতি সংক্রান্ত প্রমাণ প্রত্রের ফটোকপি।

Dhaka University Institutional Repository

Received 1/1/63

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN

OFFICE OF THE REGISTRAR

EAST PAKISTAN MADRASAH EDUCATION BOARD, DACCA

No. 12879 /P-47 Dated 29/12/ 1962.

From –The Registrar, *East Pakistan Madrasah Education Board, Dacca.*

To – The Secy., Pabna Alia Senior Madrasah,
P.O. & Dist. Pabna.

The Pabna Alia Senior Madrasah in the district of Pabna is hereby granted Provisional recognition upto Alim standard for a period of One year with effect from the Ist. July, 1962 on the following conditions:-

1. That the Managing Committee of the Alim Madrasah be reconstituted according rules and get it approved immediately.

2. That the Madrasah Library be enriched with books on Juvenile and Islamic interest worth Rs.200/00 at least within the term.

3. That attempts be made to raise the roll strength in the Dakhil classes and Alim classes.

4. That the Reserve Fund of the Madrasah be raised to Rs.1000/00 at least and be kept deposited in the Postal Savings Bank instead of National Bank of Pakistan.

5. That the underqualified teachers of the Madrasah be replaced by qualified hands.

Akkas
29.12.62.

Registrar, 29.12.62
East Pakistan Madrasah
Education Board, Dacca.

Memo. No. _____ /P-47 Dated _____ 1962.

Copy forwarded to the D.D.P.I., Rajshahi Division for information in ref: to his letter No.48752 dated 24.12.62.

Akkas
29.12.62.

Asstt. Registrar,
East Pakistan Madrasah
Education Board, Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

২৪৭ ট-২ ১৮০

EAST PAKISTAN MADRASAH EDUCATION BOARD, DACCA

No. 21907 /P-47 Dated 10/11/ 163.

From:- The Registrar, East Pakistan Madrasah Education Board, Dacca.

To :- The Secy., Pabna Alia Madrasah, P.O. & Dist. Pabna.

Ref:- His letter No.288A. dated 7.11.63.

Subj:- Permission for opening ~~xxxxxxxxxx~~ Fazil Classes

The authority of the Pabna Alia Madrasah in the district of Pabna is hereby permitted to open Fazil Classes in the Madrasah with effect from the Ist. July, 1963, provided the conditions as laid down in the Rules for a Fazil standard Madrasah are fulfilled and the departmental recognition be obtained in due course.

Akkas
10.11.63.

M Bazlur Rahman 10.11.63
for Registrar,
East Pakistan Madrasah
Education Board, Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
OFFICE OF THE REGISTRAR, BANGLADESH MADRASAH EDUCATION BOARD, DACCA.

No. 559 /P47 Dated 2-1-1979.

From:- The Registrar, Bangladesh Madrasah Education Board, Dacca.

To :- The Principal/Supdtt., Pabna Alia Madrasah,
P.O. & , Dist. Pabna.

Subj:- Provisional permission to open Science Course in Fazil Ist. Year Class with effect from the session 1978-79.

Pending inspection, the authorities of the Pabna Alia Madrasah, P.O. & Pabna are hereby permitted Provisionally to open Science Course in the Fazil Ist. Year Class with effect from the session 1978-79, provided that the terms and conditions as laid down in this office Notification No.14036/S-13 dated 24.12.75 be fulfilled satisfactorily. The recognition case will be condisered in due course on the basis of the recommendations of the authorities concerned.

In this connection he is requested to select students for admission into Fazil Ist. Year Class (Science Group) from among the candidates who passed the Alim Examination (Science Group) of the Bangladesh Madrasah Education Board on the following conditions:-

(i) Admission is to be made on the basis of merit and aptitude and those who are likely to come out successful in competition with the students of General Education in future for admission into the Engineering and Medical Colleges, Universities.

(ii) For the present not more than 30 (thirty) students is to be admitted in the Ist year Fazil Science Group and no additional section is to be opened in the Science Group without the prior permission of the Board.

Akkas
26.9.78.

Dr. A. K. M. Ayub Ali.
Registrar,
Bangladesh Madrasah
Education Board, Dacca.

Memo No. Dated 19 .

Copies to :-

1. The D.P.I., Bangladesh, Dacca for information in ref: to his letter No. dated .
2. The D.D.P.I., Division, for information.
3. The D.E.O., for information.

Akkas
26.9.78.

Registrar,
Bangladesh Madrasah
Education Board

Dhaka University Institutional Repository

35-8 ১৮২

GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN
OFFICE OF THE REGISTRAR, EAST PAKISTAN MADRASAH EDUCATION BOARD, DACCA.

No. 6322 /R-47 Dated 10/6/ 1965.

From:- The Registrar, East Pakistan Madrasah Education Board, Dacca.

To :- The Director of Public Instruction, East Pakistan.

The undermentioned application in original is forwarded to ~~im~~ the Director of Public Instruction, East Pakistan for favour of inspection of the Madrasah in reference to the rules contained in Chapter IV of the "Rules for the conduct of the different Examinations of the Madrasahs in East Pakistan" and report to this office with his considered opinion regarding fitness or otherwise of the Madrasah for opening Kamil Classes there/~~for extension of recognition upto Kamil standard.~~

Encl:- An application from the Secy./~~Principal~~,
Pabna Alia Madrasah
P.O. -, Dist. Pabna
Letter No. 374 dated 6/6/65.

Akkas
31.8.64.

Sd/- M. Bazlur Rah...
for Registrar,
East Pakistan Madrasah
Education Board, Dacca.

Memo No. 6323 /R-47 Dated 10/6/ 1965.

Copy forwarded to the Secy./~~Principal~~, Pabna Alia Madrasah, Pab... for information.

Akkas
31.8.64.

M. Bazlur Rahman
Asstt. Registrar,
East Pakistan Madrasah
Education Board, Dacca.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ঙ: ১৯৭৫ সনে "আল হক" নামক বার্ষিকীতে প্রদত্ত তৎকালীন শিক্ষক কর্মচারীর তালিকার ফটোকপি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সনে কর্মরত ঐতিহ্যবাহী পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মচারীর তালিকা।

১। জনাব মাওলানা হুসামুদ্দীন আহমাদ, এম, এম, এম, এম, (ফার্ষ্ট ক্লাশ, ঢাকা) অধ্যক্ষ।
২। " মাওলানা আহমাদ হোসাইন কাসেমী, ফাজেলে দেওবন্দ (ফার্ষ্ট ক্লাশ)
প্রধান অধ্যাপক।
৩। " মাওলানা মোঃ আঃ মাজেদ মাদানী এম; এম, (ফার্ষ্ট ক্লাস, ঢাকা) আই, এ,
দ্বিতীয় অধ্যাপক।
৪। " মাওলানা মোঃ আবু হানিফা, এম, এম, (ফার্ষ্ট ক্লাশ) বি, এ, অনার্স (বাংলা)
তৃতীয় অধ্যাপক।
৫। " মাওলানা আবুল মজিদ মোঃ সাঈদ, এম, এম, প্রধান আরবী শিক্ষক।
৬। " মাওলানা আবুল ফয়েজ মোঃ শহীদুল্লা, এম, এম, আই, এ, সহকারী আরবী শিক্ষক।
৭। " মাওলানা মোঃ নুরুল্লাহ, এম, এম, (ফার্ষ্ট ক্লাশ) " " "
৮। " মাওলানা মোঃ আফছারুদ্দীন, এম, এম, " " "
৯। " মাওলানা আবু সাঈদ মোঃ আঃ গফুর, এম, এম, (ফার্ষ্ট ক্লাশ) আই, এ, (১ম বিভাগ)
সহকারী আরবী শিক্ষক।
১০। " মৌলভী মোঃ সাইফুল ইসলাম নুরপুরী, এফ এম, " " "
১১। " ক্বারী মৌলভী মোঃ আঃ কাদের, এফ, এম ও ক্বারীয়ানা পাশ, কেরাতের শিক্ষক।
১২। " মোঃ মোঃ নাসিরুদ্দীন, বি, এ, প্রধান ইংরেজী শিক্ষক।
১৩। " মোঃ ইসহাক, ম্যাট্রিক পি, টি, আই, সহকারী শিক্ষক।
১৪। " মোঃ আবদুল হান্নান, ডিপ্লোমা ইন কমার্স, সহকারী শিক্ষক।
১৫। " মাওলানা মোঃ মতিউর রহমান, এম, এম, আই, এ,
প্রধান শিক্ষক, প্রাথমিক বিভাগ।
১৬। " মাওলানা মোঃ আঃ গোবহান, এম, এম, আই এ, সহকারী " " "
১৭। " মোঃ মোঃ আঃ রাজ্জাক, আই কম, ক্রাফট্‌সমেনশীপ " " " "
১৮। " মোঃ মোঃ মাহমুদ রফিক ম্যাট্রিক,
১৯। জনাব মোঃ আবুল হোসেন ম্যাট্রিক, সহকারী শিক্ষক; প্রাথমিক বিভাগ
২০। " মোঃ মোঃ শুকুর আলী (ক্লার্ক)

মাদ্রাসা ষ্টাফের অন্যান্য :—

২১। মোঃ রফিউল ইসলাম (পিয়ন)
২২। " হাবিবুর রহমান (")
২৩। " আঃ হামিদ (দারুয়ান)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- চ: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বর্তমান গভর্নি
বডি অফিস আদেশের ফটোকপি।

Dhaka University Institutional Repository

চ-১ ১৪৬

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড

২ নং অরফ্যানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।

অফিস আদেশ

নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত পাবনা জেলার পাবনা কামিল মাদ্‌রাসা গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/ট্রাস্ট পরিচালনা কমিটি (কমিটি গঠন বিধির সংশ্লিষ্ট ধারা-উপধারাসমূহ ঠিক রেখে) ২৮/০১/২০০১ ইং তারিখ হতে ২৭/০১/২০০৪ ইং পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসরের জন্য অত্র বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হল।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	জনাব - জেলা প্রশাসক, পাবনা,	সভাপতি
২.	" ডঃ সাইদুল হক,	সহ-সভাপতি
৩.	" কালাম আহমেদ,	সম্পাদক
৪.	" নুরুল ইসলাম - বিশু,	সদস্য
৫.	" মোঃ - রেজাউল করিম মন্ডল,	সদস্য
৬.	" মৌলভী মোঃ - আতাউর রহমান,	সদস্য
৭.	" মোঃ - রফিজ উদ্দিন,	সদস্য
৮.	" মোঃ - লুৎফর রহমান,	সদস্য
৯.	" মোঃ - সিরাজুল ওয়াহাব,	সদস্য
১০.	" মঃসঃ : - মোঃ - ইমদাদুল হোসেন,	সদস্য
১১.	" মঃসঃ : - মোঃ - আমিরুল ইসলাম,	সদস্য
১২.	" মঃসঃ : মোঃ - আনছুর রহমান, (ভাঃ প্রাপ্ত) অধ্যক্ষ	সদস্য
১৩.	" জনাব মোঃ মতিউর রহমান, প্রতিনিধি ডাঃ - বি, আর, পাবনা, এম. পি. ডি. এস,	সদস্য

স্বাক্ষরিত
পক্ষে, রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

নং প্রশা/ ৫২৬ /৭ পাবনা-১১৮/২

তারিখঃ ২৫/২/২০০১ খ্রিঃ
১৩/১১/ ১৪০৭ বাং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হল ঃ

১. মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/রংপুর/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/খুলনা/বরিশাল অঞ্চল।
৩. জেলা প্রশাসক পাবনা।
৪. জেলা শিক্ষা অফিসার "।
৫. সভাপতি/থানা নির্বাহী অফিসার সদর জেলা পাবনা।
৬. সম্পাদক/অধ্যক্ষ/প্রধান মুহাদ্দিস পাবনা - কামিল মাদ্‌রাসা ডাক পাবনা জেলা পাবনা।

পক্ষে, রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

[illegible] ২৫/২/২০০১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ছ: মাদ্রাসার ছাত্র/শিক্ষকমন্ডলীর লিখিত কয়েকটি বইয়ের কভার পৃষ্ঠার ফটোকপি ।

Dhaka University Institutional Repository

ছ-১ ১৮৮

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত পরিচিতি

মাওলানা মোহাম্মদ ছফি উল্লাহ
প্রধান মুহাদ্দিস
পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা।

Dhaka University Institutional Repository

ড়-2 ১৮৯

A 344 c.1

আরবী ছন্দ বিজ্ঞান □ মুঃ নকিবুল্লাহ

মুঃ নকিবুল্লাহ

আরবী ছন্দ বিজ্ঞান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

- আলিয়া লাইব্রেরী, রাজশাহী কোর্ট
  রাজশাহী
- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার
  রাজশাহী
- জামঈয়ত আহলেহাদীস
  ৯৬, নবাবপুর রোড
  ঢাকা
- ছালমা বুক ডিপো
  বড় মসজিদ লেন
  বগুড়া
- লতিফ বুক হাউস
  সোনাপট্টি রোড, পাবনা

ডু-৬ ১৯০

আমেল শতক

★

প্রণীত
[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

চু-৫ ১৯২

আমার আম্মা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

আমার আম্মা □ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- জ: মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক/ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যপনায় নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে যাঁরা জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়ে স্বর্নপদক প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের দু'জনের সনদপত্রের ফটোকপি।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

মাওলানা জয়নুদ্দীন মোহাম্মদ

অধ্যক্ষ, মদীনা-তুল-উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Dhaka University Institutional Repository

ক-২ ১৯৫

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক বিবেচিত হওয়ায়

জনাব মুহম্মদ আব্দুল মালেক

সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ — কে

এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ঝ: শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের সনদপত্রের ফটোকপি।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ’২০০০

পাবনা জেলা

সনদ পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, পাবনা আলিয়া

কলেজ/মাদ্রাসা/বিদ্যালয় (বালক/বালিকা) ২০০০ সালে পাবনা জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ/মাদ্রাসা/বিদ্যালয় (বালক/বালিকা) হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

আমরা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
সভাপতি
জেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ/২০০০ উদযাপন কমিটি
ও
জেলা প্রশাসক, পাবনা।

(খন্দকার মোঃ রেজাউল করিম)
সদস্য সচিব
জেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ/২০০০ উদযাপন কমিটি
ও
জেলা শিক্ষা অফিসার, পাবনা।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০

পাবনা।

সনদপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে পাবনা কামিলে (আলিয়া) মাদ্রাসা, পাবনা

পাবনা সদর থানায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক / শিক্ষিকা / স্কাউট / গার্লগাইডস / স্কাউট শিক্ষক / গার্লগাইডস শিক্ষক / স্কাউট গ্রুপ / গার্লগাইডস গ্রুপ / প্রতিষ্ঠান প্রধান / মহাবিদ্যালয় / মাধ্যমিক বিদ্যালয় / মাদ্রাসা নির্বাচিত হয়েছে / হয়েছেন।

(মোঃ সেলিম আকতার)
থানা প্রকল্প কর্মকর্তা (শিক্ষা)
ও
সদস্য সচিব
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ উদযাপন কমিটি
পাবনা সদর, পাবনা।

(বেগম রোকসানা ফেরদৌসী)
থানা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ উদযাপন কমিটি
পাবনা সদর, পাবনা।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

॥ দেশ গড়ার জন্য শিক্ষা ॥

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ, ১৯৮৯

পাবনা জেলা।

॥ সনদ পত্র ॥

নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে পাবনা আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ~~মহাবিদ্যালয়/ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/ মাদ্রাসার~~ জনাব সদরুদ্দীন আহমদ এ বৎসর পাবনা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/ ~~শিক্ষয়িত্রী~~ নির্বাচিত হয়েছেন।

(মোঃ আমীর-উদ্-দীন)	(ম, আ, মোতালেব মিয়া)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)
জেলা শিক্ষা অফিসার, পাবনা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), পাবনা	জেলা প্রশাসক, পাবনা
ও	ও	ও
সদস্য-সচিব,	আহবায়ক,	সভাপতি,
কার্য-নির্বাহী কমিটি	শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন উপ-পরিষদ	কার্য-নির্বাহী কমিটি
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৮৯	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৮৯	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৮৯
পাবনা জেলা	পাবনা জেলা	পাবনা জেলা

ক-৪ ২০০

২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ইং

প্রশংসা পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে মোঃ রেজাউল করিম

পাবনা কামিল (আলিয়া) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিজ্ঞান ক্লাব এর আলিম ১ম বর্ষ

শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী/সদস্য/ব্যক্তিগত ২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনী/বিতর্ক প্রতিযোগিতা/উপস্থিত বক্তৃতায় জুনিয়র/সিনিয়র গ্রুপে অংশ গ্রহণ করেছে।

তার অধিকৃত স্থান তৃতীয়।

তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

গয়ালী চন্দ্র বিশ্বাস সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিদ্যা) পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা। ও সম্পাদক ২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ-২০০০	স্থান ঃ পাবনা কামিল (আলিয়া) মাদ্রাসা, পাবনা। তাং- ১২, ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী-২০০০ইং	মোঃ মাহবুবুর রহমান জেলা প্রশাসক, পাবনা। ও সভাপতি ২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ইং

সনদপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচেছ যে মোঃ সাইফুল ইসলাম

পাবনা আলিয়া (কামিল) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিজ্ঞান ক্লাব এর ইসলামের ইতিহাস অনার্স

শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী/সদস্য/ব্যক্তিগত ২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনী/বিতর্ক প্রতিযোগিতা/উপস্থিত বক্তৃতায় জুনিয়র/সিনিয়র গ্রুপে অংশ গ্রহণ করেছে।

তার অধিকৃত স্থান প্রথম।

তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

গয়ালী চন্দ্র বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিদ্যা)
পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা।
ও
সম্পাদক
২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ-২০০০

স্থান ঃ পাবনা কামিল (আলিয়া) মাদ্রাসা, পাবনা।

তাং- ১২, ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী-২০০০ইং

মোঃ মাহবুবুর রহমান
জেলা প্রশাসক, পাবনা।
ও
সভাপতি
২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০

Dhaka University Institutional Repository

২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ইং

সনদপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচেছ যে ......মোঃ আবু বকর সিদ্দিক......

...পাবনা কামিল (আলিয়া)... স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিজ্ঞান ক্লাব এর ...আলিম ২য় বর্ষ...

শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী/সদস্য/ব্যক্তিগত ২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনী/বিতর্ক প্রতিযোগিতা/উপস্থিত বক্তৃতায় জুনিয়র/সিনিয়র গ্রুপে অংশ গ্রহণ করেছে।

তার অধিকৃত স্থান ...তৃতীয়...।

তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

গয়ালী চন্দ্র বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিদ্যা)
পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা।
ও
সম্পাদক
২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ-২০০০

স্থান ঃ পাবনা কামিল (আলিয়া) মাদ্রাসা, পাবনা।
তাং- ১২, ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী-২০০০ইং

মোঃ মাহবুবুর রহমান
জেলা প্রশাসক, পাবনা।
ও
সভাপতি
২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০

২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ইং

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে মোঃ আলমগীর হোসেন

পাবনা কামিল (আলিয়া) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিজ্ঞান ক্লাব এর আলিম-১ম বর্ষ

শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী/সদস্য/ব্যক্তিগত ২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনী/বিতর্ক প্রতিযোগিতা/উপস্থিত বক্তৃতায় জুনিয়র/সিনিয়র গ্রুপে অংশ গ্রহণ করেছে। তার অধিকৃত স্থান প্রথম।

তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

গয়ালী চন্দ্র বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিদ্যা)
পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা।
ও
সম্পাদক
২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ-২০০০

স্থান ঃ পাবনা কামিল (আলিয়া) মাদ্রাসা, পাবনা।

তাং- ১২, ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী-২০০০ইং

মোঃ মাহবুবুর রহমান
জেলা প্রশাসক, পাবনা।
ও
সভাপতি
২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষ-৮ ২০৪

২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ইং

প্রশংসাপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে মোঃ আলমগীর হোসেন

পাবনা আলিয়া (কামিল) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিজ্ঞান ক্লাব এর আলিম প্রথম বর্ষ

শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী/সদস্য/ব্যক্তিগত ২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনী/চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা/উপস্থিত বক্তৃতায় জুনিয়র/সিনিয়র গ্রুপে অংশ গ্রহণ করেছে। তার অধিকৃত স্থান তৃতীয় (যুগ্ম ভাবে)।

তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

গয়ালী চন্দ্র বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিদ্যা)
পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা।
ও
সম্পাদক
২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ-২০০০

স্থান ঃ পাবনা কামিল (আলিয়া) মাদ্রাসা,
পাবনা।

তাং- ১২, ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী-২০০০ইং

মোঃ মাহবুবুর রহমান
জেলা প্রশাসক, পাবনা।
ও
সভাপতি
২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০

Dhaka University Institutional Repository

ক- ৯ ২০৫

২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ইং

সনদপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে মোঃ রেজাউল করিম

পাবনা আলিয়া (কামিল) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিজ্ঞান ক্লাব এর আলিম ২য় বর্ষ

শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী/সদস্য/ব্যক্তিগত ২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শনী/বিতর্ক প্রতিযোগিতা/উপস্থিত বক্তৃতায় জুনিয়র/সিনিয়র গ্রুপে অংশ গ্রহণ করেছে।

তার অধিকৃত স্থান তৃতীয় (যুগ্ম)।

তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

গয়ালী চন্দ্র বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিদ্যা)
পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা।
ও
সম্পাদক
২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ-২০০০

স্থান ঃ পাবনা কামিল (আলিয়া) মাদ্রাসা, পাবনা।
তাং- ১২, ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী-২০০০ইং

মোঃ মাহবুবুর রহমান
জেলা প্রশাসক, পাবনা।
ও
সভাপতি
২৩-তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ -২০০০

Dhaka University Institutional Repository